উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১০ মাঘ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 25 January 2024 Thursday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

‘আমি মরে যেতে পারতাম’

তিনের পাতায়

সুপার কাপের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

চোদ্দোর পাতায়

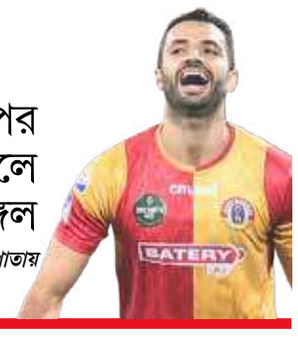

মন্ত্রীদের অযোধ্যায় না যেতে আর্জি মোদির

অযোধ্যা, ২৪ জানুয়ারি : বিশৃঙ্খলার পরদিনও রামলালার দর্শন পেতে রাম মন্দিরে উপচে পড়া ভিড়। কাকভোরে স্নান সেরে মন্দিরের বাইরে লাইনে ছিলেন হাজার হাজার পুণ্যার্থী। মঙ্গলবারের পর বুধবারও প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ মন্দির দর্শন করেন। মঙ্গলবার চরম বিশৃঙ্খলা ও পুলিশি তৎপরতা না থাকলেও প্রশাসন বেশ কিছু সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মার্চ মাসের আগে রাম মন্দিরে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অন্য ভিভিআইপি দর্শনার্থীদের অযোধ্যায় যাওয়ার আগে মন্দির কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসনকে জানাতে অনুরোধ করেছেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বিশিষ্টদের দর্শনের অন্তত এক সপ্তাহ আগে কর্তৃপক্ষকে জানানোর আবেদন করেছেন।

ভিড় নিয়ন্ত্রণে সতর্ক প্রশাসন

অযোধ্যার আইজি প্রবীণ কুমার জানিয়েছেন, মন্দিরে প্রবেশের জন্য হুড়োহুড়ি করার দরকার নেই। তবে যাঁদের কাছাকাছি বাড়ি, তাঁদের কয়েকদিন পর রামলালাকে দর্শন করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ডিজি (আইন ও শৃঙ্খলা) প্রশান্ত কুমার জানিয়েছেন, ভিড় সামলাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কড়া হয়েছে। মন্দির চত্বরে বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে অতিরিক্ত পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

কড়া নজরদারিতে পুণ্যার্থীদের মন্দিরে প্রবেশ করানো হচ্ছে। দর্শনের সময় সকাল ৭টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকলেও বিকেলে সময় বাড়িয়ে ৩টা থেকে রাত ১০টা করা হয়েছে। তবে সন্ধ্যারতি দেখতে অনলাইনে আবেদন করা যাবে বলে মন্দির ট্রাস্ট জানিয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আচমকা রাম মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকে পড়ে একটি বাঁদর। একে শুভ লক্ষণ হিসেবে মনে করছে মন্দির কমিটি। এক্স হ্যান্ডেলে ট্রাস্টের তরফে মন্তব্য করা হয়েছে, ‘যেন স্বয়ং হনুমানজি এসেছেন রামলালা দর্শনে।’ মঙ্গলবার ভিড়ের চাপে শেষপর্যন্ত মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিতে হয়েছিল কর্তৃপক্ষকে।

আলোচনার কথা মিথ্যা : মমতা

জোটে ইতির স্পষ্ট আভাস

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : জোটের বারোটা বেজে গেল বাংলায়। অন্তত তৃণমূলের সঙ্গে ‘ইন্ডিয়া’র অন্য শরিকদের তো বটেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ‘আমরা আঞ্চলিক দলগুলি কী সিদ্ধান্ত নেব, সেটা ভোটের পর ঠিক করব।’ একদিন আগে তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে ‘ভালো সম্পর্কের’ বার্তা ছিল রাহুল গান্ধির মুখে। তিনি জানিয়েছিলেন, তৃণমূলের সঙ্গে আলোচনা চলছে। সেই কথার প্রসঙ্গ তুলতেই মমতা যেন হুংকার দিলেন। তাঁর ভাষায়, ‘অ্যাবসোলিউটলি মিথ্যা কথা।’

হেলিকপ্টারে বর্ধমানে যাওয়ার আগে হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর কোনও কথাই হয়নি। উলটে তাঁর অভিযোগ, ‘আমাদের প্রস্তাব প্রথমদিনই প্রত্যাখ্যান করেছে।’ ক’দিন ধরে মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূমের দলীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি ৪২টি আসনেই তৃণমূল লড়বে বলে আভাস দিচ্ছিলেন। মঙ্গলবার তাঁর কথায় স্পষ্ট, তৃণমূল বাংলায় একাই লড়বে।

এমনকি, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দলগুলি ভোটের পর সিদ্ধান্ত নেবে বলে তিনি জানানোয় স্পষ্ট, নির্বাচনে জাতীয় ক্ষেত্রেও জোটে থাকছে না তৃণমূল। তবে তাঁর বক্তব্য, ‘বিজেপিকে হারানোই আমাদের লক্ষ্য ছিল।’ মমতার এই মন্তব্য ঘিরে এখনও আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখছে কংগ্রেস। দলের সর্বভারতীয় প্রচার সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত জয়রাম রমেশ জানিয়ে দিলেন, কংগ্রেস মনে করছে, বিজেপিকে হারানোর যে লক্ষ্যের কথা তিনি বলেছেন, তাতে অবিচল থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জয়রামের ভাষায়, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া ‘ইন্ডিয়া’ জোট হয় না। জোটের অন্যতম স্তম্ভ তৃণমূল। মমতাজিকে ছাড়া জোট কল্পনাই করতে পারি না আমরা।’ যদিও তৃণমূল নেত্রীর মন্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পঞ্জাবে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন সে রাজ্যের আপ মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মান। মমতার পাশে দাঁড়িয়েছে শিবসেনাও। দলের শীর্ষ নেতা উদ্ধব ঠাকরের ছেলে আদিত্য ঠাকরের কথায়, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঘিনীর মতো লড়াই করেন। বিজেপিকে ঠেকাতে তিনি যথেষ্ট।’

বাংলায় রাহুলের ন্যায় যাত্রার খবর তাঁকে আগাম জানানো হয়নি বলেও উষ্মা প্রকাশ করেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর অনুযোগ, ‘কেউ তো বলতে পারতেন, দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি। আপনি আসুন। কিন্তু আমাকে বলা হয়নি।’ সিপিএমের সুজন চক্রবর্তীর প্রতিক্রিয়া, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় বিজেপির সুবিধা করে দেওয়ার চেষ্টা করেন।’

একনজরে

বিমান ভেঙে মৃত ৬৫ বন্দি

ইউক্রেন সীমান্তে রুশ সামরিক বিমান দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতরা সবাই রাশিয়ার হাতে বন্দি ইউক্রেনীয় সেনাকর্মী। বন্দি বিনিময়ের জন্য তাঁদের ইউক্রেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বুধবার রাশিয়ার সীমান্ত শহর বেলগ্রেডের কাছে বিমানটি ভেঙে পড়ে।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

শাহজাহানের ঘরে ফের ইডি

সাতসকালে সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে গিয়ে ১৯টি তালা ভাঙল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এত পরিশ্রম করেও সামান্য কিছু জমি-বাড়ির দলিল ও গয়নার বিল ছাড়া এমন কিছু পাননি তাঁরা।

বিস্তারিত তিনের পাতায়

ভূমিধসে মৃত ২০

চিনের পার্বত্য অঞ্চল ইউনান প্রদেশে ভূমিধসে অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন কয়েক ডজন। এখানে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নীচে নেমে গেলেও উদ্ধারকর্মীরা নিখোঁজদের সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সর্বাত্মকভাবে উদ্ধার চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

রাহুল-মমতার সফর নিয়ে তটস্থ প্রশাসন

রাহুল মজুমদার ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : ২৮ তারিখ শহরে পদযাত্রা এবং সভা রয়েছে রাহুল গান্ধি সহ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের। তার পরদিনই ফুলবাড়িতে কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পরপর দু’দিন দুই হেভিওয়েটের কর্মসূচি সামলাতে ঘুম নেই পুলিশ ও প্রশাসনের।

রাহুল গান্ধি সহ কংগ্রেস নেতাদের নিরাপত্তায় বুধবার সকালে অসম থেকে ১০০ জন সিআরপিএফের একটি দল শিলিগুড়িতে পৌঁছেছে। রাহুলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিকিউরিটি জেনারেল শহরের থানা মোড়, এয়ারভিউ মোড়, বাগডোগরার বিহার মোড় সহ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর জন্যে প্রস্তুত হেলিপ্যাড এবং সভাস্থল দেখতে বুধবার ফুলবাড়ির ভিডিওকন গ্রাউন্ডে যান জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন এবং শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের কর্তারা। জলপাইগুড়ির জেলা শাসক, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ কমিশনার জানান, মুখ্যমন্ত্রীর সফর নিয়ে এখনও সব চূড়ান্ত হয়নি।

সফরনামা

- শিলিগুড়িতে রাহুল ঢুকবেন ২৮ জানুয়ারি
- পরদিন থেকে ৫ দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী
- এয়ারভিউ মোড়ে রাহুলের ও ফুলবাড়িতে মমতার সভা

নির্ধারিত সূচি বদলে ২৫ জানুয়ারি ফালাকাটায় রাহুল রাতে থাকবেন না। তিনি খাগড়াবাড়ি ও ফালাকাটা হয়ে চলে আসবেন বাগডোগরায়। সেখান থেকে বিমানে দিল্লি চলে যাবেন। ২৮ তারিখ সকালে ফিরে তিনি আবার ফালাকাটা থেকেই ন্যায় যাত্রায় যোগ দেবেন।

২৮ তারিখ জলপাইগুড়ি থেকে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শিলিগুড়িতে প্রবেশ করছে। এয়ারভিউ মোড়ে রাহুল গান্ধির সভা করার কথা। সেখানে জয়রাম রমেশ, কেসি বেণুগোপালের মতো নেতারা থাকবেন।

এদিকে ২৯ তারিখ পাঁচদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে আসার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। বাগডোগরা থেকে হেলিকপ্টারে ফুলবাড়ি ভিডিওকনের মাঠে নেমে পাশের মাঠে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার মানুষকে তিনি পাট্টা বিলি করবেন। এরপর কোচবিহারে যাওয়ার কথা তাঁর। সেখানে ৩০ তারিখ প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেবেন।

কোচবিহারের পর দুই দিনাজপুরে যাওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে জেলার প্রশাসনিক বৈঠক হওয়ার কথা। এরপর দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রশাসনিক বৈঠক করে ২ তারিখ কলকাতায় ফিরবেন তিনি।

বুধবার থেকেই ভিডিওকন গ্রাউন্ড সাফাই শুরু হয়েছে। চারপাশের সীমানা প্রাচীরে নীল-সাদার প্রলেপ পড়েছে। কোন দিক থেকে কোন গাড়ি ঢুকবে, মুখ্যমন্ত্রী কোন দিক দিয়ে প্রবেশ করবেন, সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখেছেন প্রশাসনের কর্তারা।

তাহাদের কথা

ঘটিবাটি বেচেও সুষ্ঠু চিকিৎসা অধরা থাকে

ভাস্কর বাগচী

দু’দিন আগে শিলিগুড়ির এক নার্সিংহোমে দাঁড়িয়ে আমার এক সিনিয়ার সহকর্মীর স্ত্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সেই সিনিয়ার সহকর্মী এখন ওই নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। এখনও পর্যন্ত বিল প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ছুঁইছুঁই। লাখ তিনেক টাকা মিটিয়েও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিষেবা? পরিষেবার কথায় চোখ ছলছল করে উঠল সহকর্মীর স্ত্রীর। তিনি পেশায় সরকারি কর্মী। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী স্বামীর চিকিৎসা করাচ্ছেন বড় নার্সিংহোমে।

টাকার কথা চিন্তা না করে এখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য, যেভাবে হোক স্বামীকে সুস্থ করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু গত প্রায় ১০ দিনে তাঁর যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা শুনলে শিউরে উঠতে হয়। শরীর থেকে জল বের করার নামে পেটের দুই দিকে চিকিৎসকের নির্দেশমতো পাইপ ঢোকাতে গিয়ে একেবারে রক্তারক্তি। প্রতিবাদ করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটে গিয়েও কোনও কাজ হয়নি। বিনিময়ে মিলেছে ঝাঁঝালো কথাবার্তা।

শিলিগুড়ি শহরে এই নার্সিংহোমের ঘটনাটি একটি উদাহরণ মাত্র। গোটা উত্তরবঙ্গের চিত্র প্রায় একইরকম। ফলে হাজারো সুযোগসুবিধা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে দেওয়া হলেও এখানকার মানুষ দক্ষিণ মুখে ছুটতে বাধ্য হচ্ছেন। বিশ্বাস তৈরি হয়েছে,

এরপর বারোর পাতায়

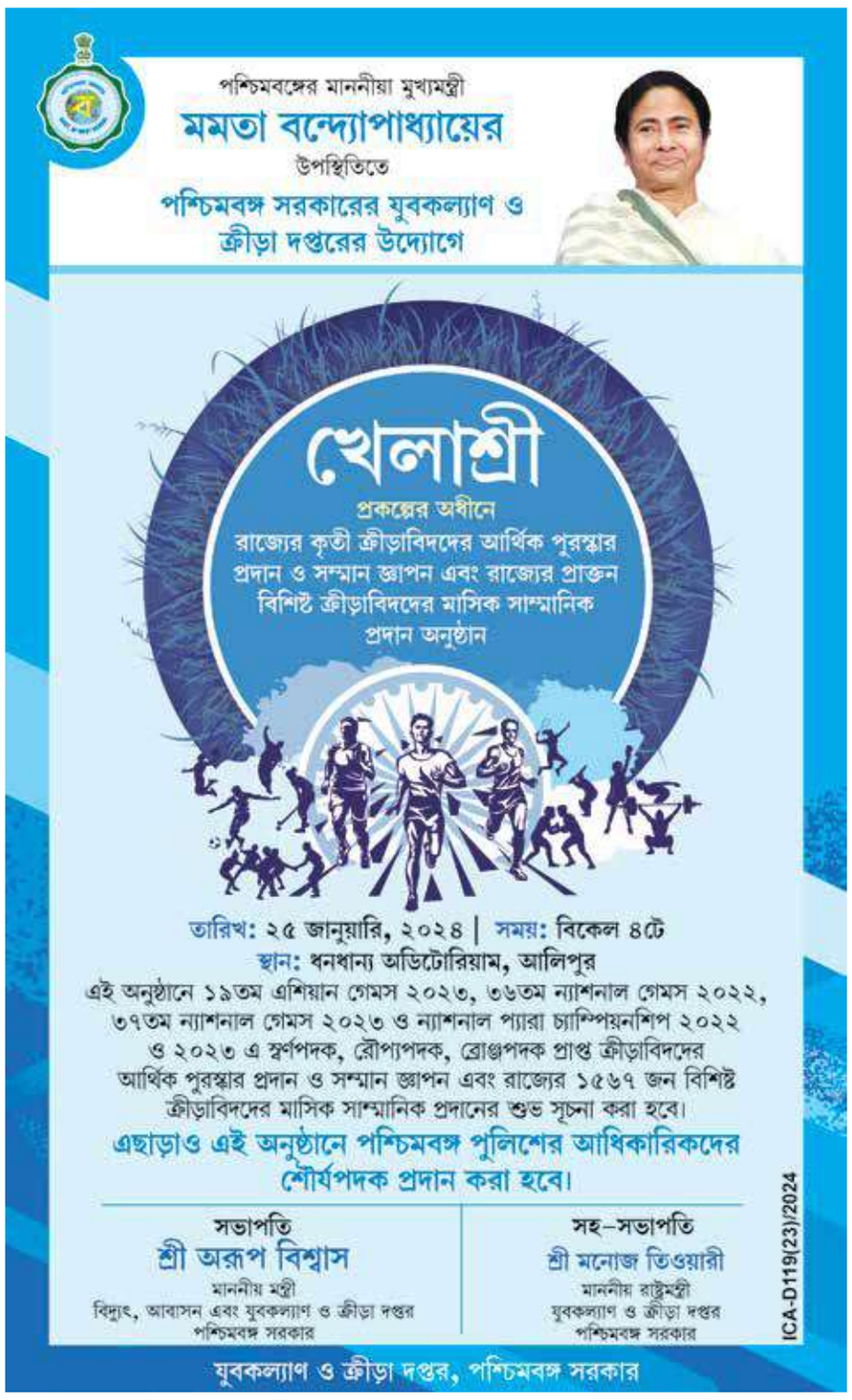

প্ল্যান পাশ না করিয়েই ভবন তৃণমূল নেতার

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : কৃষি পাট্টার জমিতে শুধু তিনতলা বেসরকারি স্কুল তৈরি নয়, সেই বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদনও ছিল না। তৃণমূল নেতা প্রতাপ বর্মনের ভবন নিয়ে এমন অভিযোগ সামনে আসায় বুধবার মাটিগাড়া বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি।

মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলেন, ‘তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন হয়েছে। ওই কমিটির রিপোর্টের প্রেক্ষিতে পদক্ষেপ করা হবে।’ কীভাবে প্রতাপ পাট্টা পেলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী এবং যাঁদের নিজস্ব জমি নেই, তাঁদেরই এমন পাট্টা দেয় সরকার। যিনি তিনতলা বিল্ডিং বানাতে পারেন, তিনি কীভাবে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী, প্রশ্ন অনেকেরই।

মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ বলেন, ‘বিল্ডিং প্ল্যান সংক্রান্ত কোনও কাগজ আমরা পাইনি। সমস্ত নথি নিয়ে সাতদিনের মধ্যে দেখা করার জন্য প্রতাপ বর্মনকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে।’ প্রতাপ ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর স্ত্রী তথা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা পম্পা বর্মনের দাবি, ‘বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন নিয়েই ভবন তৈরি হয়েছে।’

ব্লক স্তরের প্রশাসনিক আধিকারিকদের বক্তব্য, জমির শ্রেণি পরিবর্তন করে অনেক ক্ষেত্রেই এধরনের নির্মাণ করা যায়। তবে তার জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি রয়েছে। সমস্ত কিছুই শেষ করতে হয় নির্মাণ শুরুর আগে।

বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডলের সভাপতি সুভাষ ঘোষ বলেন, ‘শাসকদলের মদতে বেআইনি সমস্ত কাজ এখানে আইনি হয়ে দাঁড়িয়েছে।’

ঘাত-প্রতিঘাত সামলে স্বাবলম্বী সুপর্ণা

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ২৪ জানুয়ারি : প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকলে জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতাকে হার মানিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব, তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের গয়েরকাটার বাসিন্দা সুপর্ণা মণ্ডল। বছর বিয়াল্লিশের স্বামী পরিত্যক্তা সুপর্ণার বেঁচে থাকার লড়াই উদ্বুদ্ধ করবে অনেককেই। একমাত্র মেয়ে কোলে থাকার সময়েই স্বামী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বহু প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। বর্তমানে টোটো চালিয়ে মেয়ের লালনপালনের খরচ সহ নিজের দু'বেলার অন্ন জোগাড় করে চলেছেন তিনি। এলাকার একমাত্র মহিলা টোটোচালক হিসেবে তাঁর এই জীবন সংগ্রামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ এলাকার বাসিন্দারা।

প্রায় ২০ বছর আগে বিয়ে হওয়ার পর কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁকে ছেড়ে চলে যান তাঁর স্বামী। একমাত্র মেয়ে মনশ্বেতা তখন খুবই ছোট। এরপর দীর্ঘদিন অন্যের বাড়িতে রান্নার কাজ করে কোনওমতে মা ও মেয়ের পেট চালিয়ে এসেছেন। মেয়ের বয়স যখন দশ বছর, তখন একদিন পড়াশোনা করার সময় মোমবাতি থেকে আগুন লেগে তাঁর শরীরের একটি অংশ পুড়ে যায়। সেই থেকে নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগে চলেছে মেয়ে মনশ্বেতা। টাকার অভাবে সম্পূর্ণ চিকিৎসা করাতে পারেননি সুপর্ণা। অন্যের বাড়িতে রান্নার কাজ করেই মেয়ের লেখাপড়ার খরচ জোগানোর পাশাপাশি মেয়েকে নাচও শিখিয়েছেন তিনি। বছর দুয়েক আগে এক প্রতিবেশীর সহায়তায় একটি টোটো কেনেন সুপর্ণা। এখন দিনরাত টোটো চালিয়েই কোনওমতে চলে যায় মা ও মেয়ের। চা বাগান ও ঘন জঙ্গলে ঘেরা গয়েরকাটায় সন্ধের পর নানা রকমের বিপদের সম্ভাবনা থেকেই যায়। কিন্তু কোনওরকম বিপদের তোয়াক্কা না করেই রাতেও টোটো নিয়ে যাত্রী পরিবহণ করে চলেন সুপর্ণা। তাঁর কথায়, 'বিয়ের পরই কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যাই। জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে, তবে পরিশ্রম করতে ভয় পাইনি। একা একা মেয়েকে লালনপালন করা বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এখন টোটো চালিয়ে মা ও মেয়ের দুটি পেটের খাবার জোগাতে আর তেমন সমস্যা হয় না। তবে মেয়ের চিকিৎসা সম্পূর্ণ না হওয়ায় ওকে মাঝেমাঝেই কষ্ট পেতে হয়। তাই মেয়ের চিকিৎসার খরচ জোগাতে বিপদের তোয়াক্কা না করেই রাতেও টোটো নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।'

মনোরঞ্জন টোপ্পো নামে এক স্থানীয় শিক্ষক বলেন, 'সুপর্ণার জীবন সংগ্রাম আমি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছি। ওর এই জীবন সংগ্রাম অনেককেই অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে মনে করি।'

বেহালার সুরে দারিদ্র্য জয়

অনসূয়া চৌধুরী

বেহালা হাতে অনিকেত। -সংবাদচিত্র

জলপাইগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : কনকনে শীতে টুপি, মাফলার ভেদ করে হঠাৎই কানে ভেসে এল এক মিষ্টি সুর। কোথা থেকে আসছে তা খুঁজতেই দেখা গেল মাটির বাড়ির দালানে বসে একটি ছেলে আপন মনে বাজিয়েই চলছে বেহালা। তাঁর নাম অনিকেত কর। অনিকেতের কোনও শিক্ষাগুরু নেই। মা গয়না বন্ধক রেখে দোতারা আর দিদা রান্নার কাজ করে বেহালা কিনে দেওয়ায় পড়াশোনার ফাঁকে আপন মনে রেওয়াজ করে তিস্তাপাড়ের অনিকেত।

ইচ্ছেশক্তির কাছে দারিদ্র্য যে মাথানত করেছে, তা দিনমজুরের ছেলে অনিকেত করকে দেখেই উপলব্ধি করা যায়। জীবনে যতই কষ্ট থাকুক না কেন বেহালার সাত সুরে কিন্তু টান পড়েনি এতটুকুও। আপন মনে সে বাজিয়েই চলছে, 'তুমি বন্ধু কালা পাখি আমি যেন কি, বসন্ত কালে তোমায় বলতে পারিনি।' অনিকেতের বাবা দিনমজুর, মা যখন যা পান তাই করেন। ছোটবেলা থেকেই অনিকেত দাদুকে কীর্তন করতে দেখে ঢাকঢোল বাজাতে শুরু করে। ছেলের এমন গুণ দেখে মা নিজের কিছু গয়না বন্ধক রেখে দোতারা, আর দিদা মানুষের বাড়িতে রান্নার কাজ করে নাতিকে কিনে দিয়েছেন বেহালা। এভাবেই মা - দিদার দেওয়া উপহার পেয়ে বেজায় খুশি ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউশনের অষ্টম শ্রেণির অনিকেত। ইতিমধ্যেই ইচ্ছেশক্তিকে সহায় করে বেশ কয়েক জায়গায় মঞ্চ মাতিয়েছে সে। এবিষয়ে মা পুষ্পরানি কর বলেন, 'আমরা দিন আনি দিন খাই। ছেলের ইচ্ছে থাকলেও বাদ্যযন্ত্র শেখানোর কোনও শিক্ষক দিতে পারিনি। কিন্তু ও যেভাবে এগিয়ে চলছে তাতে আমরা খুব খুশি।' প্রতিবেশী সরলা রায় জানান, অনিকেতের বাদ্যযন্ত্রের সুর সারাদিনের খাটুনিকে নিমেষে উড়িয়ে দেয়।

অনিকেত স্বভাবে লাজুক হলেও গান শোনাতে কিন্তু কোনওরকম কৃপণতা করে না। সে বলে, 'পড়াশোনার ফাঁকে যখন সময় পাই, তখন বেহালা, দোতারা, খোল, ঢাক বাজিয়ে রেওয়াজ করে নিই। এগুলো বাজাতে আমার খুব ভালো লাগে। এখন দু'-এক জায়গায় অনুষ্ঠান করে দর্শকদের করতালি পেয়ে আরও এগিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। বড় হয়ে বাদ্যযন্ত্রশিল্পী হতে চাই।' এভাবেই হয়তো জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করে এগিয়ে চলবে অনিকেত। সুরের মাদকতায় হারিয়ে যাবে দুঃখদুর্দশা।

নাতির নাম রামরহিম, সম্প্রীতির বার্তা হাসনাবানুর

ফিরোজাবাদ, ২৪ জানুয়ারি : অযোধ্যায় রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘিরে উন্মাদনায় ভাসছিল গোটা দেশই। এই আবহেই সন্তানের জন্ম দিলেন এই মুসলিম মহিলা। রাম মন্দিরে রামের অভিষেকের দিনেই তাঁর ঘরেও এল পুত্রসন্তান। তাই দুটি ঘটনাকেই এক সূত্রে বাঁধতে চেয়েছেন এই মহিলা ও তাঁর পরিবার। তাই শিশুর নামকরণের মধ্যে দিয়েই রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার ক্ষণটিকেও তাঁরা জুড়ে নিয়েছেন। সন্তানের নাম রেখেছেন রামরহিম। আর সেই নামের মধ্যে দিয়েই হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়ের বার্তাটিও ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি।

জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদে। যোগীরাজ্যের একটি জেলা হাসপাতালেই সন্তান প্রসব করেছেন ফরজানা নামের ওই মহিলা। ওই হাসপাতালের চিকিৎসকই পুরো বিষয়টি সামনে এনেছেন।

তিনি জানিয়েছেন, শিশুটির নামকরণ করেছেন তার ঠাকুরমা হাসনাবানু। আর সেই নামে আপত্তি ছিল না পরিবারের কারও। আসলে কোনও একটি ধর্ম যে মানুষকে কোনও একটিমাত্র গণ্ডিতে বেঁধে ফেলতে পারে না, এই নামের মধ্যে দিয়ে সেকথাই বোঝাতে চেয়েছেন তাঁরা। আসলে রাম মন্দির নিয়ে উন্মাদনার পাশাপাশি বিতর্কও তো কম ছিল না। এর সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার ইতিহাসও।

ধর্ম নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের টানাপোড়েনে রক্তও ঝরেছে অনেক। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বারেবারেই সম্প্রীতির কথা বলতে চেয়েছেন শান্তিকামী মানুষ। রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনেও সেই কাজটিই করল যোগীরাজ্যের এই মুসলিম পরিবার।

কলকাতা বইমেলায় জেআইএসইউ এবং আইসিএমএআই-এর কর্মকর্তারা।

দুই সংস্থার মউ স্বাক্ষর

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ময়দানে বুধবার ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া (আইসিএমএআই)-র সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করল জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা ও পেশাগত ক্ষেত্র আরও প্রসারিত করতে এই মউ স্বাক্ষর বলে জানা গেছে। এদিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সময় উপস্থিত ছিলেন জেআইএস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার তরণজিৎ সিং, ডিরেক্টর সর্দার সিমরপ্রীত সিং, ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ ভবেশ ভট্টাচার্য, আইসিএমএআই-এর সচিব ডঃ কৌশিক বন্দোপাধ্যায়, সিনিয়ার ডিরেক্টর ডঃ ডিপি নন্দী প্রমুখ।

এই চুক্তি অনুসারে উভয় সংস্থা যৌথভাবে কর্মশালা, সেমিনার এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করবে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পারস্পরিক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করবে উভয় সংস্থাই। চুক্তি মোতাবেক দুই সংস্থাই পরস্পরের মধ্যে ফ্যাকাল্টি সদস্যদেরও বিনিময় করতে পারবে। পাশাপাশি বিভিন্ন কোর্সের উপকরণ, কেস স্টাডি, গবেষণা প্রকাশনা এবং অন্যান্য গবেষণামূলক বিষয়ের ইনপুটও আদানপ্রদানের সুযোগ থাকছে।

এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেআইএস গ্রুপের ডিরেক্টর সিমরপ্রীত সিং বলেন, 'এই মউ স্বাক্ষর একটি সহযোগিতামূলক যাত্রার সূচনা করে, যার লক্ষ্য শিক্ষা, পেশাগত উন্নয়ন ও গবেষণার অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা।'

গাঁদা চাষে ভাগ্য ফিরেছে পঙ্কজের

অমিতকুমার রায়

মণ্ডলঘাট, ২৪ জানুয়ারি : গাঁদা ফুলের রঙে জীবন সাজিয়ে তুলেছেন জলপাইগুড়ি জেলার মণ্ডলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বসুনিয়াপাড়া রানিকামাত গ্রামের কৃষক পঙ্কজ সরকার। বাণিজ্যিকভাবে গাঁদা ফুলের চাষ করে নিজের ভাগ্য যেমন বদলে ফেলেছেন তিনি, তেমনি হয়ে উঠেছেন এলাকার চাষিদের অনুপ্রেরণাও। শ্বশুরবাড়ি থেকে শেখা বিদ্যে হয়ে উঠেছে তাঁর উপার্জনের মূল অবলম্বন।

বর্তমানে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে ফুলের ব্যবহার বেড়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে পুজো বা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ফুলের চাহিদা সর্বত্রই। পঙ্কজ সরকারের শ্বশুরবাড়ি নদিয়া জেলার বেথুয়া নাকাশিপাড়ায়। তাঁদের মূল পেশা হল ফুল চাষ। সেখান থেকেই গাঁদা ফুল চাষের খুঁটিনাটি শিখে আসেন পঙ্কজবাবু। গত চার বছর ধরে ফুল চাষ করেই স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'এক বিঘা জমিতে পাঁচ থেকে ছয় হাজার চারা লাগানো যায়। এর জন্য বিঘা প্রতি খরচ হয় প্রায় ১৫ হাজার টাকা। মাসখানেকের মধ্যেই গাছগুলি থেকে কুঁড়ি বেরিয়ে আসে। দেড় থেকে দুই মাসের মধ্যে ফুলে ভরে যায় খেত। এরপর প্রায় দুই মাস পর্যন্ত ফুল পাওয়া যায় গাছগুলি থেকে। এক বিঘা জমি থেকে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকার ফুল বিক্রি করা যায়।'

তিনি আরও জানান, সারবছর ফুলের জোগান পেতে মাসদুয়েক অন্তর এক থেকে দেড় বিঘা জমিতে ফুলের চারা লাগাতে হয়। দেশি প্রজাতির গাছ থেকে সারাবছর ফুল পাওয়া যায় না। ফুলগুলি তোলার পর শুকিয়েও যায় তাড়াতাড়ি। তাই বিশেষ প্রজাতির গাঁদা ফুলের চারা আনতে হয় নদিয়া থেকে। এতে যেমন সারাবছর ধরে ফুল পাওয়া যায়, তেমনি ফুলগুলি সতেজও থাকে বেশ কয়েকদিন ধরে। পঙ্কজ সরকারের স্ত্রী অপর্ণা সরকার জানান, একটি গাঁদা ফুলের চেন তৈরি করতে ৩৫টা ফুল লাগে। এককেটি চেন পাইকারি দরে ১০ থেকে ১৫ টাকায় বিক্রি হয়। প্রায় সারাবাছরই ফুলের চাহিদা থাকায় বিক্রিতে কোনও সমস্যা হয় না। প্রত্যন্ত গ্রামের এই ফুলচাষির সাফল্যে বর্তমানে এলাকার অনেকেই আগ্রহী হয়ে উঠেছেন ফুল চাষে।

দিল্লিতে স্নেহার নাচ

কোচবিহার, ২৪ জানুয়ারি : ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে দিল্লির রাজপথে নৃত্যে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেলেন কোচবিহারের ছাত্রী স্নেহা দে। তাঁর বাড়ি কোচবিহার শহরের ধর্মতলা এলাকায়। বর্তমানে তিনি গুজরাটে পারুল বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্নালিজম নিয়ে লেখাপড়া করছেন। স্নেহার মা অনিন্দিতা দে বলেন, 'আমার মেয়ে প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লির রাজপথে নৃত্যে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গত ২৬ ডিসেম্বর ও দিল্লি গিয়েছে। সেখানে নাচের প্রস্তুতি চলছে। প্রজাতন্ত্র দিবসে মেয়ে গুজরাটি নৃত্যে অংশ নেবে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের কোনও প্রিয়জন আজ আপনার জন্যে উপহার পাঠাতে পারেন। পথে সতর্ক হয়ে চলুন। বৃষ : ব্যবসার কারণে অতিরিক্ত ঋণ নিতে যাবেন না। মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। মিথুন : বাবার শরীর নিয়ে সারাদিন উৎকণ্ঠা থাকলেও চিকিৎসায় উপকার হবে। বাড়িতে অতিথি আগমন। কর্কট : সন্তানের চাকরি পাওয়ায় খবরে খুশি। বাবার সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। সিংহ : ব্যবসার কারণে অনেক দূরে যেতে হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে আজ সময় দিন। কন্যা : নিজের বুদ্ধির ভুলে কোনও সম্পূর্ণ হয়ে আসা কাজ বন্ধ হয়ে পারে। পিঠ ও কোমর ব্যথায় দুর্ভোগ। তুলা : পেটের সমস্যায় ভুগতে পারেন। কোনও নতুন ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত। বৃশ্চিক : হঠাৎ বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বাবার সঙ্গে সামান্য কারণে মনোমালিন্য। ধনু : ছেলের পরীক্ষার ফল খুব ভালো হওয়ায় আনন্দ। সংসারের জন্যে আজ বেশ খরচ হবে। মকর : বারবার যে কাজ করতে গিয়েও বন্ধ রেখে দিতে হয়েছে, আজ তা শুরু করুন। প্রেমে শুভ। কুম্ভ : সম্পত্তি নিয়ে আইনি সমস্যা আজ মিটে যাবে। ছেলের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। মীন : অহেতুক কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত। সামান্য পেয়ে খুশি থাকুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১০ মাঘ ১৪৩০, ভাঃ ৫ মাঘ, ২৫ জানুয়ারি ২০২৪, ১০ মাঘ, সংবৎ ১৫ পৌষ সুদি, ১৩ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।১৪। বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা রাত্রি ১০।৪৭। পুনর্বাসুনক্ষত্র দিবা ৮।২৪। বিষ্কুম্ভযোগ দিবা ৮।১। বিষ্টিকরণ দিবা ১০।১৩ গতে ববকরণ রাত্রি ১০।৪৭ গতে বালবকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৮।২৪ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৮।২৪ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ১০।৪৭ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ২।৩২ গতে ৫।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৫০ গতে ১।২৯ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-দিবা ৯।১ গতে ২।৩২ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ দীক্ষা দেবগৃহারম্ভ দেবগৃহপ্রবেশ জলাশয়প্রতিষ্ঠা দেবতাগঠন দেবতাপ্রতিষ্ঠা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ, রাত্রি ১০।৪৭ গতে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। প্রদোষে সন্ধ্যা ৫।১৪ গতে রাত্রি ৬।৫০ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা। শ্রীশ্রীদেবীর অঙ্গরাগযাত্রা। রাত্রি ১০।৪৭ মধ্যে পৌষী পূর্ণিমা বিহিত স্নানদানাদি। গোস্বামিমতে পৌর্ণমাস্যারম্ভকল্পে মাঘকৃত্যারম্ভ। বাংলাদেশে প্রচলিত ধান্যপূর্ণিমা ব্রত। মুং-পর্ব-হজরত আলির জন্মদিবস। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ও জননেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের জন্মদিবস। শ্রীপ্রিয়বাদিনীদেবীর আবির্ভাব তিথি ও উৎসব। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৪৬ মধ্যে ও ১০।৪৩ গতে ১২।৫৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১।৮ গতে ৩।৪২ মধ্যে।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগে

অতি ক্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগ স্থাপন এবং সম্প্রসারণ -এর উদ্দেশ্যে

পি.এম. ফরমালাইজেশন অফ মাইক্রো ফুড প্রসেসিং এন্টারপ্রাইজেস স্কীম (PMFME)

নতুন ক্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগ গঠন, বিদ্যমান উদ্যোগগুলিকে আপগ্রেড করা এবং সাধারণ পরিকাঠামো (Common Infrastructure) তৈরি করার জন্য একক বা গ্রুপ আবেদনকারীরা ৩৫% হারে ক্রেডিট লিঙ্কড সাবসিডি পেতে পারেন।

সুবিধা পেতে আজই নথিভুক্ত করুন এই ওয়েবসাইটে - www.pmfme.mofpi.gov.in

বিশদ বিবরণের জন্য জেলার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন অফিসে যোগাযোগ করুন অথবা @ইমেল করুন- pmfmewbs.pmu@gmail.com

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
প্রয়োজনীয় যোগাযোগ :
কালিম্পং-7003605232 / দার্জিলিং-9564516616/কোচবিহার-8583868699/ জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ি -9851336103 / আলিপুরদুয়ার-9800620025
www.wbfpih.gov.in

লাইন সিবি এবং আর্থিংয়ের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল-টিআরডি-৭৫-২০২৩-২৪ তারিখ: ২২-০১-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ইএল-টিআরডি-৭৫-২০২৩-২৪। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলে: (১) টিএসএস/কাটিহার, এসএসপি/... [illegible] ... ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৪-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৪-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিনের পরিদর্শন এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্যে ট্রিপ পরিদর্শন শেড

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৩ অফ ২০২৪ তারিখ: ১৯-০১-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ডিইএনডি এইচকিউআই-০১-২০২৪। ... [illegible] ... রাশি: ৫,৯৮,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ/খোলার হওয়ার তারিখ এবং সময় ১২-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট অবলোকন করুন।
মাণ্ডলিক অভিযন্তা, গুয়াহাটি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVT. OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE PROJECT OFFICER-CUM-DISTRICT WELFARE OFFICER
BACKWARD CLASSES WELFARE, JALPAIGURI
e-mail: bcwdjal@gmail.com

All are hereby notified that the interview/viva-voce for the post of Contractual Guest Teachers in Physics, Chemistry, History, Geography, Life Science and English for Eklabya Model Residential School, Nagrakata will be held at Eklabya model Residential School, Nagrakata on 31 January 2024 (Wednesday) from 10.00 A.M. onwards. All the Candidates are requested to report to the Teacher-in-Charge, Eklabya Model Residential School, Nagrakata by 09.00 A.M. Positively alongwith all original documents, one copy of passport size photographs & Admit Card as per district website.
No separate intimation letter will be sent individually.
All are requested to visit the District Website regularly for further details.

Sd/-
Project Officer-cum-District Welfare Officer
Backward Classes Welfare, Jalpaiguri

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে রেল কোচ রেস্টুরেন্টের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে রেল কোচ রেস্টুরেন্টের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-এপি-আরসিআর-১০, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট): ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় : ০৫-০২-২০২৪ তারিখের ১২.৫০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট : বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন : ১৮২৭।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	স্টেশন
এএ/১	এমএসএস-এপিডিজে-ডিবিভি-আরসিআর-৩-২৪-১ (মিক্স-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-রেল কোচ রেস্টুরেন্ট)	ধুবড়ি
এএ/২	এমএসএস-এপিডিজে-এইচএসএ-আরসিআর-৩-২৪-১ (মিক্স-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-রেল কোচ রেস্টুরেন্ট)	হাসিমারা
এএ/৩	এমএসএস-এপিডিজে-এনএমএক্স-আরসিআর-১৫-২৪-১ (মিক্স-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-রেল কোচ রেস্টুরেন্ট)	নিউ মাল জং.
এএ/৪	এমএসএস-এপিডিজে-সিএলডি-আরসিআর-১৬-২৪-১ (মিক্স-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-রেল কোচ রেস্টুরেন্ট)	চালসা জং.
এএ/৫	এমএসএস-এপিডিজে-এমডিটি-আরসিআর-১৭-২৪-১ (মিক্স-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-রেল কোচ রেস্টুরেন্ট)	মাদারিহাট
এএ/৬	এমএসএস-এপিডিজে-এমএলএফসি-আরসিআর-২-২৪-১ (মিক্স-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-রেল কোচ রেস্টুরেন্ট)	মালবাজার
এএ/৭	এমএসএস-এপিডিজে-ডিকিউজি-আরসিআর-৭-২৪-১ (মিক্স-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-রেল কোচ রেস্টুরেন্ট)	ধূপগুড়ি
এএ/৮	এমএসএস-এপিডিজে-এইচডিএক্স-আরসিআর-১৩-২৪-১ (মিক্স-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-রেল কোচ রেস্টুরেন্ট)	হ্যামিল্টনগঞ্জ
এএ/৯	এমএসএস-এপিডিজে-জেপিই-আরসিআর-৬-২৪-১ (মিক্স-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-রেল কোচ রেস্টুরেন্ট)	জলপাইগুড়ি রোড

উপরের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম ক্যাটালগ মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকসেবায়

নিউ কোচবিহারে স্থান উন্নয়ন কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৩ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ১৯-০১-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ০৫-এপি-I-২০২৪ (টু প্যাকেট)। কাজের নামঃ নিউ কোচবিহারে: সাই-রেলওয়ে রাষ্ট্রীয় উৎকর্ষ কেন্দ্র-নিউ কোচবিহারের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থান উন্নয়ন কাজ। টেন্ডার রাশি: ১১,৭৭,৫৬,৫৩৫.৫২ টাকা। বায়না রাশি: ... [illegible] ... তারিখ এবং সময় ১২-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible]

MLD-124/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near-Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010
NOTICE INVITING e-TENDER

The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms / companies / individual contractors for the following works: Tender No. 1) NIT 104 / Engg / 2023-24 of SJDA (2ND CALL), 2) NIT 105 / Engg / 2023- 24 of SJDA (2ND CALL) & 3) NIT 132 / ENGG / 2023-24 OF SJDA. Name of Work : 1) Construction of Boundary Wall at Play Ground at Ward No. 24 under SMC, Dist. Darjeeling (BEUP). 2) Construction of Boundary Wall at Vivekananda School, Ward No. 15 under SMC, Dist. Darjeeling (BEUP) & 3) Construction and Repairing of Hall Room at Northern H.Q. of Training Centre of Self Help Group, Jalpaiguri. Amount Put to Tender- 1) Rs. 9,14,505.00, 2) Rs. 5,98,379.00 & 3) Rs. 8,74,061.00, Earnest Money- 1) Rs. 18,290.00, 2) Rs. 11,968,00 & 3) Rs. 17,481.00. Tender Documents Sale / Download Start Date & Time- 25.01.2024 at 4:00 P.M. and Bid Submission and Date & Time- 05.02.2024 up to 4:00 P.M. Date of opening of Technical Proposals - 08.02.2024 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647. Sd/- Chief Executive Officer ICA-T1831(2)/2024

এলএইচবি জিএস কোচগুলির জন্য ১৬০ কেএন এয়ার স্প্রিং অ্যাসেম্বলি

নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. : এনবি২৪১০৪৩, তারিখ : ২০-০১-২০২৪। আইটেমের বর্ণনা : এলএইচবি জিএস কোচগুলির জন্য ১৬০ কেএন এয়ার স্প্রিং অ্যাসেম্বলি। মাট স্পেসিফিকেশন: আরডিএসও এসটিআর নং. আরডিএসও/২০২০/সিজি-০১ (ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস)। পিএল কোড (গ্রুপ) : ৩৩৫০৭১৮১; বায়না মূল্য : ৬১,২৩০/- টাকা; টেন্ডারবন্ধের তারিখ ও সময় : ২৯-০১-২০২৪ তারিখে ১৪:৩০ ঘণ্টায়। টেন্ডার-বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডেপুটি সিএমএম/ডি, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক সেবায়

NOTICE INVITING e-TENDER of N.I.e.T. No. WB/APD/KMG/BDO-ET/22/2023-24, Dt-19/01/2024,
Last date and time for bid submission 08/02/2024 at 18.00 hours.
For more information please visit: www.wbetenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Kumargram Panchayat Samity
&
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

Recruitment Notice
Memo No. 360 Dated : 24.01.24
Online Applicants are invited from intending candidates on contractual basis for the post of Medical Officer (RKSK) under District Health & Family Welfare Samiti, Cooch Behar. For details please visit **www.coochbehar.nic.in** & **www.wbhealth.gov.in**
Sd/- CMOH & Secretary
District Health and Family Welfare Samiti, Cooch Behar

NOTICE INVITING E-TENDER
E-Tender is invited for selection of agency for distribution of free spectacles to beneficiaries under SES and Presbyopia under NPCB &VI of Darjeeling District vides NIT No. 03/NPCB & VI of 2023-24 (2nd Call) dated 19/01/2024. For more details visit to **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbhealth.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/- Chief Medical Officer of Health, Darjeeling

Abridged E-Tender Notice
Tender for eNIT No. WBHED/SMV/SGG/PROU./001 of 2023-24 dated 24.01.24 of Sukanta Mahavidyalaya, Dhupguri, Jalpaiguri are invited by the undersigned. Last date of bid submission is 07.02.2024. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned in office hours.
Sd/-
Principal
Sukanta Mahavidyalaya
P.O.: Dhupguri, Dist: Jalpaiguri

কর্মখালি

বাংলা রান্না জানা ও বাসন ধোয়া-মাজার জন্য লোক চাই। শিলিগুড়ি রেস্টুরেন্টে, থাকা-খাওয়া ফ্রি। M. No. 8391068933. (C/108978)

বিক্রয়

জলপাইগুড়ি শহরে সংঘশ্রী খেলার মাঠের সামনে ২ কাঠা+নতুন বাড়ি বিক্রয় হবে। Mobile-7074499199. (C/108750)

চলচ্চিত্র

নামী শিল্পীর ফিল্মে অভিনয়ে ৮-৬৫ বয়সি নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। ফ্রি অডিশন শিলিগুড়ি/কোচবিহারে। 8910232294. (C/108973)

শিক্ষা-দীক্ষা

ডিজিটাল লার্নিং

উত্তরবঙ্গ জেলাস্তরের বিভিন্ন স্কুলে ডিজিটাল লার্নিং-এর সুযোগ নিয়ে এল ডি.এইচ.আর ফাউন্ডেশন। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতি পুস্তকের বিভিন্ন বিষয় প্রোজেক্টর-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেখানো ও বোঝানো হবে। এই কাজে উচ্চমাধ্যমিক/স্নাতক যোগ্যতায় আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ তারিখ ২৭.০১.২০২৪ বিস্তারিত জানুন- www.ndeem.org.in ওয়েবসাইটে। (C/109075)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D NOTICE INVITING e-TENDER
Notice Inviting e-Tender by the S.E./NBDD Vide NIeT No. 108 (Sl. No. 01 & 02) of 2023-24 of the S.E. NBDD. Details of works be seen in the above mentioned NIeT in the website:- www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in
Sd/- Superintending Engineer, North Bengal Development Department
ICA-T1842(4)/2024

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭১১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭১২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

CINEMA সিনেমা

From 25th January at
BISWADEEP
FIGHTER
*Ing : Hrithik Roshan, Deepika, Anil Kapoor
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M

নিউ সিনেমা, শিলিগুড়ি, শো প্রত্যহ বিকেল ৪-১৫ মিনিটে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কোনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের খোঁজ পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিয়েছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বাড়ল নিরাপত্তা

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে শহরের নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করছে লালবাজার। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ও শপিং মলে নাকা চেকিং শুরু করেছে পুলিশ।

ভোটার দিবস

২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস পালন করবে নির্বাচন কমিশন। এই উপলক্ষ্যে কলকাতার ভাষা ভবনে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের আহ্বান জানিয়েছে কমিশন।

বাজেট বিজ্ঞপ্তি

৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি জারি করলেন অধ্যক্ষ। এই আবহেই বুধবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

দেহ উদ্ধার

বুধবার গড়ফার পূর্বাচলে একটি বন্ধ ঘর থেকে এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁর নাম মমতাজ বিবি। ঘটনায় তাঁর লিভ-ইন পার্টনার বাপ্পা দে-কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

তদন্ত নিয়ে বিতর্ক

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : ভুয়ো শংসাপত্র ব্যবহার করে মেডিকেল কলেজে ভর্তির মামলায় সিবিআই তদন্ত হবে কিনা তা নিয়ে দিনভর কলকাতা হাইকোর্টে পরস্পরবিরোধী নির্দেশ ঘিরে তৈরি হল নাটকীয়তা।

বুধবার দুপুর সোয়া ১টা নাগাদ

মেডিকেলে ভর্তি

এই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গে সঙ্গেই ওই নির্দেশের পালটা বিচারপতি সৌমেন সেন ও উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চে এই রায়ের বিরুদ্ধে মৌখিক আর্জি জানান রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত। ডিভিশন বেঞ্চের তরফে এব্যাপারে এদিন মৌখিকভাবে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এদিন বিকালে ফের মামলার শুনানি হয় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে। বিচারপতি বলেন, 'ডিভিশন বেঞ্চের স্থগিতাদেশের কথা শুনেছি। কোনও লিখিত নথি না থাকায় আমার নির্দেশ জারি হওয়ার পরেই সিবিআইয়ের তরফে এফআইআর করে এই মামলার তদন্ত শুরু করতে হবে।'

এমবিবিএস পরীক্ষায় ভুয়ো শংসাপত্র ব্যবহার করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি নেওয়া হয়েছে বলে আদালতে অভিযোগ করেছিলেন জনৈক ইতিশা সোরেন।

বর্ধমানের সভায় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

পরিযায়ীদের জন্য ডেভেলপমেন্ট বোর্ড

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ২৪ জানুয়ারি : দোরগোড়ায় লোকসভা ভোট। তার আগে বুধবার বর্ধমানের প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, এই রাজ্যে আর চাকরির সমস্যা থাকবে না।

এদিন প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য আমরা রাজ্যে ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তৈরি করেছি।' এজন্য তিনি পরিযায়ী শ্রমিকদের ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার আহ্বান জানান। সেইসঙ্গে ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়া পরিযায়ীদের রাজ্যে ফিরে আসার এবং ভোটের সময় ভোটটা দিতে আসার জন্যও আহ্বান জানান। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের শস্যবিমার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অসময়ের বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতিপূরণ পাওয়া নিয়ে চাষিদের চিন্তিত না হওয়ার কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন কেন্দ্রের সরকারকে ঠুঁটো জগন্নাথ বলে অভিহিত করেন। ১০০ দিনের কাজের টাকা না দেওয়া নিয়ে প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রকে একহাত নেন। একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'রাজ্যে কয়েক হাজার শিক্ষকের চাকরি দেওয়ার জন্য রেডি হয়ে বসে আছি। কিন্তু সিপিএম ও বিজেপির পান্ডারা তা হতে দিচ্ছে না।' আদালতের উদ্দেশ্যে তাঁর আবেদন, দ্রুত ভ্যাকেন্সিগুলো যাতে ফিলআপ করা যায়, তার ব্যবস্থা করে দিন।

পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানকে নিয়ে এদিন বর্ধমানের গোদার মাঠে প্রশাসনিক সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী ১৮২টি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ১৩১৫ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন যেসব প্রকল্পের কাজ হবে তার শিলান্যাস করেন। তৃণমূল সরকারের ১২ বছরের রাজত্বে হওয়া বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ এবং বিভিন্ন সরকারি সহায়তা দেওয়ার কথা প্রশাসনিক সভা থেকে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের কত সংখ্যক মানুষ এখনও পর্যন্ত এইসব প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন তার তথ্য তুলে ধরার পাশাপাশি ১ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যের কত সংখ্যক মানুষ নতুন করে কোন কোন সরকারি প্রকল্পের সহায়তা পেতে চলেছেন সেই তথ্যও তিনি তুলে ধরেন।

এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলার মানুষের জন্য এত কিছু আমরা করছি। তবুও অনেকে বলে আমরা নাকি কিছুই করছি না।' তাঁর আরও দাবি, 'আমাদের মতো এত সমাজসংস্কার, এত সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন সারা পৃথিবীতে কেউ করতে পারেননি। এর জন্য আমরা গর্বিত।' এদিন মুখ্যমন্ত্রীর তরফে রূপশ্রীদের বেনারসি শাড়ি দেওয়া হয়।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে বলেন, 'রাজ্যের তরফে কেন্দ্রের কাছে টাকা চাওয়া হলেই ওরা বলে টাকা দেব না। আমি জানতে চাইলাম কেন টাকা দেওয়া হবে না। তখন বলছে, সব জায়গায় গেরুয়া রং করতে হবে।' এরপরই কোনও বিজেপি নেতার নাম মুখে না এনে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন রাখেন, 'আপনারা কোন সাধু? আপনারা তো বিধু।'

এদিন বর্ধমানে প্রশাসনিক সভা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেও সভা সেরে কলকাতায় ফেরার পথে মুখ্যমন্ত্রী দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। তিনি কপালে সামান্য আঘাত পেয়েছেন।

আলিঙ্গন। *বুধবার বর্ধমানের প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।*

'আমি মরে যেতে পারতাম'

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : ফের দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত পেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বর্ধমানে প্রশাসনিক সভা থেকে ফেরার পথে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে তাঁর কনভয়ে

বুধবার রাজভবনের বাইরে।

একটি গাড়ি প্রবল বেগে ঢুকে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির চালক ব্রেক কষতে বাধ্য হন। তাতেই মুখ্যমন্ত্রী গাড়ির ড্যাশবোর্ডে কপালে আঘাত পান। কপালে বেশ কিছুটা চোট রয়েছে তাঁর। তাঁর জ্বরও এসেছে। চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন তিনি। এসএসকেএম হাসপাতালে যাওয়ার কথা থাকলেও তিনি সেখানে যাননি। কলকাতায় ফিরে নবান্নে যান তিনি। সেখান থেকে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলেন। রাজভবনের পক্ষ থেকেও মুখ্যমন্ত্রীর দুর্ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল।

এদিন রাজভবন থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমার গাড়ি যখন সভাস্থল থেকে বেরোচ্ছিল তখন ২০০ কিলোমিটার বেগে একটি গাড়ি সামনে চলে আসে। তখন আমার গাড়ির চালক বুদ্ধিমানের মতো কাজ করে ব্রেক কষে দেন। আমার মাথায় গাড়ির ড্যাশবোর্ড গিয়ে লাগে। ভাগ্য ভালো বেঁচে গিয়েছি। না হলে আজ মরে যেতাম।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'গাড়ির কাচ নামানো না থাকলে ওই কাচ ভেঙে সারা গায়ে ফুটে যেত। মাথাটা এখনও টনটন করছে। তাই নিয়েই কাজ করলাম। এখন বাড়ি যাব। আমি ওষুধ খেয়েছি। হাসপাতালে আপাতত যাচ্ছি না।'

শেষে দিব্যেন্দুও?

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : মেচেদায় অমিত শা'র সভায় শুভেন্দু অধিকারীর ভাই দিব্যেন্দু অধিকারীর বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে আবার জল্পনা বাড়ছে। দু'দিনের রাজ্য সফরে এসে ২৯ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুরের মেচেদায় বুথ কর্মী সভা করার কথা অমিত শা'র। সূত্রের খবর, শা'র ওই সভাতেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন দিব্যেন্দু। যদিও এ বিষয়ে বিজেপির তরফে কোনও সমর্থন মেলেনি। লোকসভা ভোটের মুখে দু'দিনের রাজ্য সফরে ২৮ জানুয়ারি কলকাতায় পৌঁছোচ্ছেন মোদির সেনাপতি অমিত শা। ২৯ জানুয়ারি শা'র কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম মেচেদার এই সভা। শা'র এই সভাক ঘিরে এখন রাজ্য-রাজনীতিতে জোর জল্পনা। জল্পনা, শা'র ওই সভাতেই আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারীর ভাই দিব্যেন্দু।

জল্পনার কারণ, '২১ এর বিধানসভা নির্বাচনের মুখে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরে ক্রমশই রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখ হয়ে ওঠেন শুভেন্দু। একইসঙ্গে অধিকারী পরিবারের সঙ্গেও দূরত্ব বাড়তে থাকে তৃণমূলের। তৃণমূলের সাংসদ হলেও গত প্রায় দু'বছর ধরে নিজের সংসদীয় এলাকায় কার্যত নিষ্ক্রিয় থেকেছেন দিব্যেন্দু। একইসঙ্গে বেড়েছে বিজেপি ঘনিষ্ঠতা। সম্প্রতি রাম মন্দির উদ্বোধনের দিনেই নিজের এলাকায় দিব্যেন্দুকে সস্ত্রীক রামপুজো করতে দেখা গিয়েছে। এদিকে, লোকসভা ভোটে বিজেপির প্রার্থী তালিকা নিয়ে চর্চা শুরু হতেই তমলুকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে দিব্যেন্দুর নাম নিয়ে জল্পনা বেড়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ)

WBSETCL

সিআইএন: U40101WB2007SGC113474 • ওয়েব: www.wbsetcl.in

বিজ্ঞপ্তি নং.: সিসি/মৌজা/২৩-২৪/০৪ তারিখ: ২৫.০১.২০২৪

এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে ডব্লিউবিএসইটিসিএল নিম্নলিখিত প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে :-

লাইনের নাম, দৈর্ঘ্য (আনুমানিক), টিএস নং. ও তারিখ এবং নিযুক্ত অফিসার	মৌজার বিবরণী (জে. এল. নং.)
বীরপাড়া ১৩২ কেভি সাব-স্টেশন থেকে প্রস্তাবিত ১৩২ কেভি মাদারিহাট জিআইএস পর্যন্ত ১৩২ কেভি এস/সি (২ ফেজ) ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণ আনুমানিক দৈর্ঘ্য (ওএইচ) = ১৮.৭৫৪ কি.মি. আনুমানিক দৈর্ঘ্য (ইউজি) = ৬৩৩ মিটার সিই/সিপিটি/টিএস/২০২৩-২৪/১১০ তাং. ১৪.১২.২০২৩ অ্যাডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, শিলিগুড়ি ফিল্ড জোনাল অফিস, ডব্লিউবিএসইটিসিএল, নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং (সেকেন্ড ফ্লোর), পাওয়ার হাউস কমপ্লেক্স, সেকেন্ড মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ	আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট থানার অধীনে: উত্তর মাদারিহাট (৪৬), মধ্য খয়েরবাড়ি (৩৮), উত্তর ঢেকলাপাড়া (৪৫), মধ্য ঢেকলাপাড়া (৪৪), খয়েরবাড়ি ফরেস্ট (৪৩), ইসলামাবাদ (৪২), পশ্চিম খয়েরবাড়ি (৪১), উত্তর রাঙালী বাজনা (৪০), মধ্য রাঙালী বাজনা (২৩), দক্ষিণ খয়েরবাড়ি (২২), দক্ষিণ রাঙালী বাজনা (২১), দক্ষিণ শিশুবাড়ি (২০), উত্তর শিশুবাড়ি (১৯),

তিমতিমা টি গার্ডেন (৮), ফালাকাটা থানার অধীনে: দলগাঁও টি গার্ডেন (৩৩), দলগাঁও (৩৪), কদাই বাড়ি (৩২)

এই প্রসঙ্গে এই বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, ২০০৩ সালের ভারতীয় বিদ্যুৎ আইন-এর অধীনে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ আইন ২০০৭ ধারার (ওভারহেড লাইন টানার/সংস্থাপনের জন্য পূর্ব অনুমোদন) যা প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি উৎস দপ্তর-এর জারি করা বিজ্ঞপ্তি নম্বর ২৫০-পিও/ও/III/৩আর-০৯/২০০৭ তারিখ ০৬.০৭.২০০৭ বলে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর ৬৮ ধারার ১ উপধারা অনুযায়ী ওভারহেড লাইন টানার অথবা সংস্থাপনের জন্য রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণের সংস্থান প্রয়োগ রহিত ঘোষিত হওয়া ভারতীয় বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর ১৬৪ ধারা ও ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইন ১৮৮৫-এর পার্ট III অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার দ্বারা ন্যস্ত ডব্লিউবিএসইটিসিএল (পূর্বতন ডব্লিউবিএসইবি) ... তারিখে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তি নম্বর ... এবং পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি নম্বর ... তারিখ ২৫.০১.২০০৭ সাপেক্ষে জানানো হচ্ছে যে উপরোক্ত কর্মসূচি রূপায়ণে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বণ্টনের উদ্দেশ্যে এবং উল্লিখিত অঞ্চলে কোম্পানির কাজে যথোপযুক্ত সমন্বয় সাধনে টেলিগ্রাফিক অথবা টেলিফোনিক সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য উক্ত জেলার উল্লিখিত অঞ্চলে ট্রান্সমিশন লাইন, টাওয়ার, বৈদ্যুতিক তার, পোল, ওয়াল ব্র্যাকেট, স্টে, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির মধ্যে দিয়ে যাবতীয় স্থাপন ও নির্মাণের অধিকার কোম্পানির ওপর ন্যস্ত যা সংশ্লিষ্ট টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত ও সংরক্ষিত বা ভবিষ্যতে করা হতে পারে এমন টেলিফোন লাইন সম্পর্কে ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইন ১৮৮৫ অনুযায়ী টেলিফোন কর্তৃপক্ষের আছে। এই কর্মসূচি সম্পর্কে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যদি কোনও বক্তব্য থাকে, তবে তা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত দপ্তরে লিখিত ভাবে জমা দিতে হবে যে কোনও কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। কাজের বিবরণও সেখানে জানা যাবে। নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেলে কোনও বক্তব্য গ্রাহ্য হবে না।

উল্লিখিত মৌজাসমূহের মধ্যে দিয়ে প্রস্তাবিত লাইন টানা হবে।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার (প্রোজেক্টস)-II

ICA-N71(2)/2024

১৯ তালা ভেঙে ইডি'র তল্লাশি

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : সাতসকালে সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে গিয়ে ১৯টি তালা ভাঙল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এত পরিশ্রম করেও সামান্য কিছু জমি-বাড়ির দলিল ও গয়নার বিল ছাড়া এমন কিছু পাননি তাঁরা। তবে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দরজায় নোটিশ সাঁটিয়ে দিয়েছেন ইডি আধিকারিকরা। সেই নোটিশে বলা হয়েছে, ২৯ জানুয়ারি সকাল ১১টায় র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় সমস্ত তথ্য সহ শাহজাহানকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হতে হবে।

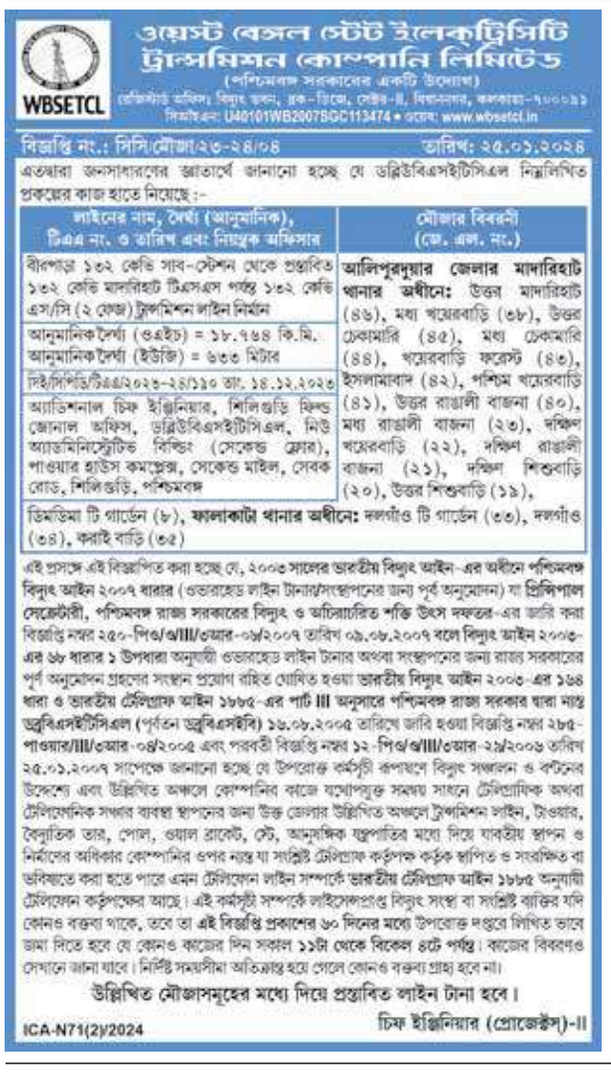

১৭ জানুয়ারি কলকাতা

শাহজাহানের বাড়ি থেকে নথি

হাইকোর্টের একক বেঞ্চ সন্দেশখালির ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের নির্দেশ দিয়েছে। সিটের মাথায় সিবিআই ও রাজ্য পুলিশের একজন করে পুলিশ সুপার পদমর্যাদার অফিসার রাখার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু আদালত স্থানীয় ন্যাজাট থানার কোনও পুলিশ আধিকারিককে রাখা যাবে না বলে জানিয়েছিল। বুধবার সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। রাজ্যের আর্জি, স্থানীয় থানাকে সিটের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। বৃহস্পতিবারই এই মামলার শুনানি হতে পারে।

আগের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এদিন পৌনে ৮টা নাগাদ বিশাল বাহিনী নিয়ে সন্দেশখালিতে ঢোকেন ইডি অফিসাররা। বাড়িতে ঢোকার জন্য কারও কাছ থেকে কোনও চাবি পাননি তাঁরা। তাই বাড়ির মূল ফটকের তালা দুটি তাঁদের ভাঙতে হয়। এরপর ইডি অফিসাররা বাড়িতে ঢুকে একের পর এক বিভিন্ন আলমারি ও ড্রয়ারের তালা ভেঙে সেগুলি খুলে তল্লাশি করেন। তল্লাশির সময় স্থানীয় দু'জনকে এবং ইডির তরফে তিনজনকে সাক্ষী হিসেবে রাখা হয়। তল্লাশি সেরে তাঁরা বাড়িটি সিল করে দেন।

তার আগে তল্লাশিতে তাঁরা ৫টি বাতিল ৫০০ টাকার নোট, ১৯টি রেজিস্ট্রি না হওয়া দলিল, বেশ কিছু গয়নার বিল, ও শেখ শাহজাহান মার্কেটের বিস্তারিত প্রোজেক্ট রিপোর্ট, জীবন বিমার কাগজপত্র, আয়কর রিটার্নের ফাইল ছাড়াও অনেকের বিমানের টিকিট, ভিসা ইত্যাদি কাগজপত্র পেয়েছেন ইডি অফিসাররা। তবে অদ্ভুতভাবে এদিন নীরব ছিলেন এলাকাবাসী। আগের দিনের মতো প্রতিবাদ করা দূরে থাক, অধিকাংশই ছিলেন নির্বাক। অনেকেরই দাবি, তাঁরা আগের দিনের ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ঘটনার দিন তাঁরা এলাকার বাইরে ছিলেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা সন্ধ্যা পাল - কে 04.11.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 97J 41204 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "অত্যন্ত স্বচ্ছ উপায়ে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার এই রকম একটি সুযোগ তৈরি করার জন্য আমি ডিয়ার লটারির প্রশংসা করি। এটি আমাকে এবং আমার পরিবারকে অনেক আনন্দিত করেছে। এই বিশাল পরিমাণ অর্থ আমাকে সাহায্য করবে আমার পরিবারের আর্থিক উন্নতি করতে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

Sardar Jodh Singh

(1st February, 1920 - 25th January, 2018)

We continue to remain inspired by his vision even today.

Kirtan Samagam by

Bhaisahab Balvinder Singh Rangila

followed by Guru Ka Langar will be held

at Dunlop Gurudwara

on 25th January, 2024, 11AM onwards.

The JIS Family

In Remembrance of Our Founder

JIS GROUP

Join JIS Group Facebook LIVE & Online platform through links.

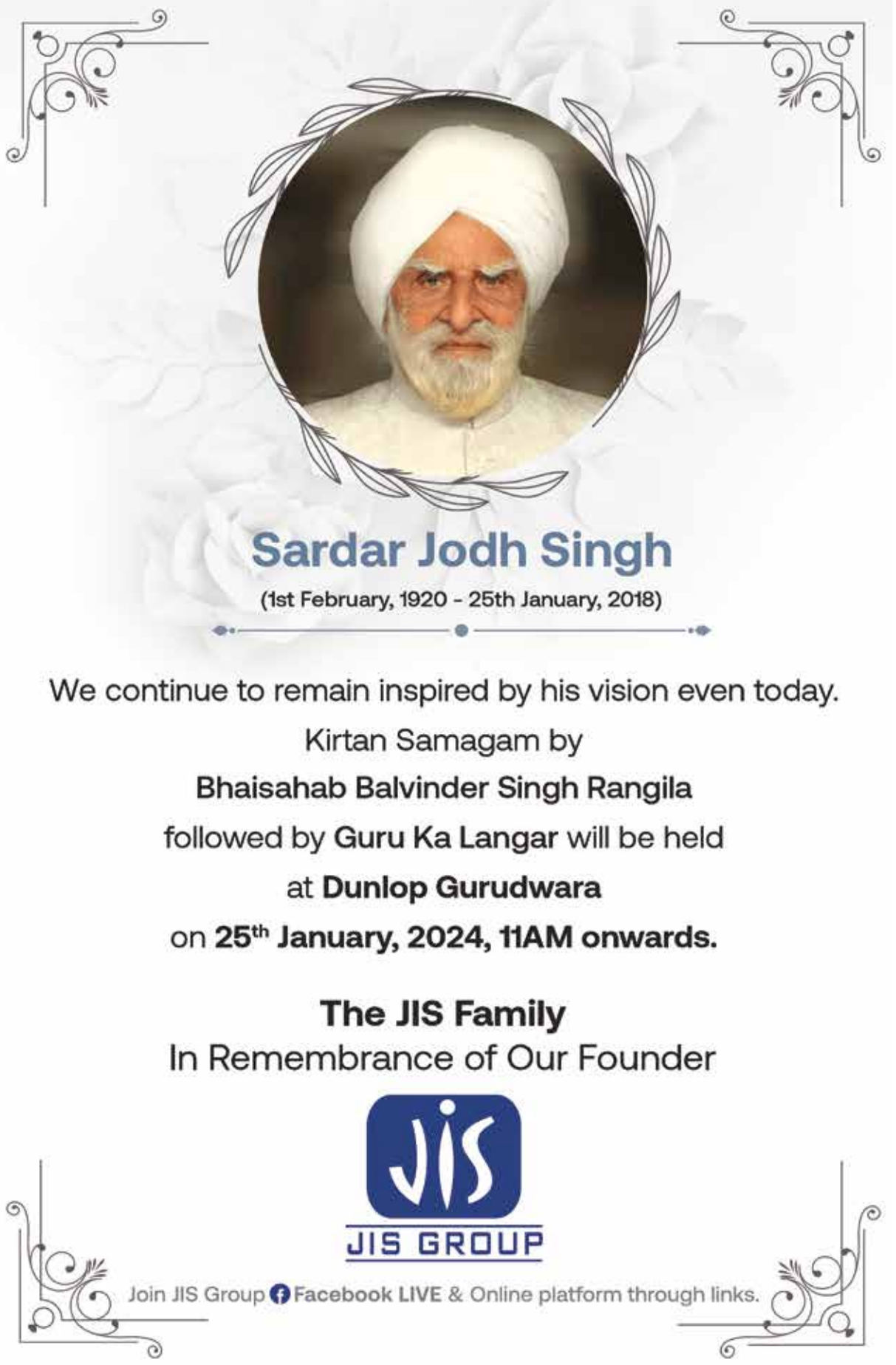

খড়িবাড়ি ব্লকের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অব্যবস্থা

লাঞ্চের বদলে টিফিনে বিতর্ক

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৪ জানুয়ারি : একাধিক অব্যবস্থার মধ্যে বুধবার খড়িবাড়ি ব্লকের বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৯তম প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষাকেন্দ্র সমূহের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। শিশু পড়ুয়াদের টিফিন ও পানীয় জলের অব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগে সরব শিক্ষকরা।

বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৯টি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের পড়ুয়ারা এদিন বার্ষিক ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করে। প্রায় ৬০০ পড়ুয়া ৩৪টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সকাল ১১টার পরিবর্তে সাড়ে ১২টায় শুরু হয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। শিশুদের দুপুরের খাবার দেওয়া হয়নি। শিশুদের টিফিন মঞ্চে সাজানো থাকলেও সেই টিফিন দুপুর পৌনে তিনটে নাগাদ দেওয়া শুরু হয়েছিল। টিফিনে ছিল মাত্র চার পিস পাউরুটি, একটি ছোট মিষ্টি এবং একটি ডিম। মাঠে শিশু প্রতিযোগীদের জন্য কোনও পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল না বলে অভিযোগ শিক্ষকদের। শিক্ষকদের মধ্যে রামজনম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অম্বুজ রায় অভিযোগ করে বলেন, 'শিশুদের দুপুরের খাবারের পরিবর্তে টিফিন দেওয়া হয়েছে ৩টে নাগাদ। পানীয় জল না থাকায় শিশুদের পাশের কুয়োর জল খেতে হয়েছে। বিভিন্ন স্কুল ও শিশুশিক্ষাকেন্দ্র থেকে আসা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের খাওয়া-দাওয়ারও কোনও ব্যবস্থা ছিল না। সিঙ্গিয়াজোত প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ঝন্টু সরকারের অভিযোগ, 'শিশুদের দেরিতে টিফিনে দিয়েছে। টিফিনে পাউরুটি দিয়েছে কিন্তু কোনও পানীয় না থাকায় সেই পাউরুটি খেতে সমস্যায় পড়েছে ছোট পড়ুয়ারা।' বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন খড়িবাড়ি চক্রের ক্রীড়া সম্পাদক আকবর আলি। তিনি বলেন, 'কুয়াশার জন্য দেরিতে প্রতিযোগিতা শুরু করতে হয়েছিল। তাই টিফিন দেরিতে দেওয়া হয়েছিল। অন্যথায় খেলা শেষ করা সম্ভব হত না। পানীয় জলের বোতলের জন্য এক ব্যক্তিকে বরাত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে জলের বোতল সরবরাহ না করায় সমস্যা হয়েছে।' শিশুদের পাশের উরলাজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পানীয় জলের উৎস থেকে জল সরবরাহ করা হয় বলে তিনি জানান। গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক আনুকূল্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি হয়েছিল। ওরা দুপুরের খাবারের কোনও ব্যবস্থা করেননি বলে মন্তব্য করেন আকবর।

> কুয়াশার জন্য দেরিতে প্রতিযোগিতা শুরু করতে হয়েছিল। তাই টিফিন দেরিতে দেওয়া হয়েছিল। পানীয় জলের বোতলের জন্য এক ব্যক্তিকে বরাত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে জলের বোতল সরবরাহ না করায় সমস্যা হয়েছে।
>
> **আকবর আলি**
> *ক্রীড়া সম্পাদক, খড়িবাড়ি চক্র*

বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রমোদ প্রসাদ বলেন, 'শিক্ষকদের সঙ্গে যখন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নিয়ে মিটিং হয় তখনই জানিয়ে দেওয়া হয় দুপুরের খাবার দেওয়া হবে না। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নির্দিষ্ট সময়ে টিফিন পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। পানীয় জলের ব্যবস্থা শিক্ষকদের করে নিতে বলা হয়েছিল।' তবে ছোট ছোট শিশুদের সঠিক সময়ে টিফিনটা দেওয়া উচিত ছিল বলে মন্তব্য করেন প্রমোদ প্রসাদ।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সুখ।। ছবিটি তুলেছেন গঙ্গারামপুরের পীযূষ সরকার।

টুকরো খবর

সিটুর সম্মেলন

চোপড়া, ২৪ জানুয়ারি : সিটু অনুমোদিত পশ্চিম দিনাজপুর চা বাগিচা শ্রমিক ইউনিয়নের পঞ্চম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল চোপড়ার ঘরুগছ এলাকায়। বুধবার সম্মেলনে ৭১টি ইউনিট থেকে সদস্যরা অংশ নেন। এদিন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কার্তিক শীল সাধারণ সম্পাদক, দবিরুল ইসলাম সম্পাদক এবং স্বপন গুহনিয়োগী সভাপতি মনোনীত হয়েছেন। সম্মেলনে চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, সকলের জন্য পিএফ ও এলাকায় বন্ধ বাগানগুলি খোলার দাবি ওঠে। সাধারণ সম্পাদক কার্তিক শীল বলেন, 'চোপড়া ও ইসলামপুর ব্লকে চা শিল্পে সংকট দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বড় বাগান টুকরো করে বিক্রি করার ষড়যন্ত্র চলছে। কোথাও আবার বিক্রি করা হচ্ছে।' স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমছে, বিভিন্ন সুযোগসুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। চা শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে আগামীতে আন্দোলনে নামা হবে বলে জানান সিটুর নেতারা।

নিরাপত্তা বৈঠক

চোপড়া, ২৪ জানুয়ারি : রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা কর্মসূচি ঘিরে বুধবার চোপড়ায় ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠক করা হল। সিআইএসএফ, পুলিশ, দমকল ও দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেস সূত্রে খবর, আগামী ২৮ জানুয়ারি সোনাপুরের নলবাড়ি এলাকায় রাহুল গান্ধি রাত কাটাবেন। ২৯ জানুয়ারি সকালে ইসলামপুর রওনা হবেন।

নাবালিকা উদ্ধার

চোপড়া, ২৪ জানুয়ারি : নিখোঁজ দুই নাবালিকাকে উদ্ধার করল চোপড়া থানার পুলিশ। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার একজনকে বিহার ও অন্যজনকে ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়। অভিযুক্তরা এখনও পলাতক। দুজনের বাড়ি চোপড়া থানা এলাকায়। দুই পরিবারেই খবর দেওয়া হয়েছে। নাবালিকাদের হোমে পাঠানো হবে।

সচেতনতা প্রচার

চোপড়া, ২৪ জানুয়ারি : পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ে চোপড়া ব্লকের স্কুলগুলিতে সচেতনতা প্রচার শুরু হল। প্রাইমারি স্কুল পরিদর্শক ফারুক মণ্ডল জানান, ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বুধবার থেকে স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের মধ্যে এই প্রচার শুরু করা হয়।

শিশুকন্যা দিবস

বাগডোগরা, ২৪ জানুয়ারি : ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর হিউম্যান অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল রাইটস দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে চৌপুকুরিয়া জুনিয়ার বেসিক স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে শিশুকন্যা দিবস পালন করা হল। শিক্ষকদের উপস্থিতিতে শিশুদের শীতবস্ত্র, খাতা, পেন্সিল তুলে দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক পিন্টু ভৌমিক, আহ্বায়ক বিষ্ণুপদ বিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ শংকর দাস।

গৃহবধূ নিখোঁজ

ময়নাগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ গৃহবধূ। বুধবার ময়নাগুড়ি থানায় এসে নিখোঁজ ডায়ারি করলেন গৃহবধূর স্বামী বিকাশ রায়। জানা গিয়েছে, গৃহবধূর নাম বুধবালা রায়। বাড়ি ময়নাগুড়ি ব্লকের দক্ষিণ মাধবডাঙ্গা গ্রামে। গত ১২ জানুয়ারি ২ বছরের পুত্রসন্তানকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। তারপর থেকে সন্ধান নেই।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের মাঠে কুচকাওয়াজের মহড়া। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

রাগার ন্যায় যাত্রায় যাবেন জীবেশ

শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : তৃণমূলকে ভালোবাসার বার্তা পাঠিয়ে তিনি যে সমঝোতার পথে যেতে চাইছেন, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাহুল গান্ধি। রাগার বার্তা পেয়ে অবশ্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে রাহুলের কোনও কথা হয়নি বলে 'হাটে হাঁড়ি ভেঙেছেন' তৃণমূল নেত্রী। আর বুধবার তৃণমূল নেত্রীর অবস্থান স্পষ্ট হতেই নতুন উদ্যমে মাঠে নেমে পড়েছে সিপিএম নেতৃত্ব। এখনই যে কংগ্রেসের হাত ছাড়তে নারাজ সিপিএম, তা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল বুধবার।

এদিনই রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় অংশ নিয়ে রাহুলের 'হাত ধরার' সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিল আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। দলের প্রতিনিধি হয়ে ২৫ জানুয়ারি কোচবিহারে পৌঁছে ন্যায় যাত্রায় অংশ নেবেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জীবেশ সরকার। তিনি বলেন, 'রাজ্য সম্পাদকের নির্দেশে আমি কোচবিহার যাচ্ছি। শিলিগুড়ি পর্যন্ত আমি থাকব। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই আমাদের কর্মীরা ন্যায় যাত্রায় অংশ নেবেন।'

রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন অসমের একটি মন্দিরে কেন রাহুল গান্ধি গিয়েছিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্যত যা খুশি করেছিল সিপিএম নেতৃত্বকে। তাঁদের ধারণা ছিল, তৃণমূল নেত্রীর এহেন মন্তব্যের পালটা জবাব দেবে কংগ্রেস হাইকমান্ড। কিন্তু খোদ রাহুলই তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্যের মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা খুঁজে পাননি। তাঁর বক্তব্য, 'কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনটা হয়। আমাদের কেউ কিছু বলে দেন। ওঁদের কেউ কিছু বলে দেন। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো, সে কথাও উল্লেখ করেন রাহুল। লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেস চলতে চায়, এমন বার্তা রাহুল দিয়েছেন বলে অনেকেই মনে করেন। আর রাহুলের এমন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সিপিএম কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকে নজর ছিল অনেকেরই। কেননা, তৃণমূলকে কাছে টানলে, তাঁদের সঙ্গে যে কংগ্রেসের দূরত্ব বাড়বে, ইতিমধ্যে সেই বার্তা দিয়ে রেখেছেন সিপিএম নেতৃত্ব।

> রাজ্য সম্পাদকের নির্দেশে আমি কোচবিহার যাচ্ছি। শিলিগুড়ি পর্যন্ত আমি থাকব। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই আমাদের কর্মীরা ন্যায় যাত্রায় অংশ নেবেন
>
> **জীবেশ সরকার,** *সিপিএম নেতা*

তবে তাঁর সঙ্গে রাহুলের কোনও কথা হয়নি বলে এদিন স্পষ্ট করে দেন মমতা। আর এরপরেই ন্যায় যাত্রায় অংশ নেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব।

পরীক্ষাসূচি বদলের প্রতিবাদ

বাগডোগরা, ২৪ জানুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করার বিরুদ্ধে সরব হল নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি। সমিতির তরফে বুধবার শিবমন্দিরে মাধ্যমিক পর্ষদের উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কার্যালয়ে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। কিন্তু কার্যালয়ের আধিকারিক স্মারকলিপি গ্রহণ না করায় অবস্থান বিক্ষোভ দেখান সমিতির সদস্যরা।

আগে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হত বেলা ১২টায়, শেষ হত ৩টা বেজে ১৫ মিনিটে। সম্প্রতি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরীক্ষা শুরুর সময় পরিবর্তন করে ৯.৪৫ করায় রাজ্যজুড়ে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, স্মারকলিপি জমা দেওয়ার সময় ডেকোরামের অজুহাত দেখিয়ে উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক আধিকারিক স্মারকলিপি গ্রহণ করেননি। তাই তাঁরা এদিন বিক্ষোভ দেখান। ছিলেন সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু, সহ সাধারণ সম্পাদক সুজিত দাস, কেন্দ্রীয় পরিষদের সহ সভানেত্রী কাকলী ভৌমিক প্রমুখ। এ নিয়ে পর্ষদ আধিকারিক কোনও মন্তব্য করেননি।

গোরু পাচার, গ্রেপ্তার ৫

খড়িবাড়ি, ২৪ জানুয়ারি : গোরু পাচার করতে গিয়ে গ্রেপ্তার পাঁচজন। বাংলা-বিহার সীমান্তে উদ্ধার করা হল ২০টি গোরু। বুধবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের নাম অনিল কুমার, পবন কুমার, অরুণ ভোলা, বিকাশ রাঠোর এবং রফিউল ইসলাম। প্রথম চারজন হরিয়ানা এবং বাকি একজন অসমের বাসিন্দা। খড়িবাড়ি পুলিশ জানিয়েছে, নাকা চেকিংয়ের সময় এদিন ভোরে বাংলা-বিহার সীমান্তের ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ত্রিপল দিয়ে ঢাকা দুটি ট্রাক বিহার থেকে খড়িবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। পুলিশ ট্রাক থামিয়ে তল্লাশি করলে তার ভেতর থেকে ২০টি গোরু উদ্ধার হয়। কোনও বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায় ওই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গোরুগুলিকে স্থানীয় খোঁয়াড়ে রাখা হয়েছে। ধৃতদের এদিন দুপুরে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিনে মুক্ত করেন বলে ওসি সুদীপ বিশ্বাস জানিয়েছেন।

পরিবেশ বাঁচাতে মামলার সিদ্ধান্ত

পোড়াঝাড়ে অব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ পরিবেশপ্রেমীরা

শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : পোড়াঝাড়ে পাখিদের আবাসস্থল রক্ষায় এবার থানায় অভিযোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিলিগুড়ির স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি। পাশাপাশি পরিবেশ আদালতে মামলা করারও প্রস্তুতি নিচ্ছে। এদিকে, খবর প্রকাশিত হতেই এলাকা নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেছে বন দপ্তর। সূত্রের খবর, বন দপ্তরের কার্সিয়াং ডিভিশনের বাগডোগরা রেঞ্জ খোঁজখবর শুরু করেছে। কিন্তু বন দপ্তরের এহেন ঢিলেঢালা মনোভাবে রীতিমতো ক্ষুব্ধ পরিবেশপ্রেমী সংস্থাগুলি। সরকারি জমি বাঁচাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে বৃক্ষরোপণ করা হলেও কেন সেগুলির যত্ন নেওয়া হল না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা। সলিটারি নেচার অ্যান্ড অ্যানিমাল প্রোটেকশন ফাউন্ডেশনের কর্ণধার কৌস্তভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'বন দপ্তরকে আরও বেশি সতর্ক এবং সজাগ হতে হবে। একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে তারপর জলাভূমি সংরক্ষণের কাজ করতে হবে। এটা তো এক বছর বা দুই বছরের কাজ নয়। এটা দীর্ঘমেয়াদি কাজ।'

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ঐরাবতের কর্ণধার অভিযান সাহার বক্তব্য, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি থানায় অভিযোগ দায়ের করব। পাশাপাশি আমরা পরিবেশ আদালতে যাব।'

শিলিগুড়ির পোড়াঝাড় এলাকায় তিস্তার চর বাঁচাতে সেখানে বছর দুয়েক আগে কোটি টাকা খরচ করে বৃক্ষরোপণ করেছিল বন দপ্তরের সোশ্যাল ফরেস্ট ডিভিশন। চারদিকে কাঁটাতারের ঘেরা দিয়ে দুটি ওয়াচটাওয়ার তৈরি করে দুজন কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যে ওই কাঁটাতারের বেড়া সরিয়ে দিয়ে গাছ কেটে জমি দখল করা হয়। ওই এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আসে।

অভিযোগ, পাখিদের আবাসস্থলে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি ডিজে বাজিয়ে পিকনিক করা হচ্ছে। চলছে মদ খেয়ে হইহুল্লোর। পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি বারবার বিষয়টি বন দপ্তরের নজরে আনলেও কোনও লাভ না হওয়ায় এবার মামলার পথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। বন দপ্তরের কার্সিয়াং ডিভিশনের এক কর্তা জানিয়েছেন, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। শীঘ্রই পদক্ষেপ করা হবে।'

ভারত-বাংলাদেশ যুব মৈত্রী পরিষদের অনুষ্ঠান। বুধবার। -শান্তনু ভট্টাচার্য

সীমান্তে অপরাধ রোখার উদ্যোগ

শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে দিন-দিন অপরাধ, নেশার প্রবণতা বাড়ছে। নতুন প্রজন্ম যাতে সেসব পথে না যায় সেজন্য ভারত-বাংলাদেশে যুব মৈত্রী পরিষদ নামে একটি সংগঠন সীমান্ত এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, প্রাবন্ধিক বিপুল দাস সহ অন্যরা।

গত বছর কলকাতায় ভারত, বাংলাদেশের কিছু লোক মিলে মৈত্রী পরিষদটি গঠন করেন। এদিনের সভায় উপস্থিত হয়ে পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সোমনাথ সান্যাল বলেন, 'দুই দেশের মানুষের একাংশের মধ্যে একে অপরকে নিয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে দুই দেশের মানুষকে কাছাকাছি আসতে হবে। মানুষকে সঠিক বিষয়গুলি বোঝাতে হবে।' সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হাসিবুর রহমানের বক্তব্য, 'দুই দেশের মানুষের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হলে দুই দেশের অর্থনীতি আরও চাঙ্গা হবে।'

মেয়েকে খুন করে গলায় ফাঁস মায়ের

শামুকতলা, ২৪ জানুয়ারি : সকালবেলা দরজা ভেঙে মিলল মা ও মেয়ের জোড়া দেহ। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জেলার ভাটিবাড়ি বাজার এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম সীমা সাহা (২৮)। মৃত শিশুকন্যার নাম প্রিয়া সাহা (৭)। প্রাথমিক তদন্তের পর শামুকতলা থানার পুলিশের অনুমান, প্রথমে মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করে পরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই মহিলা।

সীমার দেহের পাশ থেকে একটি সুইসাইড নোট পেয়েছে পুলিশ। তাতে সাংসারিক অশান্তির কথা লেখা রয়েছে মৃত্যুর কারণ হিসেবে। 'প্রেম করে বিয়ে করেছিলাম অনেক স্বপ্ন নিয়ে। আমাদের বিয়ে আমার মা-বাবা মেনে নেননি। অনেক চেষ্টা করেও বাবা-মাকে মানাতে পারিনি। তারা আমাদের গ্রহণ করেননি। এক সুন্দর জীবন আমাদের হবে

ভাটিবাড়ি

সেই স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল না। স্বামী, সেও বিয়ের পর থেকেই ভিনরাজ্যে থাকছে। গত এক বছর ধরে বাড়িতে আসে না।' এভাবেই প্রবল মানসিক কষ্টের কথা লেখা রয়েছে সেই সুইসাইড নোটে।

তদন্ত শুরু করেছেন শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায়। পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠায়। ওই সুইসাইড নোটে তিনি আরও লিখেছেন, 'নিজেকে শেষ করার আগে মেয়েকেও শেষ করে দিলাম। মেয়েকে রেখে গেলে ওর কষ্ট আরও বাড়ত।' সীমার স্বামী দীপঙ্কর সাহা হরিয়ানায় প্লাইউড কারখানায় কাজ করেন।

পরীক্ষার্থীদের ভয় বেলাকোবা রেলগেটে

বেলাকোবা, ২৪ জানুয়ারি : এগিয়ে এসেছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময়। সময়মতো পরীক্ষাকেন্দ্রে ছানোর ক্ষেত্রে বেলাকোবা রেলগেটের যানজট পড়ুয়াদের বাড়তি মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। দুশ্চিন্তা কাটাতে উদ্যোগী প্রশাসনও। সে নিয়ে বুধবার জেলা প্রশাসনের একটি বৈঠকও হয়েছে। সেই বৈঠকে কথা হয়েছে প্রত্যন্ত এলাকার পরীক্ষার্থীদের যাতায়াত সমস্যার কথা নিয়েও। এব্যাপারে আরটিও আধিকারিক নবীন অধিকারী বলেন, 'দুর্গম অঞ্চলের পরীক্ষার্থীদের জন্য বাসের ব্যবস্থা করা হবে। এই নিয়ে বুধবার জেলা শাসকের সঙ্গে চূড়ান্ত বৈঠক রয়েছে।'

রবিকান্ত রায়, রঞ্জিত বর্মনের মতো অনেক অভিভাবকেরই বক্তব্য, গতবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় দুপুর ১২টা হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বেলাকোবা রেলগেটে নাজেহাল এবং ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে একাধিক পরীক্ষার্থীকে। রেলগেটে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার জেরে সময়মতো পৌঁছাতে পারেনি কয়েকজন পরীক্ষার্থী। এবার তারও দু'ঘণ্টা আগে পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে হলে পরীক্ষার্থীদের আরও বেশি সমস্যায় পড়তে হবে বলে অভিভাবকদের আশঙ্কা।

গতবারের মতো এবারও যাতে বেলাকোবা রেলগেটে পরীক্ষার্থীদের সমস্যায় পড়তে না হয়, তার জন্য পুলিশ নজর রাখবে বলে বেলাকোবা ফাঁড়ির ওসি কুশাং টি লেপচা জানিয়েছেন।

দেবপাড়া নিয়ে বৈঠক

নাগরাকাটা, ২৪ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার দুপুরে বন্ধ বানারহাটের দেবপাড়া চা বাগানের মালিকপক্ষকে নিয়ে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছে। জলপাইগুড়িতে সহকারী শ্রম কমিশনার শুভ্রজ্যোতি সরকারের দপ্তরে ওই বৈঠকটি হবে। সহকারী শ্রম কমিশনার বলেন, 'কোনও নোটিশ না দিয়েই মালিকপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে যায়। বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা করা হবে।'

মাস ছয়েক আগেও দেবপাড়া একবার বন্ধ হয়েছিল। তারপর খুললেও সেখানে শ্রমিকদের ঠিকঠাক মজুরি না পাওয়ার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। গত সোমবার থেকে সমস্যা আরও বাড়ে। সেদিন আশ্বাস দেওয়া হয় মঙ্গলবারের মধ্যে মজুরির টাকা শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। কিন্তু মঙ্গলবার থেকেই পরিচালকরা বেপাত্তা হয়ে যান। দেবপাড়ার ম্যানেজার উত্তম সেনগুপ্ত বলেন, 'বৈঠকে যোগ দেওয়ার চিঠি মিলেছে। আমরা যাব।' দেবপাড়ার মালিকপক্ষের সংগঠন আইটিপিএ-র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা বলেন, 'বাগানে মজুরি-বেতন নিয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে। কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় সেটা কোম্পানি দেখছে।'

দেবপাড়ায় শ্রমিকদের চার পাক্ষিক সপ্তাহের মজুরি বকেয়া রয়েছে। স্টাফদের মাইনে বকেয়া আছে ৬-৭ মাসের। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নকুল সোনার বলেন, 'বাগানটি যাতে সঠিকভাবে চলে সেজন্য শ্রমিকদের পক্ষ থেকে সবরকম সহযোগিতা করা হচ্ছিল। তবুও এভাবে ওঁদের চলে যাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।'

মণিরামে স্কুল ক্রীড়া

নকশালবাড়ি, ২৪ জানুয়ারি : বুধবার নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাথমিক স্কুল এবং শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হল। এদিন কেটুগাবুরজোত প্রাথমিক স্কুলের মাঠে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। মোট ৩৪টি ইভেন্টে ১৫টি প্রাথমিক স্কুল এবং ৯টি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের মোট ২৯৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। জয়ী হয় বড় মণিরামজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়। অন্যদিকে এদিন খালপাড়া নিখিল স্মৃতি ময়দানেও নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ১৩টি প্রাথমিক স্কুল এবং ১৪টি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়েছে। মোট ১৮৪ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। জয়ী হয় বুধকরণজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার পরেও রাস্তা পাকা হয়নি

বাগডোগরা, ২৪ জানুয়ারি : বাগডোগরা কলেজের সামনে এশিয়ান হাইওয়ে-টু সড়ক থেকে অশোকনগর মমতানগর রূপসিংজোতে পাকা রাস্তা তৈরির আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠানো হলেও এখনও রাস্তা তৈরি হয়নি। গ্রামের বাসিন্দারা এবং মমতানগর সমাজকল্যাণ সমিতির সদস্যরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। সমিতির তরফে ২০২১ সালে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও এসজেডিএ, এনবিডিডি, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদকেও চিঠি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ করেন তাঁরা।

সমিতির সভাপতি ডিবি লিম্বু, সম্পাদক পরশুরাম রাই একইসুরে জানান, মমতানগর এবং তার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের বহু মানুষ, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। রাস্তা পাকা হলে সকলের সুবিধা হবে।

লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিক্রম সিংহ জানান, মমতানগরে লোকনাথ মন্দির রয়েছে। মন্দিরের সামনে রয়েছে এনবিডিডির কমিউনিটি হল। মন্দির এবং কমিউনিটি হলে নানান অনুষ্ঠান হয়। পাকা রাস্তা হলে এই সমস্ত জায়গায় যাতায়াত আরও সহজ হবে।

জানা গিয়েছে, এই এলাকায় এনবিডিডির তৈরি করা বিনোদন পার্ক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংস হতে বসেছে। রাস্তায় আলো না থাকায় সন্ধ্যার পর পার্কে নেশার আসর বসে। পার্কের পাশের রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের সময় মহিলারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। বাগডোগরা পুলিশকেও জানানো হয়েছিল। পুলিশ এসে ধরপাকড় করলেও পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি বলে অভিযোগ বিক্রমের। পাকা রাস্তার পাশাপাশি তাই রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

রূপসিংজোতের রাস্তার হালে অসন্তুষ্ট এলাকাবাসী। ছবি : খোকন সাহা

মহানন্দার বালি পাচার অবাধে

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ জানুয়ারি : মহানন্দা নদী থেকে দেদার বালি চুরির অভিযোগ ঘিরে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন গ্রামের বাসিন্দারা।

ঘটনাটি ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের ঢাকপাড়া এলাকার। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, বিডিও অফিস এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর সহ একাধিক প্রশাসনিক দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের।

অবিলম্বে মহানন্দা নদী থেকে এই বালি পাচার বন্ধের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন গ্রামের বাসিন্দারা। স্থানীয় মহম্মদ শাকিরের কথায়, 'মহানন্দা নদীর চর থেকে দৈনিক রাতে বালি তোলা হচ্ছে। এরপর সেই চোরাই বালি ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে থাকা ডাম্পারে বোঝাই করে উত্তর দিনাজপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় পাচার করা হচ্ছে।'

চুরি বৃত্তান্ত

- প্রতিদিন রাতে আর্থমুভার দিয়ে মহানন্দা নদী থেকে বালি তোলা হচ্ছে
- চোরাই বালি ডাম্পারে করে উত্তর দিনাজপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় পাচার করা হচ্ছে
- গ্রাম পঞ্চায়েত, বিডিও অফিস এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি
- ফাঁসিদেওয়ার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের পদক্ষেপের আশ্বাস

এরকম অবৈধভাবেই নদী থেকে বালি তোলা হচ্ছে। - সংবাদচিত্র

এর আগে গ্রামবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে মহানন্দা চর পরিদর্শনে গিয়েছিলেন ফাঁসিদেওয়ার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক শুভ্রজিৎ মজুমদার।

তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ওই এলাকায় সরকারি জমির পাশাপাশি, খালি চোখে দেখে খাস জমি রয়েছে বলেই মনে হয়েছে। তবে, যাঁরা নিজেদের জমি বলে দাবি করেছেন তাঁদের দপ্তরে আসতে বলা হয়েছে। ওই এলাকায় জমি মাপজোখের পরই জমির চরিত্র বোঝা যাবে। সরকার যেভাবে জমি ব্যবহার করতে চাইবে, নির্দেশ অনুযায়ী তা করা হবে।' তবে, প্রশাসন উদ্যোগ না নিলেও নদী থেকে বালি পাচারের কারবার চালু রয়েছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ।

স্থানীয় মহম্মদ শাকির, মহম্মদ আলাউদ্দিন, মহম্মদ আম্বারুলদের কথায়, প্রতিদিন রাতে আর্থমুভার দিয়ে মহানন্দা নদী থেকে বালি তোলা হচ্ছে। এরপর সেগুলি এক জায়গায় মজুত করা হয়।

পরে, ট্র্যাক্টরে করে বালি তুলে ডাম্পারে চাপিয়ে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। মাঝেমধ্যে পুলিশের গাড়ি আসে, তবে পাচারের কারবার বন্ধ হচ্ছে না। অভিযোগ, প্রায় একই কায়দায় বুধারুগাঁও এলাকাতেও মহানন্দা থেকে বালি পাচার করা হচ্ছে। ফাঁসিদেওয়ার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের মন্তব্য, খোঁজ নিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।

মাদ্রাসার গার্লস হস্টেল চত্বরে মদের আসর

চাকুলিয়া, ২৪ জানুয়ারি : পাঁচ বছর আগে কোটি টাকা করে খরচ করে নির্মিত হয়েছিল চাকুলিয়ার মণিরুল উলুম হাইমাদ্রাসার গার্লস হস্টেল। চালু হওয়া তো দূর অস্ত, আজ সেটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। অভিযোগ, সন্ধ্যা নামলেই পরিত্যক্ত ভবনটির চত্বরে বেড়ে যায় দুষ্কৃতীদের আনাগোনা। অবাধে চলে মদ ও জুয়ার আসর। চুরি হয়ে গিয়েছে হস্টেলের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, চেয়ার-টেবিল থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র বলে অভিযোগ। এর আগে বাসিন্দাদের তরফে হস্টেল চালুর দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু উদ্যোগ নেয়নি কোনও পক্ষই। স্কুল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। যদিও ব্লক প্রশাসন ও স্কুলের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের তরফে চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, ২০১৮ সালে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর তহবিল থেকে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে হস্টেলটি নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু তা আজ চালু হয়নি। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেটি বেহাল হয়ে পড়েছে। ব্যবহার না করার ফলে ভেঙে পড়েছে জানালার কাচ। অভিযোগ, বর্তমানে হস্টেলের চারিদিকে আগাছার জঙ্গল ছেয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যা নামলে পুরো ভবনটি দুষ্কৃতীদের দখলে চলে যায়। মদ ও জুয়ার আসর চলে সারা রাত ধরে। যার জেরে এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কিত।

> হস্টেল চালু করার বিষয়ে প্রশাসন থেকে শুরু করে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালন সমিতির সম্পাদকের প্রচুর গাফিলতি রয়েছে। কোনও পক্ষই চালুর উদ্যোগ নিচ্ছে না।
>
> **পারভেজ আলম**
> *সদস্য, স্কুল পরিচালন সমিতি*

হস্টেলটি নির্মাণের সময় স্থানীয়দের মনে হয়েছিল, এলাকার দুঃস্থ পড়ুয়াদের পড়াশোনা করার সুবর্ণ সুযোগ মিলবে। কিন্তু আজ সেটি দুষ্কৃতীদের দখলে। স্থানীয় বাসিন্দা নুরুল হোদা বলেন, 'হস্টেলটি মণিরুল উলুম হাই মাদ্রাসার ক্যাম্পাস থেকে আধ কিমি দূরে মাঠের মধ্যে গড়ে তোলা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের কোনও সদিচ্ছা নেই, যাতে গরিব ঘরের মেয়েরা এগিয়ে যায়।' স্কুলের পরিচালন সমিতির সদস্য পারভেজ আলমের কথায়, 'হস্টেল চালু করার বিষয়ে প্রশাসন থেকে শুরু করে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালন সমিতির সম্পাদকের প্রচুর গাফিলতি রয়েছে। কোনও পক্ষই চালুর উদ্যোগ নিচ্ছে না।' স্কুলের প্রধান শিক্ষক মনসুর আলম বলেন, 'এই স্কুলে যোগদান করা আমার বেশি দিন হয়নি। তবে খোঁজ নিয়ে যেটা জানতে পেরেছি তা হল হস্টেলটির বিদ্যুৎ সরঞ্জাম চুরি হয়ে গিয়েছে। নেই অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্রও। ছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য হস্টেলের চারিদিকে একটা প্রাচীর দরকার। সেটা গড়ে তোলা হয়নি। এসব সমস্যার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তারা চালু করার আশ্বাস দিয়েছে।' গোয়ালপোখর-২-এর বিডিও শ্যাম মণ্ডল বলেন, 'হস্টেলের কোথায় কী সমস্যা আছে তা খতিয়ে দেখে চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। পুলিশকে ওই এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

হাসিতে হাসিও

চোরের যাচাই

ঘরের ভেতর হঠাৎ আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল গৃহকর্তার।

গৃহকর্তা : কে ওখানে?

চোর : আমি চুরি করতে এসেছি।

গৃহকর্তা : চুরি করবি তো চুপিসারে কর। হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিস কেন মধ্যরাতে?

চোর : জিনিস নেওয়ার আগে যাচাই করে নিতে বলেছেন সর্দার। তাই হারমোনিয়াম বাজিয়ে দেখছি ঠিকঠাক সুর ওঠে কি না!

গণ্ডমূর্খ

শিক্ষক : বলো তো, সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে না কেন?

ছাত্র : আমি পরীক্ষায় পাশ করি না বলে।

শিক্ষক : মানে!

ছাত্র : মা বলেছে, আমি যেদিন পাশ করব, সেদিন সূর্য পশ্চিম দিকে উঠবে।

-অরিন্দম ঘোষ, তুফানগঞ্জ

8597258697 পাঠান মজার জোকস, চুটকি এই নম্বরে।

মেয়াদ শেষ হলেও নিষ্ক্রিয় মালিকপক্ষ

চোপড়া, ২৪ জানুয়ারি : চোপড়া সহ উত্তর দিনাজপুরে চা শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে সরব বিভিন্ন দলের শ্রমিক নেতৃত্ব। বটলিফ কারখানার মজুরি চুক্তির মেয়াদ এক বছর আগে শেষ হলেও মালিকপক্ষের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ। এব্যাপারে শ্রমিক সংগঠনগুলি থেকে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের উত্তর দিনাজপুর সাধারণ সম্পাদক দীপক রায়ের অভিযোগ, চোপড়া সহ উত্তর দিনাজপুর জেলায় ৩০০-র বেশি ছোট বাগান, ৭০টির বেশি বড় বাগান রয়েছে। এখানে বেশ কিছু বাগানে শ্রমিকদের সমস্যা রয়েছে। বেশ কিছু বাগানের পিএফ ও গ্র্যাচুইটি প্রদানের ক্ষেত্রে মালিকপক্ষ টালবাহানা করে চলেছে। শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে সংগঠনের ভূমিকা নিয়েও আঙুল তুলতে ছাড়েননি তিনি। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের উত্তর দিনাজপুর যুগ্ম সম্পাদক কালু সিং বলেন, 'দীর্ঘ এক বছর অতিক্রান্ত হলেও উত্তর দিনাজপুর জেলার বটলিফ কারখানাগুলি মজুরি চুক্তির ব্যাপারে কর্ণপাত করছে না।'

ফার্স্ট ফ্লাশের আগে সংগঠন থেকে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সিটু অনুমোদিত ওয়েস্ট দিনাজপুর চা বাগিচা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কার্তিক শীল একইভাবে বটলিফ কারখানার মজুরি চুক্তি নিয়ে সরব হন। তিনি কারখানার মজুরি চুক্তি সহ বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনে নামার ইঙ্গিত দেন। এনইউপিডব্লিউয়ের প্রাক্তন জেলা সম্পাদক অশোক রায় বলেন, 'জেলায় চা শ্রমিকদের মজুরি চুক্তি নিয়ে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই।'

অস্বাভাবিক মৃত্যু

নকশালবাড়ি, ২৪ জানুয়ারি : মৃত্যুর পরে এখনও পর্যন্ত পরিবারের কেউ খোঁজ নিলেন না সুশান্ত চৌধুরীর। এমনকি থানায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। শেষে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বুধবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে পাঠানো হয়। মঙ্গলবার গভীর রাতে সাতভাইয়া এশিয়ান হাইওয়ে-টু এলাকায় মাগুরমারি সেতুর নীচে শিলিগুড়ির বাসিন্দা সুশান্ত চৌধুরীর মৃতদেহ দেখতে পান টোল প্লাজার এক কর্মী। খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। স্বাভাবিক মৃত্যু না খুন, তা নিয়েই নানান গুঞ্জন শুরু হয়েছে এলাকায়। সুশান্ত কোচবিহারের বাসিন্দা। কর্মসূত্রে শিলিগুড়ির মিলনপল্লি এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন। বেসরকারি একটি ঋণপ্রদানকারী সংস্থার কর্মী ছিলেন তিনি। মঙ্গলবার রথখোলায় আসেন কাজের সূত্রেই। রাতে বাইক নিয়ে শিলিগুড়ি ফিরছিলেন। তারপরে ঠিক কী ঘটেছিল তা এখনও পর্যন্ত অজানা।

শ্মশান পরিদর্শনে এসজেডিএ

শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : সাহুডাঙ্গির বৈতরণি শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লির চিমনিতে আগুন লাগার পর অবশেষে টনক নড়ল প্রশাসনের। বুধবার দুপুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শ্মশান পরিদর্শন করেন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) এক প্রতিনিধিদল। এদিন আধিকারিকদের সামনে পেয়ে সেখানকার কর্মীরা একরাশ অব্যবস্থার কথা তুলে ধরেন। কয়েকজন কর্মী প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দেন। সমস্যার কথা শোনেন এসজেডিএ'র সাব- অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল) প্রতীক রায়।

তবে বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। তবে টেলিফোনে এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'বৈতরণিতে শীঘ্রই এসজেডিএ এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে একসঙ্গে যৌথ সমীক্ষা করা হবে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মতোই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিকল্প ব্যবস্থা করে নিয়ে কিছুদিনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত জায়গার কাজ বন্ধ রাখা হতে পারে।'

গত প্রায় দেড়-দুই বছর

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে প্রতিনিধিদল। বুধবার।

থেকেই এখানকার রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে থাকে। এই বিষয়ে কয়েকমাস আগে শ্মশানের দায়িত্ব শিলিগুড়ি পুরনিগমকে দেওয়া হবে বলে সৌরভ জানিয়েছিলেন। প্রায় এক বছরের বেশি সময় থেকে শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লির একটি ইঞ্জিন বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। জেনারেটরও খারাপ হয়ে রয়েছে প্রায় দেড় বছর থেকে। ফলে বহু সময় দাহ কাজ আটকে থাকার অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়ে মৃতের পরিজনরা বিভিন্ন সময় ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। পানীয় জল নেই, শৌচালয়ের অবস্থাও তথৈবচ। শ্মশানের এক কর্মীর অভিযোগ, 'বহুবার উপরতলায় জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। ফলে আমাদেরকেই সমস্যার পড়তে হয়।'

সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করে মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর। বেশ কয়েকটি দেহ সেই সময় সংকারের অপেক্ষায়। আচমকা শ্মশানে আগুন ধরে যায়। থেমে যায় দেহ সংকারের কাজ। মৃতদের পরিজনরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন সেই সময়। অন্যদিকে পরিজনদের বিরুদ্ধে ঢিল ছোড়ার অভিযোগ করেন কর্মীদের অনেকে। ফুলবাড়ি দমকলকেন্দ্রের ইঞ্জিন এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বাড়তি আয়ের লোভে মাদক ব্যবসা

শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : বেকারত্বের জ্বালা বা বাড়তি টাকা আয়ের লোভে অনেকে জড়াচ্ছে মাদক ব্যবসায়। আর তাতেই বাড়ছে ব্রাউন সুগারের দৌরাত্ম্য। শিলিগুড়ি শহরে গত কয়েক বছর ধরে নানা থানার ব্রাউন সুগারের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালানো হয়েছে। তারপরও শহর লাগোয়া মহকুমার নানা গ্রামকে টার্গেট করছে মাদক কারবারিরা। বিশেষত নকশালবাড়ি ও ফুলবাড়ির বহু গ্রাম এখন মাদক 'সাপ্লায়ার'-দের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। বেকারত্ব ও টাকার নেশাই এমন ঘাঁটি তৈরির চাবিকাঠি বলে কয়েকজন সাপ্লায়ারকে জেরা করে পুলিশ এ তথ্য জানতে পেরেছে। বিষয়টা নিয়ে চিন্তিত মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। তাঁর কথায়, 'এই প্রবণতা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। সীমান্তে এমন অনেক ঘাঁটি রয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে লাগাতার সচেতনতামূলক অভিযান চালাচ্ছি। টাকার নেশাটাই এক্ষেত্রে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

এক একবার মাদক সরবরাহে হাতে আসে বেশ কয়েক হাজার টাকা। কখনো-কখনো তা ১৫ হাজার টাকাতেও পৌঁছে যায়। আর তাতেই মাদক সাপ্লাইয়ের ঝোঁক বেড়েছে। তাদের হাত ধরে ব্রাউন সুগার পৌঁছে যাচ্ছে সীমান্ত পেরিয়ে নেপালে। পুলিশ সূত্রে এমনটাই দাবি। মাদক সরবরাহের ঘাঁটি ভাঙতে নিয়মিত অভিযান চলে বলে পুলিশ জানিয়েছে। দার্জিলিং পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'এটা একটা সামাজিক সমস্যা। তবে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি শহর ও লাগোয়া এলাকায় মূলত নদিয়ার নাকাশিপাড়া, মুর্শিদাবাদের লালগোলা ও মালদা থেকে ব্রাউন সুগার এসে ছড়িয়ে পড়ছে। শহরের মূলত মাটিগাড়া, ভক্তিনগর থানা এলাকায় একসময় ছিল মাদক সরবরাহকারীদের মূল ঘাঁটি। এক পুলিশকর্তা জানান, মাদক সরবরাহের আলাদা করে কোনও ঘাঁটি হয় না। ওরা নিয়মিত ঘাঁটি বদলায়। বিশেষ করে কোথাও অভিযান হলেই মাদক কারবারিরা ঘাঁটি বদলে ফেলে। নতুন জায়গায় স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশকে জালে ফেলে কিছুদিনের জন্য নয়া ঘাঁটি তৈরি করে নেয়। স্থানীয় মানুষ সচেতন না হলে এই প্রবণতা বন্ধ করা সম্ভব নয়। ফলে, এই সামাজিক সমস্যা আরও বাড়বে বলেই নানা মহলের দাবি।

ট্রেড লাইসেন্সে ভোগান্তি

বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই ব্যবসা করছেন অনেকে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৪ জানুয়ারি : নকশালবাড়িজুড়ে ট্রেড লাইসেন্স পেতে হয়রানি ব্যবসায়ীদের। ট্রেড লাইসেন্স পেতে জমির কাগজ অনলাইনে আপলোড করতে হচ্ছে। যার ফলে অধিকাংশ ব্যবসায়ী ট্রেড লাইসেন্স ছাড়াই ব্যবসা করছেন। আর যেসব ব্যবসায়ীর কাগজপত্র রয়েছে, তাঁরাও ট্রেড লাইসেন্স পাচ্ছেন না। কারণ গত এক মাস ধরে এই পোর্টাল বন্ধ হয়ে রয়েছে।

নকশালবাড়িতেও অধিকাংশ দোকান পূর্ত দপ্তর, রেলের এবং ডিআই ফান্ডের জমির ওপর রয়েছে। সুতরাং এই সব ব্যবসায়ীর দোকানের জমির কাগজপত্র বলতে কিছুই নেই। অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে গিয়ে যখন জমির কাগজপত্র দেখাতে হচ্ছে, তখনই সমস্যায় পড়ছেন ব্যবসায়ীরা।

ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের লোন, বিদ্যুৎ-সংযোগ, ইনশিওরেন্সের টাকা দাবি করতে পারছেন না। দুর্গাপুজোর আগে নকশালবাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। যেখানে প্রায় ৭২টি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই সব দোকানদারের অনেকেই ট্রেড লাইসেন্স, দোকানের জমির কাগজপত্র নিয়ে সমস্যায়

> ব্যবসায়ীরা ট্রেড লাইসেন্স না করায় নিজস্ব তহবিল শূন্যতে ঠেকেছে। অনলাইনে দোকানের কাগজপত্রও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই অনেকেই ট্রেড লাইসেন্স করতে পিছপা হচ্ছেন। তবে যাঁদের হচ্ছে না তাঁরা আমাদের অভিযোগ জানালে আমরা নো অবজেকশন সার্টিফিকেট ইস্যু করে ট্রেড লাইসেন্স করে দিতে পারি।
>
> **বিশ্বজিৎ ঘোষ**
> *উপপ্রধান*
> *নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত*

পড়েছেন। ট্রেড লাইসেন্স অনলাইন হয়ে যাওয়ায় নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলও কমেছে বলে জানা গিয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে সাড়ে পাঁচ হাজার ট্রেড লাইসেন্সের রেকর্ড রয়েছে। অনলাইন হয়ে যাওয়ার পর অনেকেই লাইসেন্স ছাড়াই দিব্যি ব্যবসা করছেন। সম্প্রতি নবান্নের জারি করা রিপোর্ট কার্ডে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির নিজস্ব তহবিল কমে যাওয়ায় অনেক গ্রাম পঞ্চায়েতই পরীক্ষায় ফেল করেছে। তার মধ্যে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতও রয়েছে।

নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি নিখিল ঘোষ বলেন, 'নকশালবাড়িতে ১২৫০জন ব্যবসায়ী রয়েছেন। যাঁদের অধিকাংশই পূর্ত দপ্তর, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে, ডিআই ফান্ডের জমির উপর ব্যবসা করছেন। দোকানদারদের অধিকাংশ কাগজপত্র নেই। এর আগে গ্রাম পঞ্চায়েতে খাতায়-কলমে ট্রেড লাইসেন্স পাওয়া যেত। অনলাইন হয়ে যাওয়াতে সমস্যা হচ্ছে। দ্রুত ডিআই ফান্ডের জমিগুলি পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আওতায় এলে ব্যবসায়ীদের নামে নামে খতিয়ান হবে। এজন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি।'

নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ধর্মেন্দ্র পাঠক বলেন, 'পোর্টালের সার্ভার ডাউন আছে। এই নিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। কিন্তু নকশালবাড়ির মূল ব্যবসাই রয়েছে মেইন রাস্তার দুই ধারে। যার অধিকাংশই সব সরকারি জায়গা। এক্ষেত্রে দোকানের জমির কাগজপত্র কোথায় পাবেন ব্যবসায়ীরা? প্রশাসন এই সব ব্যবসায়ীর কোনও ব্যবস্থা করলে নকশালবাড়ি সহ পশ্চিমবঙ্গের অনেক ব্যবসায়ী উপকৃত হবেন।'

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'ব্যবসায়ীরা ট্রেড লাইসেন্স না করায় নিজস্ব তহবিল শূন্যতে ঠেকেছে। অনলাইনে দোকানের কাগজপত্রও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই অনেকেই ট্রেড লাইসেন্স করতে পিছুপা হচ্ছেন। তবে যাঁদের হচ্ছে না তাঁরা আমাদের অভিযোগ জানালে আমরা নো অবজেকশন সার্টিফিকেট ইস্যু করে ট্রেড লাইসেন্স করে দিতে পারি। আর পোর্টাল নিয়ে যে সমস্যা রয়েছে তা আমরা বিডিওকে জানিয়েছি।'

অবৈধ হাট সরাল প্রশাসন

শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : আবাসন দপ্তরের জমিতে অবৈধভাবে চলা হাট শেষ পর্যন্ত সরিয়ে দিল জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন। ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিডিওকনের মাঠের পাশে তিন বছরের বেশি সময় ধরে চলা হাটটি বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সরিয়ে দেয়।

এদিন প্রশাসনের আধিকারিকরা জায়গা ছাড়ার কথা বলতেই ব্যবসায়ীরা দোকানের সামগ্রী খুলে নিয়ে আবাসন দপ্তরের জমির বাইরে চলে আসেন। সেই কারণে কোনও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়নি। বিষয়টি নিয়ে আবাসন দপ্তরের শিলিগুড়ি ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিহির সরকার বলেন, 'জমিটি ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগমকে হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ওই জায়গাতে শিল্প করার কথা রয়েছে। হাটটি সরানোর জন্য অনেক আগে থেকে প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল।'

প্রথম লকডাউনের পরপর শাসকদলের কিছু স্থানীয় নেতা আবাসন দপ্তরের জায়গায় হাটটি বসিয়েছিল। অভিযোগ ছিল, হাট থেকে শাসকদলের নাম ভাঙিয়ে নিয়মিত মোটা টাকা তোলা হত।

সচেতনতা শিবির

ইসলামপুর, ২৪ জানুয়ারি : ইসলামপুর ব্লকের অজিতবাস কলোনি প্রাথমিক স্কুল প্রাঙ্গণে বুধবার প্রাণীসম্পদ বিকাশ মেলা হল। প্রাণী চিকিৎসক লক্ষ্মণ সাঁতরা বলেন, 'প্রত্যেক ব্লকেই এই মেলা হচ্ছে। মেলায় প্রাণী স্বাস্থ্য, টিকাকরণ, গাভি ও বাকনা প্রদর্শনী সহ পশুপালকদের সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

অন্য সংস্করণের খবর

কোচবিহার শহরে ঢুকছেন না রাহুল গান্ধি

কোচবিহার ও বক্সিরহাট, ২৪ জানুয়ারি : শেষ মুহূর্তে বদল হল ন্যায় যাত্রার পথ। প্রদেশ কংগ্রেস ও রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুসারে কোচবিহার শহরে ঢুকছেন না রাহুল গান্ধি। খাগড়াবাড়ি চৌপথি হয়েই বেরিয়ে যাবে তাঁর কনভয়। অসম থেকে রাজ্যে ঢোকার পর বক্সিরহাটে কয়েক মিনিটের কর্মসূচিতে যোগ দেবেন তিনি। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যায় যাত্রার পতাকা

কোচবিহার

অসম কংগ্রেসের তরফে তুলে দেওয়া হবে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের হাতে। সেখান থেকেই রাহুল সোজা চলে যাবেন বাগডোগরায়। বিকেল তিনটে নাগাদ দিল্লি উড়ে যাওয়ার কথা তাঁর।

তবে কংগ্রেস নেতারা জানিয়েছেন, খাগড়াবাড়ি চৌপথি ও ফালাকাটা শহরে কয়েক মিনিটের জন্য দাঁড়াবেন রাহুল। ন্যায় যাত্রার জন্য কোচবিহার শহর পতাকা-ব্যানারে ভরিয়ে দিয়েছিল কংগ্রেস। যাত্রায় যোগদানের জন্য দলের তরফে জেলাজুড়ে প্রচার করা হয়েছে। শেষমেশ শহরে রাহুলের পদযাত্রা বাতিল হওয়ায় হতাশ জেলা কংগ্রেসের নেতারা।

দুপুরে ধাবায় খেয়ে শহরে ঢুকবেন রাহুল

জলপাইগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : রাজ্যে রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সূচি নিয়ে প্রশাসন থেকে কংগ্রেস নেতৃত্ব সকলেই নাস্তানাবুদ। দু'দিন বিরতির পর ২৮ জানুয়ারি ফালাকাটা থেকে আবার ন্যায় যাত্রা শুরু করে জলপাইগুড়ি শহরে আসবেন রাহুল। তবে, সেদিন রাজ্য পুলিশের পরীক্ষা থাকায় সেই সূচিতেও কিছুটা রদবদল হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি

বুধবার শহরে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে একটি বৈঠক ছিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক গুলাম মোহাম্মদ মীরের। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এআইসিসি সম্পাদিকা ঊষা নাইডু, জেলা কংগ্রেস সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্ত সহ অন্য নেতারা। প্রশাসনিক কর্তারা জানান যে, ২৮ জানুয়ারি পুলিশের একটি চাকরির পরীক্ষা রয়েছে শহরে। পরীক্ষার্থীদের অসুবিধা যাতে না হয় সেই কথা ভেবে যাত্রার সময় পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে শহরের বাইরে কোনও ধাবায় ওইদিন মধ্যাহ্নভোজ সারবেন রাহুল।

সাইকেল, বাইকে না যাওয়ার পরামর্শ বন দপ্তরের

মানুষ-বুনো সংঘাত এড়াতে পড়ুয়াদের সতর্কতা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জানুয়ারি : দু'চাকার যানবাহনে চেপে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতায়াত নয়। টোটো জাতীয় ছোট গাড়ি করে পরীক্ষাকেন্দ্রে না যাওয়ার পরামর্শই দিয়েছে বন দপ্তর। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় জঙ্গল লাগোয়া অঞ্চলগুলিতে বন্যপ্রাণী-মানুষ সংঘাত এড়াতে বিভিন্ন সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেজন্য প্রায় প্রতিদিনই বনবস্তি সংলগ্ন এলাকাগুলিতে অভিভাবকদের নিয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় দুটোই এগিয়ে এসেছে। পরের সপ্তাহ থেকে শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষা। কুয়াশার কারণে আলো জ্বালিয়েও দশ মিটার দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষার্থীরা

পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকদের নিয়ে বন দপ্তরের সচেতনতা শিবির।

যাতে নিরাপদে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে পারে, সেজন্য বন দপ্তর একগুচ্ছ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

কী কী সেই নিষেধাজ্ঞা? বনকর্মীদের নম্বর অভিভাবকদের দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে বনকর্মীদের ফোন করে সমস্যার কথা জানাতে বলা হয়েছে। বড় গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে রাখতে হবে সকালে যাওয়ার সময়। বনবস্তি সংলগ্ন এলাকা ও হাতির করিডর এলাকার পরীক্ষার্থীরা যাতায়াত করবে দলবেঁধে। সেই দলের সঙ্গে একাধিক অভিভাবককে থাকতে হবে।

একগুচ্ছ নির্দেশিকা

- সাইকেল, বাইকে চেপে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতায়াতে না
- সকালেও গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে রাখতে হবে
- পরীক্ষার্থীরা দলবেঁধে যাতায়াত করবে
- থাকবেন একাধিক অভিভাবক

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর (পশ্চিম) পারভিন কাসোয়ান বলেন, 'প্রতিটি রেঞ্জের অভিভাবকদের নিয়ে সচেতনতামূলক বিশেষ আলোচনা সভা হয়েছে। একাধিক বিধিনিষেধ মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বনকর্মীদের ফোন করলে জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে পরীক্ষার্থীদের সহযোগিতা করা হবে।' গতবছর থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য ঐরাবত নামক বিশেষ পরিবহণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। চলতি বছরেও একই রকম পরিষেবা দেওয়ার কথা রয়েছে। তবে এবার ঐরাবত ছাড়াও বন দপ্তরের অন্যান্য গাড়ি ও বেসরকারি গাড়ি রিজার্ভ নেওয়ার কথা হয়েছে।

গত বছর হাতির আক্রমণে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যুর পর থেকে বিশেষ পদক্ষেপ করেছিল বন দপ্তর। এবছর যাতে পরীক্ষার্থীদের কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য বন লাগোয়া এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর সংগ্রহ করা হয়েছে। কে কোন স্কুলে পড়ে, পরীক্ষাকেন্দ্রের রুট কী, সেখানে বন্যপ্রাণীর উপদ্রব রয়েছে কি না, সবটাই খতিয়ে দেখবেন বনকর্মীরা। অবস্থা বেগতিক দেখলে প্রয়োজনে এসকর্টের ব্যবস্থা করা হবে।

জয়ন্তীর বাসিন্দা অয়ন নাইডু জানান, বন দপ্তরের এই উদ্যোগ ফলপ্রসূ হবে। অভিভাবকরাও খুশি এই শিবিরে অংশ নিয়ে। অভিভাবক গণেশ রাভা বলেন, 'বন দপ্তরের আয়োজিত এই শিবির থেকে অনেক কিছু জেনেছি। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার সময় কোনও সমস্যা হবে না।' বন দপ্তরের তরফে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। জয়ন্তী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুশান্তপ্রসাদ করের কথায়, 'পরীক্ষাকেন্দ্রে পড়ুয়াদের সঙ্গে আমি নিজে গিয়ে থাকি। আশা করছি, এবারও ঐরাবত এবং এনবিএসটিসির বাস থাকবে।' রাজাভাতখাওয়া হাইস্কুলের টিচার-ইনচার্জ জিতেন রায়েরও একই বক্তব্য।

বৃহস্পতিবার, ১০ মাঘ ১৪৩০, ২৫ জানুয়ারি ২০২৪
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
■ ৪৪ বর্ষ ■ ২৪৭ সংখ্যা

মৌচাকে ঢিল

রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে অসমের হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার। অভিযোগ, রাজ্যের সর্বময় কর্তার নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে রাহুল গুয়াহাটিতে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা নিয়ে ঢুকতে চেয়েছিলেন। তাতে নাকি নকশালপন্থী কায়দায় অসম পুলিশকে নাকানিচোবানি খাইয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অসম পুলিশ রাহুলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। হিমন্ত এখন উত্তর-পূর্ব ভারতে বিজেপির সব থেকে প্রভাবশালী নেতা। তাঁকে দেশে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রী বলে আক্রমণ করছেন রাহুল। অসমে দাঁড়িয়েও সেই সমালোচনা স্বাভাবিকভাবে হজম করতে পারছেন না হিমন্ত।

রাহুলকে 'শায়েস্তা' করার পথ বেছে নেওয়ার পিছনে সেই ব্যক্তিগত রাগ থাকতেই পারে। রাহুলের ন্যায় যাত্রার সূচনাস্থল বিজেপি শাসিত মণিপুরেও বিতর্ক হয়েছিল। কিন্তু শেষমেশ সেখানকার বিজেপি সরকার অনুমতি দেয়। মণিপুর গত ৮ মাসের বেশি অশান্ত থাকলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি বলে অভিযোগে বারবার উত্তর-পূর্ব ভারতে সরব রাহুল।

মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ করলেও এন বীরেন সিংয়ের সরকার কিন্তু রাহুলের পথ আটকায়নি। গতবছর রাহুল কন্যাকুমারী থেকে ভারত জোড়ো যাত্রায় বেরিয়ে কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশের মতো একাধিক গেরুয়া শাসিত রাজ্যের ওপর দিয়ে পদযাত্রা করলেও সেই রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা রাহুলকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেননি। বরং রাহুলের পদযাত্রাকে একপ্রকার তাচ্ছিল্য করতেই চেয়েছিল বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব।

হিমন্ত সেই ধাতের নেতা নন। তিনি বিজেপি-আরএসএসের আঁতুড় থেকে উঠে আসা নেতা নন। বিজেপি ও আরএসএসের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে নিজের প্রভাব প্রমাণ করতে ন্যায় যাত্রাকে বাধা দিয়ে তিনি খবরের শিরোনাম দখল করে ফেলেছেন। হিমন্ত জানেন, তিনি মোদি-শা-নাড্ডা-ফড়নবিশদের মতো সংঘ পরিবারে হাতেখড়ি হওয়া নেতা কোনওদিন ছিলেন না, হতেও পারবেন না। আবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের মতো গেরুয়া বসনধারী কট্টর হিন্দুত্ববাদী ক্যারিশমাও তাঁর নেই।

তিনি ছিলেন আদ্যোপান্ত কংগ্রেস নেতা। একসময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত তরুণ গগৈয়ের ছায়াসঙ্গী থাকলেও পরে ক্ষমতালাভের আকাঙ্ক্ষায় গুরুর সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর থেকে হিমন্তের একটাই পরিচয় উঠে এসেছে যে, অসম সহ উত্তর-পূর্বের সমস্ত রাজ্যে বিভিন্ন দল থেকে নেতাদের ভাঙিয়ে বিজেপিতে আনার নেপথ্য কারিগর তিনি। অসমে সর্বানন্দ সোনোয়ালের সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে অতীতে প্রচারের আলো কেড়ে নিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

হিমন্তের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নতুন নয়। কিন্তু বিরোধীদের দাবি, হিমন্ত বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় সে সব অভিযোগ ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে। অথচ রাহুল তাঁর গড়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রী বলে তোপ দাগায় মৌচাকে ঢিল পড়া অনিবার্যই ছিল। রাহুল অবশ্য বুঝিয়ে দিয়েছেন, মামলা করে তাঁকে এবং কংগ্রেসকে ভয় দেখানো যাবে না। উলটে হিমন্ত সরকারের এই কাজকর্ম তাঁর যাত্রার প্রচারে সুবিধা করে দিচ্ছে।

রাহুলের এই নির্বিকার মানসিকতা অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে আরও চটিয়ে দিচ্ছে। তাই নিজেকে বরাবরের মতো দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, যোগী আদিত্যনাথের থেকেও সংঘের মতাদর্শের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। অবশ্য শুধু তিনি একা নন। তাঁর মতো যাঁরা একদা বিজেপিকে উঠতে-বসতে নিশানা করতেন, সেই দলবদলুদের অধিকাংশ এখন কপালে তিলক কেটে, জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়ে সনাতনী ধর্মের সবচেয়ে প্রবক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিপন্ন করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। জার্সি বদলে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ধামাচাপা পড়তে পারে, নির্বাচনে টিকিট মিলতে পারে, কিন্তু জনতার ওয়াশিং মেশিনে নিজেদের সাদা করতে পারবেন তো?

অমৃতধারা

যে জিনিসটা দেখার পরিণাম মনের ওপর খারাপ হতে পারে বুঝছ, সেক্ষেত্রে চক্ষুকে সংবরণ কর। যেমন, একটা চিত্র রয়েছে। তুমি বুঝতে পারছ ওই চিত্রটা খারাপ। যদি দেখ মনের ওপর প্রভাব বেড়ে যাবে আর সে প্রভাব থেকে তুমি বাঁচবে না, যখন বুঝছ ওই চিত্রটা খারাপ তখন ওটা না দেখাই ভালো। এটা হল চক্ষুর সংবরণ। 'সাধু সোতেন সংবরো।' বুঝছ যে কোনও একটা খারাপ গান হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হতে পারে, তার আগে থেকেই কানটাকে সরিয়ে নাও। কারণ, খারাপ আলোচনা যখন কানে পৌঁছবে তখন তুমি তোমার মনকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, কাজেই আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যাও। এটা হল নিয়ন্ত্রণ।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

ফানফ্লেশন : দুনিয়াজুড়ে উলটো ছবি

বিশ্বকাপ, ব্লকব্লাস্টার সিনেমা, পুজো কিংবা বড়দিনে আমাদের দেশের জনগণও কিন্তু খরচ করে হাত খুলে।

অতনু বিশ্বাস

অর্থনীতির প্রেক্ষিতে একটা নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে সাম্প্রতিক অতীতে। শুধু কি অর্থনীতি, শব্দটা সামাজিক প্রেক্ষিতেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সাম্প্রতিক অতীতে। হ্যাঁ, এ এক সাম্প্রতিক প্রবণতা। আসলে অতিমারি-উত্তর সমাজের মানসিকতার খানিকটা প্রতিফলন ঘটেছে শব্দটার মধ্যে। এই শব্দটাই 'ফানফ্লেশন'।

কী এই 'ফানফ্লেশন'? কোভিড পরবর্তীকালে পৃথিবীজুড়েই বিনোদন ক্ষেত্রে খরচ বেড়েছে অনেকটাই। বেড়েছে সরাসরি পরিবেশনযোগ্য বিনোদনের টিকিটের মূল্য। অর্থাৎ সিনেমা, কনসার্ট, খেলার টিকিটের দাম। মজার কথা হল, দেখা যাচ্ছে যে মানুষও কিন্তু এসবের জন্য বেশি খরচ করতে রাজি। টেলর সুইফটের কনসার্টের টিকিটের দাম ডলারে চার অঙ্কে পৌঁছেছে। কিন্তু তাতে উপচে পড়ছে মানুষ। বেড়েছে ডিজনি থিম পার্কের টিকিটের দাম। নামীদামি খেলার টিকিটের দাম আকাশ ছুঁতে চলেছে। অর্থাৎ মানুষ এসব বিনোদনের পিছনে খরচ করছে দেদার। সংসারের বাজেট আঁটোসাঁটো, জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। তবু মানুষ বেড়াতে ছুটছে, দামি শপিং মলে ভিড় জমাচ্ছে, সিনেমা-থিয়েটারের দামি টিকিট কাটছে, ভালো খেলার টিকিট খুঁজছে।

এটা কিন্তু বেশ আশ্চর্যেরই। প্রথাগত ভাবনাচিন্তা, মানসিকতা এবং অর্থনৈতিক জ্ঞানের গণ্ডির বাইরের ঘটনাপ্রবাহ। কারণ, অতিমারি-পরবর্তী সময়কালে দুনিয়াজুড়ে হয়েছে ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি। আর মূল্যবৃদ্ধি বা ইনফ্লেশনের সময় মানুষকে বাধ্য হয়েই খরচ করতে হয় চেপে। তাই চড়া মূল্যবৃদ্ধির সময় মানুষ সাধারণত খরচ করে প্রয়োজনীয় জিনিসের উপরই, যেটুকু না করলে নয়। কারণ তার বাজেট তো সীমাবদ্ধ। এটাই দস্তুর। কিন্তু, কী আশ্চর্য, দুনিয়াজুড়ে আজ উলটো ছবি। রীতিমতো তথ্য বিশ্লেষণ করে ব্যাংক অফ আমেরিকা দেখিয়েছে যে ২০২৩-এর গ্রীষ্মে উত্তর আমেরিকার উপভোক্তারা তাদের রোজগারের প্রেক্ষিতে দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসের চাইতে 'ফান' বা বিনোদনের অভিজ্ঞতার পিছনে খরচ করেছে অনেক বেশি এবং শুধুমাত্র উত্তর আমেরিকাতেই নয়, এই ধারা দেখা যাচ্ছে দুনিয়ার প্রায় সর্বত্রই। ক্রিকেট বিশ্বকাপ, ব্লকব্লাস্টার সিনেমা, পুজো কিংবা বড়দিনে বেড়াতে বেরিয়ে আমাদের দেশের জনগণও কিন্তু খরচ করে চলেছে হাত খুলে।

সার্বিকভাবে অর্থনীতিতে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। ব্যাংক অফ আমেরিকা আর দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতো সংস্থারা এর নাম দিয়েছে 'ফানফ্লেশন'। এ এক হাঁসজারু ধরনের শব্দ, 'ফান' আর 'ইনফ্লেশন'-এর খিচুড়ি পাকিয়ে তৈরি। আসলে অতিমারির সীমাবদ্ধ দুনিয়াতে একশ্রেণির মানুষের সঞ্চয় বেড়েছে। সঙ্গে থেকে গিয়েছে অবদমিত খরচের আকাঙ্ক্ষা। এসবেরই মিলিত ফলশ্রুতি হল 'ফানফ্লেশন', এমনটাই বলছে 'ফানফ্লেশন ইন ফুল ফোর্স' শীর্ষক ব্যাংক অফ আমেরিকার সেপ্টেম্বরের এক রিপোর্ট। মানুষের এই মানসিকতার সঙ্গে যোগ্য সংগত করেছে টেলর সুইফট আর বিয়ন্সের মতো সংগীত-তারকার জাদু কিংবা বার্বি বা ওপেনহাইমারের মুভির ম্যাজিক।

এই সময়কালের এই ব্যতিক্রমী মানসিকতাকে কিন্তু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করছেন না অনেক বিশেষজ্ঞ। বরং মনে করছেন যে জনগণের এই মানসিকতা দীর্ঘস্থায়ী হওয়াই সম্ভব। ঘটনাচক্রে গীতিকার-গায়িকা টেলর সুইফট এই 'ফানফ্লেশন' ধারার প্রধান পুরোধা হিসেবে দেখা দিয়েছেন। তাঁর সংগীত-জীবনের বিভিন্ন 'এরা' বা যুগকে জোড়া দিয়ে যে 'এরাজ ট্যুর' নিয়ে তিনি বেরিয়েছেন দুনিয়া জয় করতে তা জোগাবে ৫ বিলিয়ন ডলারের চাইতেও বেশি। দর্শক ও ভক্তদের টিকিট, যাতায়াত, হোটেল, খাওয়াদাওয়া, কেনাকাটা মিলিয়ে। সাধারণভাবে খেলা বা অন্য বিনোদনের টিকিটে ১০০ টাকা খরচ হলে এইসব সহযোগী ক্ষেত্রে অর্থাৎ যাতায়াত, হোটেল, কেনাকাটা, ইত্যাদিতে খরচ হয় ৩০০ টাকা। এটাই গড়পড়তা হিসেব। টেলর সুইফটের ভক্তরা কিন্তু এই খরচটাকে ১৩০০ থেকে ১৫০০ টাকার গণ্ডিতে নিয়ে ফেলেছেন। স্থানীয় অর্থনীতি এর সুফল পাচ্ছে সর্বত্র। 'এরাজ ট্যুর'-এর প্রতিটা শো-তে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গড়ে ৩৬ মিলিয়ন ডলারের জোগান ঘটছে সংশ্লিষ্ট শহরের স্থানীয় অর্থনীতিতে। কর্মসংস্থান হচ্ছে গড়ে ৩০০ মানুষের। 'এরাজ ট্যুর'-এর শো যেখানে যেখানে হচ্ছে সেই শহরগুলিতে গত বছরের তুলনায় হোটেলের চার্জ বেড়েছে গড়ে ৭.২ শতাংশ।

এই পর্যন্ত পড়ে মনে হতেই পারে যে এই 'ফানফ্লেশন'টা আসলে টেলর সুইফট-কে নিয়ে মাতামাতির ফল। কিন্তু তাই একমাত্র নয়। ম্যাজিক দেখাচ্ছেন বিয়ন্সের মতো পপ গায়িকাও। তাঁর 'রেনেসাঁ' ওয়ার্ল্ড ট্যুর জোগান দিতে পারে আনুমানিক সাড়ে চার বিলিয়ন ডলারের। এছাড়াও লিজ্জো, রেড হট চিলি পেপার্স, বিলি জোয়েল আর স্টিভ নিকস, হ্যারি স্টাইলস, আরও অনেক গায়ক এবং ব্যান্ডও ম্যাজিক দেখাচ্ছে অর্থনীতির মানদণ্ডে।

মোটের উপর বিনোদন বোধকরি কখনোই এতটা খরচসাপেক্ষ ছিল না। এটা ঠিক যে সব রকমের বিনোদনেরই খরচ বেড়েছে। যাতায়াত, সিনেমার টিকিট, কনসার্টের টিকিট, খেলার টিকিট, রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া, সবকিছুর। আমেরিকায় ২০২২-এর অক্টোবরের তুলনায় ২০২৩-এর অক্টোবরে খেলার টিকিটের দাম গড়ে বেড়েছে ২৫.১ শতাংশ। সাধারণভাবে মেজর লিগ বেসবল কিংবা ন্যাশনাল বাস্কেটবল লিগের টিকিটের দাম তো বেড়েইছে। সেই সঙ্গে লাস ভেগাসে ফর্মুলা ওয়ান রেস বা লিওনেল মেসির ইন্টার মিলানে ট্রান্সফারও প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার করেছে। খেলায় খরচ বেড়েছে এসবেরও ফলশ্রুতিতে। সব মিলিয়ে খেলা, সিনেমা, কনসার্ট এবং অন্যান্য ইভেন্টের টিকিটের পিছনেই আমেরিকানরা মোটামুটি ৯৫ বিলিয়ন খরচ করেছেন ২০২৩-এ, যা আগের বছরের তুলনায় ২৩ শতাংশ বেশি।

এ এক হাঁসজারু ধরনের শব্দ, 'ফান' আর 'ইনফ্লেশন'-এর খিচুড়ি পাকিয়ে তৈরি। আসলে অতিমারির সীমাবদ্ধ দুনিয়াতে একশ্রেণির মানুষের সঞ্চয় বেড়েছে। সঙ্গে থেকে গিয়েছে অবদমিত খরচের আকাঙ্ক্ষা। এসবেরই ফলশ্রুতি 'ফানফ্লেশন', বলে 'ফানফ্লেশন ইন ফুল ফোর্স' নামে ব্যাংক অফ আমেরিকার রিপোর্ট।

মজার কথা হল, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যখন অবশেষে স্থিততায় পৌঁছাচ্ছে, বিনোদনের খরচ কিন্তু বেড়েই চলেছে। এর পিছনে কারণ হয়তো অনেক। অতিমারি-বিধ্বস্ত দুনিয়ায় সরাসরি পরিবেশনযোগ্য বিনোদনকে দেখা হচ্ছে আত্মিক সমৃদ্ধির পথ হিসেবে। এ যেন এমন এক অনুভব যা আত্মিক বা মানসিক ক্ষেত্রে এক দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ। জীবনের চলার পথে যেন এক অমূল্য অভিজ্ঞতা। মিলেনিয়াল এবং জেনারেশন জেড-এর তরুণরা এই মানসিকতার শরিক। মোটের উপর 'ফানফ্লেশন' জোগান দিচ্ছে এমন এক প্রবল হাওয়ার যা ব্যবসা-ক্ষেত্রের তাবড় তাবড় সিইও-রও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ফরচুনের মোস্ট পাওয়ারফুল উওম্যান সামিটে বেস্ট বাই-এর সিইও কোরি বেরি সম্প্রতি বললেন, 'মানুষ বিনোদনকে প্রাধান্য দিচ্ছে। ফানফ্লেশন... এই অভিজ্ঞতার জন্য খরচ করতে রাজি মানুষ। ইলেক্ট্রনিক্সের দামি জিনিস কিনতে তারা এখন আগ্রহী নয়'।

টেলর সুইফট এবং বিয়ন্সের মতো অসাধারণ এবং ব্যতিক্রমী বিনোদনকারীদের হাত ধরে এই 'ফানফ্লেশন'-এর আবির্ভাব, নিশ্চয়ই। তবু অনেকেই মনে করছেন, এই ধারা দীর্ঘস্থায়ী হবে। হয়তো তা মরশুমি হিসেবে ঘুরেফিরে আসবে প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে। হয়তো প্রাবল্য নিয়ে আসবে প্রতি গ্রীষ্মে। সব সময় এমন অসাধারণ শিল্পীর অবদানের ফলে না হোক, অনেক শিল্পীর সম্মিলিত অবদান 'ফানফ্লেশন'কে বয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। যেমন, সব সময় বার্বি কিংবা ওপেনহাইমারের মতো না হলেও মাঝারি মাপের সাফল্য আসবে অনেক ছবির হাত ধরে। লিওনেল মেসি না হোক, খেলার দুনিয়ায় উত্তেজনা জোগাবেন অন্য অনেক খেলোয়াড় মিলে যাঁরা হয়তো মেসির পর্যায়ের নন। মোট কথা, অনেকেই মনে করছেন, দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়নেও সাহায্য করবে এই 'ফানফ্লেশন'। তবে সেই সঙ্গে কিন্তু থেকে যায় আশঙ্কাও। ডট-কম বুদবুদ যেভাবে ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল অথবা কোভিডের ফলে মন্দা এসেছিল যেমন, সেই আশঙ্কা।

যাই হোক, টেলর সুইফট কিংবা বিয়ন্সের মতো অসাধারণ শিল্পীরা যে এই 'ফানফ্লেশন' ধারার পুরোধা, সে বিষয়ে সন্দেহ কম। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও অনস্বীকার্য যে, মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে কোভিড অতিমারি-উত্তর এক অনন্য সময়কালই বোধকরি এই 'ফানফ্লেশন'-এর প্রধান উপাদান। এক ব্যতিক্রমী সময়কালই এক বিপ্লব এনেছে মানসিকতার চিরন্তন রূপরেখায়। যা হঠাৎ ঝড় নাকি দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতা তা বোঝা এখনই কঠিন। আসলে 'ফানফ্লেশন'-এর হদিস বুঝতে সিইও থেকে অর্থনীতির তাত্ত্বিক পণ্ডিতরা কিংবা তাবড় সমাজতত্ত্ববিদরাও যে হিমসিম খাচ্ছেন।

(লেখক আইএসআইয়ের অধ্যাপক)

আজ

১৮৫৬

১৮৫৬ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অশ্বিনীকুমার দত্ত।

১৮২৪

দুশো বছর আগে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

আলোচিত

আমার কারও সঙ্গে কথা হয়নি। আমার প্রস্তাব প্রথমেই প্রত্যাখ্যান করেছে (কংগ্রেস)। অ্যাবসোলিউটলি মিথ্যা কথা। আমরা আঞ্চলিক দলগুলি কী সিদ্ধান্ত নেব, সেটা ভোটের পর ঠিক করব।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

পরিশ্রমই শেষকথা। বি টেক পাশ করে তাপসী উপাধ্যায় ফুচকা বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। একটি স্টল দিয়ে শুরু। বর্তমানে ৪০টি স্টলের মালিক। স্টলগুলি নিয়ে যেতে ব্যবহার করেন মাহিন্দ্রা থর। ফুচকা স্টল নিয়ে যাওয়ার সেই ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

বেলনচাকিতে গোল রুটি বেলতে কালঘাম ছোটে অনেকের। সেখানে একসঙ্গে পাঁচটি রুটি বেলার ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে। এক মহিলা প্রথমে চাকিতে পাঁচটি ময়দার ডেলা রেখে বেলন দিয়ে সেগুলি এদিক ওদিকে ঘুরিয়ে শৈল্পিক দক্ষতায় গোল করে ফেললেন।

জনমন জনমত

এ শহরেও নারীর বিপদ

সম্প্রতি শিলিগুড়িতে জনবহুল রাস্তায় দুজন নারীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় একজ-নও প্রতিবাদে এগিয়ে এলেন না, সোচ্চার হলেন না। কীসের এত ভয়? এমন ঘটনা তো আমাদের যে কারও সঙ্গেই ঘটতে পারে। আমরা তো কেউই নিরাপদ নই। এর মানে কী দাঁড়াল? নারীকেই তার খেসারত দিতে হবে। ভয় পেলে আর বাড়ি থেকে বের হওয়ার দরকার নেই। নারীকে কি তবে আজও অবলা ভাবা হয়?

এই একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কত মুখ-রোচক গল্পই না তৈরি হচ্ছে। সেইসব রসালো গল্পে যখন শুধুমাত্র একজন নারীকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তখন নিজেকেই নিজের ধিক্কার জানাতে ইচ্ছে হয়। নারী জন্ম কি এতই খারাপ!

এই তো সেদিন সকালের ঘটনা। হসপি-টাল মোড়ের ফুটপাথে অত্যন্ত অসভ্য, বর্বর একজন লোক নারী জাতির উদ্দেশ্য বিশ্রীভাবে গালাগালি দিচ্ছিলেন। তাঁকে উন্মাদ ভাবতে বা বলতে আমার ইচ্ছে করছে না। চোখের সামনে ঘটনাটি ঘটতে দেখেও প্রতিবাদ করতে পারলাম না। সেই লোকটির দিকে এগোতেই পেছন থেকে একজন বয়স্ক মহিলা এসে হাত টেনে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, 'কী হবে কিছু বলে বা চড়থাপ্পড় মেরে। আপনি একা কী প্রতিবাদ করবেন? কেউ এগিয়ে আসবেন না। বরং বদনাম আপনার হবে। তার থেকে যেখানে যা-চ্ছিলেন যান।'

তিনি আটকে দিলেন আমার পথ। রুদ্ধ করে দিলেন আমার প্রতিবাদ। নিজেকে বড্ড অসহায় লাগছিল সেই সময়। একজন নারী হয়ে নারী জাতির প্রতি যে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করা হচ্ছিল তার প্রতিবাদ করতে পারলাম না বা বলা ভালো আমাকে কিছু বলতে দেওয়া হল না।

নারীর চারপাশেই বিপদ। বিপদ তার পরিবারের লোকজনের থেকে। বিপদ তার বন্ধু মহলে, রাস্তাঘাটে। কিন্তু এত কিছুর পরেও নারীকে দমিয়ে রাখা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। নারী মাথা উঁচু করেই থাকবে। আকাশের সবচেয়ে উঁচুতে সে উড়বে। তার মধ্য দিয়েই হবে নতুন সৃষ্টির সূচনা। কিছু নোংরা প্রবৃত্তির মানুষের জন্য সে কখনোই হবে না অপবিত্র।

পারমিতা ব্যানার্জি চক্রবর্তী
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

পরীক্ষার সময় এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত ঠিক নয়

আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়সূচি এগিয়ে নিয়ে আসার সরকারি সিদ্ধান্ত একটি চরম অবিবেচক কাজ। এতে বহু ছাত্রছাত্রী ভীষণ সমস্যায় পড়বে বলে মনে করি। কারণ, অনেক পড়ুয়াই বহু দূর থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রে আসবে। এমনিতেই শীতকাল, দূরবর্তী পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে হলে সকাল ৭টার মধ্যেই বাড়ি থেকে বের হতে হবে। এটা খুবই অসুবিধার। এখনও অনেক সময় আছে, সরকারের কাছে আমার আবেদন, পূর্ববর্তী যে সময়সূচি ঠিক ছিল তা ফিরিয়ে আনুন।

কল্যাণ রায় বসুনিয়া
কোচবিহার।

স্থানীয় খেলার খবর আগের মতো খেলার পাতায় থাকুক

উত্তরবঙ্গ সংবাদ উত্তরবঙ্গবাসীর একান্তই আত্মার আত্মীয়। ছোটবেলা থেকে সকালে পেপারের শেষ পাতাটা সবার আগে পড়ি। এ এক অন্য নেশা, এই পত্রিকায় কারণ স্থানীয় স্তরের খেলার খবর পেতাম। কিন্তু কিছুদিন ধরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পড়তে কেমন যেন লাগছে (ক্রীড়া সংবাদ)। স্থানীয় ক্রীড়া সংবাদ লোকচক্ষুর আড়ালে ভেতরের কোনও পাতায় টিমটিম করে থাকছে, অথচ ম্যাক্সওয়েল মদ্যপ হয়ে হাসপাতালে- এটা জ্বলজ্বল করছে। ভালো লাগছে না, একদম ভালো লাগছে না।

স্থানীয় ক্রীড়া সংবাদগুলির ওপর একটু আলোকপাতের অনুরোধ রাখি, যা শেষের পাতায় অর্থাৎ তার পরিচিত ঠিকানায় প্রকাশ পাবে এই আশা রাখি।

সুদীপ বসু, শিলিগুড়ি।

প্যান্ডেল হত জেঠিমা-কাকিমার শাড়ি দিয়ে

নতুন প্রজন্মের কাছে পাড়া সংস্কৃতি অচেনা হয়ে ওঠা ভয়ংকর। পাড়ার সব বয়স্ক যে অভিভাবক, এ ধারণাই হল না।

বিদ্যুৎ রাজগুরু

পাড়ার ক্লাবেই তো জীবনের প্রথম কাঁপা কাঁপা গলায়, 'বর এসেছে বীরের ছাঁদে/ বিয়ের লগ্ন আটটা' কিংবা ' কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে...' আবৃত্তির হাতেখড়ি। কখনও ভুলে যাওয়া নাটকের ডায়ালগে হাততালি। সোহাগে শাসনে সকলের সঙ্গে বড় হওয়া। ' দেখো আমি বাড়ছি মাম্মি' গোছের বিজ্ঞাপনের বহরে নয়। কিংবা ঠিকানা থেকেও ঠিকানাহীন হয়ে 'ছায়াবাজির ছায়ার মতো' বেঁচে থাকা নয়। আমার পাড়া আমাকে শিখিয়েছে সংঘবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা, দায়িত্ববোধ, মমত্ববোধে একাত্ম হয়ে যাওয়ার বেদমন্ত্র।

ফুটবল, কাবাডি, খো খো, লুকোচুরি- সে যাইহোক, উৎসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা কিংবা সমস্যার সমাধানের নিদান শিখেছি পাড়ার অভিভাবকদের কাছে। পাড়ার বয়স্করা যেন সকলের অভিভাবক। চেতনায় দিয়েছি শান। সে শহর কিংবা গ্রাম যেখানে হোক সরস্বতী কিংবা কালী-কার্তিক পুজোর প্যান্ডেল হয়েছে পাড়ার কাকিমা, জেঠিমাদের রংবেরংয়ের কাপড় দিয়েই। পুজোর বাজারে নতুন জামাকাপড়ের গন্ধে বিভোর হয়ে থাকতাম কয়েকটা দিন।

যৌথ পরিবারের সদস্য হিসাবে দেখেছি পুজোর বাজার দেখতে গোটা পাড়া হুমড়ি খেয়ে পড়ত ঘরে ঘরে। শহর সভ্যতার আধুনিকতায় এক ঝাঁক অভিভাবকহীন প্রজন্মকে দেখি বীভৎস পোশাকে মোটরবাইকের বিকট আওয়াজে পাড়ার পবিত্রতা নষ্ট করছে। প্রমত্ত সিটিমারার উল্লাসে ভেঙে দিচ্ছে পাড়ার ঐতিহ্যের চিরাচরিত নির্মাণ। তখন মনে হয় এ পাড়া আমার পাড়া নয়।

পাড়ায় পাড়ায় যেন আজ বেপাড়ার রাজ।

বড়মা, আরিমা, রেণুমা, রাঙামা, কাকিমা'রা যেন সকলের মাতৃরূপা নারী হয়ে অপশক্তি থেকে পাড়ার সব প্রজন্মকে রক্ষা করতেন। একটা শক্ত বাঁধন ছিল সর্বত্র। আজ সেই বাঁধন যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে পাড়া সংস্কৃতি। অজান্তেই আমরা এক সূচিভেদ্য অন্ধকারের দিকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছি। ' খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে...' বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনায় আর আত্মকেন্দ্রিকতার যাপনে সত্যিই খোকা নয় পাড়াই যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। আজকে যেন বৃষ্টি ভেজা দুপুরগুলো ভীষণ বোকা মনে হয়।

সামাজিক সংস্কৃতির স্তম্ভ ছিল গ্রাম। বিভিন্ন জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে বাস করেছে চিরকাল। ধর্মীয় উৎসব হয়ে গিয়েছে সর্বজনীন। কিন্তু বর্তমানে পাড়ার সেই পরম্পরায় ভোট রাজনীতি যখন ছোবল মারে, ভয়টা হয় তখনই। প্রতিবেশীর বিপদ মানে সকলের বিপদ। বিবাহ উৎসবের আয়োজন ও তদারকির দায়িত্বে থাকতেন বয়স্করা। পাড়ার সমস্যা মেটাত পাড়ার মানুষজন। এখন সবাই সবজান্তা।

'পাড়ার ছেলে স্নানের ঘাটে জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটে' কিংবা 'আজ মঙ্গলবার। পাড়ার জঙ্গল সাফ করবার দিন। সব ছেলেরা দঙ্গল বেঁধে যাবে। রঙ্গলাল-বাবুও এখনি আসবেন।' কবিগুরুর সহজ পাঠের এই চরম সত্যকথাগুলি খুবই সময়োপযোগী মনে হয় এখনও। সত্যি এ যুগের পাড়াগুলো কিন্তু আজও জঙ্গলময়-জঞ্জালময়। এই জঙ্গল আত্মকেন্দ্রিকতার- এই জঙ্গল অপসংস্কৃতির। তাই আমাদের সাধের পাড়া পূতিগন্ধময়। সত্যিকারের সাফ করার সময় এসেছে। সুকুমার রায়ের ছড়ায় হারানো আমার পাড়াকে খুঁজে পাই, 'পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙিয়ে আয় রে সবাই জুটি, গ্রীষ্মকালের দুপুর রোদে গাছের ডালে উঠি/ আয় রে সবাই হল্লা করে হরেক মজা লুটি/একদিন নয়, দুইদিন নয়, দুই দুই মাস ছুটি।'

(লেখক ফাঁসিদেওয়ার নজরুল শতবার্ষিকী স্কুলের শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। রাজনীতির বাইরে সবরকম বিষয়ে। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৭৪১

পাশাপাশি : ১। বৈঠকখানা ৩। কৃষ্ণ, বিষ্ণু ৪। অংশী, ভাগীদার ৫। নরম মসৃণ ও মোটা কাপড়বিশেষ, ভেলভেট ৭। চাবুক ১০। ছোট নল, কণ্ঠনালি ১২। নাকে পরার অলংকারবিশেষ ১৪। গোরু-মোষের চর্বিতচর্বণ ১৫। ওলাইচণ্ডীকে মুসলমানদের দেওয়া নাম ১৬। উপায় চিন্তা, খোঁজখবর, ফন্দি, মন্দার্থে কৌশল।

উপর-নীচ : ১। ঘোর কালো রংয়ের বড় কাকবিশেষ ২। দস্তা ৩। তীব্র ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ, ঝকমক ৬। মনের ক্রিয়া, চিন্তন ৮। তির, শর, বাণ ৯। আজেবাজে বস্তু, তুচ্ছ, অবজ্ঞার যোগ্য ১১। নকলনবিশ, লেখক ১৩। মূলত ক্ষীর দিয়ে তৈরি চারকোনা বা সামন্তরিকের আকারবিশিষ্ট মিঠাইবিশেষ।

সমাধান ■ ৩৭৪০

পাশাপাশি : ২। বুদ্ধিনাশ ৫। ভোজালি ৬। আকাশদীপ ৮। শোভা ৯। শক ১১। বরাতজোর ১৩। শরম ১৪। মানহানি

উপর-নীচ : ১। নভোনীল ২। বুলি ৩। নালিকা ৪। প্রকোপ ৬। আভা ৭। শতক ৮। শোণিত ৯। শর ১০। নিরাময় ১১। বয়েত ১২। জোগান ১৩। শনি।

বিন্দুবিসর্গ

-অভি

টুকরো খবর

১.১ কোটি জরিমানা

নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনের দায়ে ১.১ কোটি টাকা জরিমানা হল টাটা গোষ্ঠীর বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়ার। অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের তরফে ডিজিসিএ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, যাত্রীদের নিরাপত্তা লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের পরেই বিমান সংস্থার বিরুদ্ধে জরিমানার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কুচকাওয়াজে দম্পতি

এই প্রথম শুক্রবার ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবসে কর্তব্যপথের প্যারেডে পা মেলাবেন সেনাদম্পতি মেজর জেরি ব্লেইজ ও ক্যাপ্টেন সুপ্রীতা সিটি। আর ঠিক দু'দিনের মধ্যে ইতিহাস গড়বেন তাঁরা। দু'জনেই ভীষণ খুশি। আনন্দে উচ্ছ্বসিত তাঁদের পরিজনরাও।

ভূমিধসে মৃত ২০

চিনের পার্বত্য অঞ্চল ইউনান প্রদেশে ভূমিধসে অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন কয়েক ডজন। এখানে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নীচে নেমে গেলেও উদ্ধারকর্মীরা নিখোঁজদের সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সর্বাত্মকভাবে উদ্ধার চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। সোমবার স্থানীয় সময় ভোর ৫ টা ৫১মিনিটে ঝেনসিয়ং কাউন্টির লিয়াংশুই গ্রামে ভূমিধসের ঘটনাটি ঘটে।

বাজেটের হালুয়া

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের অন্তর্বর্তী বাজেট তৈরির প্রস্তুতি পর্বের আনুষ্ঠানিক সূচনা হল বুধবার। পরম্পরা মেনে নর্থ ব্লকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন হালুয়া রান্না করেন। বিশাল কড়াইয়ে তৈরির পর সেই হালুয়া অর্থমন্ত্রকের আধিকারিকদের মধ্যে বিতরণ করেন তিনি। লোকসভা ভোটের আগে এই বাজেটে জনমোহিনী অবতারে ধরা দিতে মরিয়া মোদি সরকার। ১ ফেব্রুয়ারি অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করবেন নির্মলা।

মুক্তির দাবিতে

এখনও হামাসের হাতে পণবন্দি রয়েছেন শতাধিক ইজরায়েলি। তাঁদের ফেরানোর দাবিতে স্তব্ধ হল ইজরায়েলের পার্লামেন্ট অধিবেশন। পণবন্দিদের পরিবারের সদস্যদের লাগাতার বিক্ষোভ এবার চাপ বাড়াল প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ওপর। সোমবার পার্লামেন্টে প্রিয়জনদের ছবি, পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ দেখান পরিবারের সদস্যরা।

তদন্তে এআই

রাজধানীতে একটি খুনের কিনারা করল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। পুলিশ জানিয়েছে, এআই ব্যবহার করে যিনি খুন হয়েছেন তাঁকে শনাক্ত করা গিয়েছে। হত্যায় জড়িত চার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করাও সম্ভব হয়েছে। ১০ জানুয়ারি এক যুবকের দেহ পাওয়া গিয়েছিল পূর্ব দিল্লির গীতা কলোনির উড়ালপুলের নীচে। যুবককে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে তার উল্লেখ থাকলেও মৃতদেহের শনাক্তকরণ ও হত্যাকারীদের খুঁজে বার করা পুলিশের কাছে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় উপচে পড়া ভিড়। বুধবার বঙ্গাইগাঁওয়ে।

রাহুলকে গ্রেপ্তার করার হুঁশিয়ারি

ডিজিকে মামলা শুরুর নির্দেশ হিমন্তের

গুয়াহাটি, ২৪ জানুয়ারি : ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা ঘিরে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বনাম কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির তর্জা চরমে উঠল বুধবার। বুধবার হিমন্ত হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, লোকসভা ভোটের পরই রাহুল গান্ধিকে গ্রেপ্তার করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা যদি এখন ব্যবস্থা নিই তাহলে ওঁরা বলবেন, এটা রাজনৈতিক পদক্ষেপ। এই যাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, অসমকে অশান্ত করা, রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করা।' বুধবার রাহুলের পাশাপাশি কেসি বেণুগোপাল এবং কানহাইয়া কুমারের বিরুদ্ধে হিংসা, উসকানি, জনগণের সম্পত্তি নষ্ট এবং পুলিশকর্মীদের ওপর আক্রমণের অভিযোগে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করেছে অসম পুলিশ। মঙ্গলবারই পুলিশের ডিজিকে মামলা রুজু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'আমরা একটি সিট গঠন করব। সিট গোটা মামলার তদন্ত করবে। লোকসভা ভোট মিটে গেলে আমরা রাহুল গান্ধিকে গ্রেপ্তার করব।' হিমন্তের কথায়, 'গুয়াহাটিতে মঙ্গলবার যেভাবে মানুষকে উসকানি দেওয়া হয়েছিল তাতে বড় কিছু ঘটতে পারত। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে।' কংগ্রেস অবশ্য অভিযোগ করেছে, বিজেপির গুন্ডারাই তাদের যাত্রায় গোলমাল পাকিয়েছে। রাহুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিচ্যুতির অভিযোগ তুলে অসমের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে একটি চিঠি দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

তবে গ্রেপ্তারির হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও রাহুল অবশ্য তাতে কর্ণপাত করেননি। বরপেতায় এদিন তিনি বলেন, 'মামলা রুজু করে আমাকে ভয় দেখানো যাবে এই ধারণা হিমন্ত বিশ্বশর্মার মাথায় কীভাবে এল তা আমি জানি না। আপনি যতগুলি ইচ্ছা মামলা দায়ের করতে পারেন। আমি তাতে ভয় পাই না।'

> মামলা রুজু করে আমাকে ভয় দেখানো যাবে এই ধারণা হিমন্ত বিশ্বশর্মার মাথায় কীভাবে এল তা আমি জানি না। আপনি যতগুলি ইচ্ছা মামলা দায়ের করতে পারেন। আমি তাতে ভয় পাই না।
>
> **রাহুল গান্ধি**

আমি জানি না। আপনি যতগুলি ইচ্ছা মামলা দায়ের করতে পারেন। আমার বিরুদ্ধে আরও ২৫টি মামলা দায়ের করা হোক। আমি তাতে ভয় পাই না। বিজেপি-আরএসএস আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না।'

অসমে এক সপ্তাহ কাটানোর পর বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা নাগাদ রাহুল গান্ধির ন্যায় যাত্রা পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে ঢুকবে। সেখানেই হবে পতাকা হস্তান্তর প্রক্রিয়া। তার আগে এদিন বরপেতার পাশাপাশি ধুবড়িতেও কড়া ভাষায় হিমন্তকে নিশানা করেন রাহুল। অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে দেশের সবথেকে দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রী বলে তোপ দাগার পাশাপাশি কয়লা, চা বাগান, খবরের কাগজ, টিভি চ্যানেল, সেতু, সড়ক, রিসর্ট থেকে টাকা তোলেন সেই কথা জানান রাহুল।

হিমন্তের পাশাপাশি এআইইউডিএফের বদরুদ্দিন আজমলকেও এদিন নিশানা করেন রাহুল। ওয়েনাডের সাংসদের অভিযোগ, আজমলের দল বিজেপির বি-টিম। হিমন্ত যে নির্দেশ দেন সেটা পালন করেন আজমল। আসন্ন লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে এআইইউডিএফের জোটের সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা চলছিল। কিন্তু সেই জল্পনা ভেস্তে দিয়ে রাহুল বলেছেন, 'আমরা বিজেপির সঙ্গে সমঝোতা করব না। বিজেপির বি-টিমের সঙ্গেও আপস করব না।'

রুশ বিমান ভেঙে মৃত ৬৫ ইউক্রেনীয় বন্দি

বেলগ্রেড, ২৪ জানুয়ারি : ইউক্রেন সীমান্তে রুশ সামরিক বিমান দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতরা সবাই রাশিয়ার হাতে বন্দি ইউক্রেনীয় সেনাকর্মী। বন্দি বিনিময়ের জন্য তাঁদের ইউক্রেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বুধবার রাশিয়ার সীমান্ত শহর বেলগ্রেডের কাছে বিমানটি ভেঙে পড়ে।

সেদেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রক জানিয়েছে, রুশ সেনার ব্যবহৃত ইলিউশিন-৭৬ সামরিক বিমানটি দক্ষিণ বেলগ্রেডে বিধ্বস্ত হয়েছে। বিমানটিতে ৬৫ জন ইউক্রেনীয় যুদ্ধবন্দি, ৩ জন রক্ষী এবং ৫ জন বিমানকর্মী ছিলেন। আঞ্চলিক গভর্নর ভিচেস্লাভ গ্ল্যাডকভ বলেন, বিমান দুর্ঘটনার খবর এসেছে। উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কার্যত একই কথা জানিয়েছে ক্রেমলিন।

বিনিময় হল না

- বেলগ্রেডের কাছে বিমানটি ভেঙে পড়ে
- বিমানটিতে ৬৫ জন ইউক্রেনীয় যুদ্ধবন্দি ছিলেন
- বন্দিদের সঙ্গে তিন রক্ষী ও পাঁচ বিমানকর্মী ছিলেন
- দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে

সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে (এটির সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) দেখা যাচ্ছে, একটি বিমান আকাশ থেকে গোঁত্তা খেয়ে মাটিতে নেমে আসছে। তারপর জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভিডিওটি বেলগ্রেড শহরের কাছে ইয়াবলোনোভো গ্রাম থেকে তোলা বলে দাবি করা হয়েছে। রাশিয়া সেনা অভিযান শুরু করার পর থেকে সীমান্তবর্তী বেলগ্রেডে হামলা চালাচ্ছে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী। আকাশপথেও হামলা হচ্ছে। ডিসেম্বরে রুশ এলাকায় ইউক্রেনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এদিনের বিমান ধ্বংস নিছক দুর্ঘটনা, নাকি অন্য কোনও কারণে ঘটেছে, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

পঞ্জাবে ভাঙল 'ইন্ডিয়া' জোট

চণ্ডীগড়, ২৪ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গের ছায়া পড়ল পঞ্জাবেও। তৃণমূলের পর এবার কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগের কথা জানাল সেই রাজ্যের শাসকদল আপ। যার জেরে দেশের দুটি অবিজেপি শাসিত রাজ্যে মুখ থুবড়ে পড়ল ইন্ডিয়া জোট। রাহুল গান্ধি সহ কংগ্রেসের তীব্র অনুনয় সত্ত্বেও বুধবার পশ্চিমবঙ্গে আগামী লোকসভা ভোটে একলা চলার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর খানিকটা পরে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানও জানিয়ে দেন, তাঁর রাজ্যে আপ এবং কংগ্রেসের মধ্যে কোনও জোট হচ্ছে না।

তিনি বলেন, 'পঞ্জাবে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের ব্যাপারে আমরা কিছু করব না। কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের কিছুই নেই।' মমতার থেকে এককাঠি ওপরে উঠে মানের সদন্ত ঘোষণা, 'রাজ্যের ১৩টি লোকসভা আসনের সবকটিতেই আপ প্রার্থীরা জয়ী হবেন।' সূত্রের খবর, আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল ইতিমধ্যে দলের পঞ্জাবের নেতৃত্বের একলা চলার সিদ্ধান্তকে মঞ্জুর করেছেন। দিল্লি ও পঞ্জাবে আপ-কংগ্রেসের মধ্যে জোট সম্পর্ক নিয়ে বেশ কয়েক মাস ধরেই চর্চা চলছিল। তবে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধির মুখোমুখি বৈঠকের পর মনে করা হচ্ছিল, দুই শিবিরের মধ্যে বরফ খানিকটা গলেছে। এর মধ্যেই চণ্ডীগড় মেয়র নির্বাচনে দুই দল জোটবদ্ধ হওয়ায় আশার আলো দেখা দেয় উভয় শিবিরেই। কিন্তু মানের এদিনের ঘোষণা পঞ্জাবে বড়রকমের ধাক্কা দিল ইন্ডিয়া জোটকে। তবে প্রদেশ কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তে যথেষ্ট খুশি।

কারণ কংগ্রেস হাইকমান্ডের উলটো পথে হেঁটে তারাও আপের সঙ্গে সমঝোতায় নারাজ ছিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের ধারণা, পঞ্জাবে কংগ্রেস ও আপের জোট ভেস্তে যাওয়ায় ইন্ডিয়া জোট ধাক্কা খেয়েছে ঠিকই। কিন্তু তাতে পঞ্জাবে বিজেপির জয়ের রাস্তা খুব একটা সুগম হচ্ছে না। কারণ, কংগ্রেসকে সরিয়েই আপ দু-বছর আগে পঞ্চনদের রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেছিল। কংগ্রেসই সেখানে প্রধান বিরোধী দল। দুই দল জোট করলে বিজেপি প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে পঞ্জাবে আত্মপ্রকাশ করত। এদিকে পঞ্জাবে জোট ভেস্তে যাওয়ায় জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

প্রশ্নবাণ

- 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থের লেখক যেবার কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন, তাঁর সঙ্গে ওই পদে আরেকজন ছিলেন, কে তিনি?
- থাক রবি কবির কথা। -বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম এ ধরনের প্যালিন্ড্রোম কথার আমদানি করেন এক সাহিত্যিক, কে তিনি?
- স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা। পিএইচডি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সম্প্রতি একটি দেশের প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হয়েছেন। কী নাম?

আগের দিনের উত্তর

রুদালি,
জুয়া খেলার,
ব্যাসদেব

ঠিক উত্তরদাতা ঃ সঞ্জয়কুমার সাহা-কিশনগঞ্জ, সৃষ্টি গোস্বামী-চাঁচল, অর্কপ্রভ বিশ্বাস-কোচবিহার।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

সলিসিটর জেনারেলকে কটাক্ষ প্রধান বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি : কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেলকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করলেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। উত্তরপ্রদেশের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে 'সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' তকমা দেওয়ার বিরুদ্ধে আইনি অবস্থান নিয়েছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে জানানো হয়েছে, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশ্ববিদ্যালয় নয় এবং হতেও পারে না।

সেই আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় (এএমইউ) মামলার শুনানির পঞ্চম দিনে কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল বলেন, তিনি ১৯৮১ সালে সংসদে পাশ সংশোধনীকে সমর্থন করছেন না। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে সাত বিচারপতির বেঞ্চ সলিসিটর জেনারেলের এই মন্তব্যে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে, একজন আইনের রক্ষক হয়ে সংসদে পাশ হওয়া সংশোধনীর বিরোধিতা তিনি কীভাবে করতে পারেন।

প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এদিন কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেলকে বলেন, সংসদ একটি অবিনশ্বর, অবিভাজ্য এবং অবিচ্ছিন্ন সত্তা। সেখানে কীভাবে আপনি সংসদে পাশ করা সংশোধনের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন। যদিও তুষার মেহতা তাঁর অবস্থান বজায় রেখে উল্লেখ করেন, এলাহাবাদ হাইকোর্ট বিভিন্ন কারণে ১৯৮১ সালের সংশোধনী বাতিল করেছে। চন্দ্রচূড় মন্তব্য করেন, এটি আপনার মৌলবাদী চিন্তা।

কর্পূরীকে নিয়ে নীতীশ-মোদি দ্বন্দ্ব

পাটনা, ২৪ জানুয়ারি : জননায়ক কর্পূরী ঠাকুরকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে টানাপোড়েন তুঙ্গে উঠছে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের। বুধবার ছিল কর্পূরীর শততম জন্মজয়ন্তী। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে জানানো হয়, বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মান দেওয়া হবে। কেন্দ্রের ওই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান নীতীশ। একইসঙ্গে তিনি এদিন মনে করিয়ে দিয়েছেন, কর্পূরী ঠাকুরকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি তাঁদের দীর্ঘদিনের। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এর জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করছেন।

এদিন মোদি সরকারের তরফে নয়াদিল্লিতে কর্পূরী ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। অন্যদিকে জেডিইউয়ের তরফে পাটনায় কর্পূরীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে একটি বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে নীতীশ সহ জেডিইউয়ের প্রথম সারির নেতারা প্রায় সকলেই হাজির ছিলেন। নীতীশ সেখানে বলেন, 'কর্পূরী ঠাকুরকে ভারতরত্ন দেওয়ার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত আনন্দের কথা। প্রয়াত নেতার ছেলে তথা আমাদের দলের নেতা আমাকে বলেন, প্রধানমন্ত্রী ওই ঘোষণার পর তাঁকে ফোন করেছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আমাকে এখনও পর্যন্ত ফোন করেননি। উনি হয়তো এই পদক্ষেপের সমস্ত কৃতিত্ব নিতে চাইছেন। তাও যদি হয়, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে আমি যে দাবি তুলে আসছি তা মেনে নেওয়ার জন্য ওঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

অন্যদিকে মোদিকে ধন্যবাদ দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেন, '২২ তারিখ প্রধানমন্ত্রী রাম কাজ করেছেন। আর ২৩ তারিখ উনি গরিব কাজের মাধ্যমে ভগবান রামের সঙ্গে গরিবদের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুধু জননায়ক কর্পূরী ঠাকুরকে সম্মান জানাননি। উনি দেশের ৭০ কোটি মানুষকে সম্মান জানিয়েছেন।' মোদি সরকারের তরফে কর্পূরী ঠাকুরকে হাতিয়ার করার চেষ্টা করা

> কর্পূরী ঠাকুরকে ভারতরত্ন দেওয়ার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত আনন্দের কথা। প্রধানমন্ত্রী আমাকে এখনও পর্যন্ত ফোন করেননি। উনি হয়তো এই পদক্ষেপের সমস্ত কৃতিত্ব নিতে চাইছেন। তাও যদি হয়, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে আমি যে দাবি তুলে আসছি তা মেনে নেওয়ার জন্য ওঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
>
> **নীতীশ কুমার**

হলেও নীতীশ এদিন জানিয়েছেন, তিনি তাঁর বাকি দাবিগুলি ছাড়ছেন না। তিনি বলেন, 'আমরা কেন্দ্রের কাছে অনেকগুলি দাবি তুলেছিলাম। একটি দাবি পূরণ হয়েছে।' কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। কংগ্রেসও স্বাগত জানিয়েছে। তবে ওই সিদ্ধান্তে মোদি সরকারের একরোখা মনোভাব ও সুবিধাবাদী নীতির প্রতিফলন ঘটেছে বলে কটাক্ষ করেছেন জয়রাম রমেশ।

নগ্ন উৎসবে মহিলারাও

টোকিও, ২৪ জানুয়ারি : ভালো ফসলের কামনা করে প্রতিবছর জাপানে পালিত হয় 'নগ্ন উৎসব' (নেকেড ফেস্টিভাল)। উৎসবের স্থানীয় নাম 'হাদাকা মাৎসুরি'। হাজার হাজার পুরুষ প্রচণ্ড শীতে প্রায় নগ্ন হয়ে এই উৎসবে যোগ দেন। এবার সেই প্রথায় বদল ঘটতে চলেছে। এই প্রথমবার মহিলাদের অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। উৎসবের উদ্যোক্তা সাইদাইজি কান্নোনিন মন্দির। তাঁরা জানিয়েছেন, ২২ ফেব্রুয়ারি উৎসবে প্রায় ১০ হাজার পুরুষ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বলে মনে করা হচ্ছে। এবার ৪০ জন মহিলাকেও শর্তসাপেক্ষে এতে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁদের নগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই।

হাজার নির্মাণ ভাঙার উদ্যোগ

দেরাদুন, ২৪ জানুয়ারি : যোশিমঠের বিপদ এখনও কাটেনি। অদূর ভবিষ্যতে উত্তরাখণ্ডের এই জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রে নতুন করে ধস নামার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে এবার শহরের প্রায় এক হাজারটি স্থায়ী নির্মাণ ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বহু বাড়ি ছাড়াও রয়েছে একাধিক হোটেল ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।

রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, যেসব নির্মাণ ভাঙা পড়বে সেগুলির সিংহভাগ ৪টি ওয়ার্ডে অবস্থিত। এগুলি হল মনোহরবাগ, সুনীল, মাড়ওয়ারি এবং সিংধর। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের রিপোর্টের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

আজ টিভিতে

১ ঘণ্টার মহাপরিণয় পর্ব- শ্যামলীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন অপরাজিতা। মা-কে জেল থেকে মুক্ত করতে শ্যামলীকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন অনিকেত। দেখুন **কোন গোপনে মন ভেসেছে**, রাত ৮.৩০-৯.৩০ **জি বাংলায়।**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ ঘরে ঘরে জি বাংলা, ৫.০০ দিদি নম্বর ১, সন্ধ্যা ৬.০০ ইচ্ছে পুতুল, ৬.৩০ কার কাছে কই মনের কথা, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, এক ঘণ্টার মহাপরিণয় পর্ব, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.০০ মিলি, ১০.৩০ মন দিতে চাই, ১১.০০ শ্রীকৃষ্ণ লীলা

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ রামপ্রসাদ, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ সন্ধ্যাতারা, রাত ৮.০০ তুমি আশেপাশে থাকলে, ৮.৩০ লাভ বিয়ে আজকাল, ৯.০০ জল থইথই ভালোবাসা, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি, ১১.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা

কালার্স বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ নাগিন ৬, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ টুম্পা অটোওয়ালি, রাত ৮.০০ রাম কৃষ্ণ, ৮.৩০ তুমি যে আমার মা, ৯.০০ শিবশক্তি, ৯.৩০ নীজা, ১০.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ-সিস্পিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার

সোয়েটার -জলসা মুভিজ এইচডিতে সন্ধ্যা ৬.৪০ মিনিটে।

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ আমি যে কে তোমার, রাত ১২.৫৫ হিরোগিরি, দুপুর ৪.০৫ মিস কল, সন্ধ্যা ৭.০০ সংগ্রাম, রাত ১০.২০ মন যে করে উড়ু উড়ু

জলসা মুভিজ এইচডি : সকাল ১১.০৫ শাহজাহান রিজেন্সি, দুপুর ১.৫০ বরবাদ, বিকেল ৪.২৫ কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সন্ধ্যা ৬.৪০ সোয়েটার, রাত ৯.০০ ড্রাকুলা স্যর, রাত ১১.২০ রক্তকরবী

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ এফআইআর নম্বর 339/07/06, বিকেল ৩.০০ এক চিলতে সিঁদুর, সন্ধ্যা ৬.০০ পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম, রাত ৮.৩০ শতরূপা, রাত ১১.০০ মণিহারা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বড় বৌ, দুপুর ১.০০ চন্দ্রমল্লিকা, বিকেল ৪.০০ ভাই আমার ভাই, সন্ধ্যা ৭.০০ লে হালুয়া লে, রাত ১০.০০ শিবা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মর্যাদা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আদরের বোন

জ্ঞানবাপী রিপোর্ট পাবে দু'পক্ষই

বারাণসী, ২৪ জানুয়ারি : কাশী বিশ্বনাথ মন্দির সংলগ্ন জ্ঞানবাপী মসজিদে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (এএসআই)-এর সমীক্ষা রিপোর্টের প্রতিলিপি মন্দির-মসজিদ মামলার দু'পক্ষকেই দেওয়ার নির্দেশ দিল বারাণসীর একটি আদালত। বুধবার জেলা জজ একে বিশ্বেশের বেঞ্চ বলেছে, এএসআই সমীক্ষার রিপোর্ট মন্দির-মসজিদ বিবাদের উভয়পক্ষকেই দেওয়া হবে।

বুধবার আদালতের নির্দেশ উল্লেখ করে হিন্দুপক্ষের আইনজীবী বলেন, এএসআই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর উভয়পক্ষকেই একটি হলফনামা জমা দিয়ে অঙ্গীকার করতে হবে যে, তারা রিপোর্টটি গোপন রাখবে এবং কোনও অবস্থাতেই রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে না।

এএসআই-এর সমীক্ষা রিপোর্টটি খুব শীঘ্রই দু'পক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানান হিন্দুপক্ষের আইনজীবী মদনমোহন যাদব।

মুসলিমপক্ষ আদালতে আবেদন করেছিল, সমীক্ষার রিপোর্টটি দু'পক্ষের কাছে থাকলেও তা যেন ফাঁস না হয় সেই নির্দেশ দেওয়া হোক।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে সীমান্তে নজর। আগরতলার লঙ্কামুরা গ্রামে।

IFB 20 LTR SOLO COST PRICE ₹ 6990* | 20 LTR Convectional COST PRICE ₹ 10990* | 25 LTR Convectional COST PRICE ₹ 13990*
Godrej 23 LTR Convectional COST PRICE ₹ 13290* | 28 LTR Convectional COST PRICE ₹ 15990* | 34 LTR Convectional COST PRICE ₹ 19590*
Haier 20 LTR Convectional COST PRICE ₹ 8990* | 23 LTR Convectional COST PRICE ₹ 11990* | 28 LTR Convectional COST PRICE ₹ 14990*
Panasonic 27 LTR Convectional COST PRICE ₹ 14690*
LG 32 LTR Convectional COST PRICE ₹ 21990*
HAVELLS FREE STEAM IRON

ONIDA 1.5 Ton 3S Inv. ₹ 28990
ONIDA 1.5 Ton 5S Inv. ₹ 33990
LLOYD 1.5 Ton 3S Inv. ₹ 34990 CASH BACK ₹3,000/-
LLOYD 1.5 Ton 5S Inv. ₹ 39990 CASH BACK ₹3,000/-
Godrej 1.5 Ton 3S Inv. ₹ 31990 CASH BACK ₹3,000/-
Godrej 1.5 Ton 5S Inv. ₹ 36990 CASH BACK ₹3,000/-
VOLTAS 1.5 Ton 3S Inv. ₹ 33990 CASH BACK ₹1,500/-
VOLTAS 1.5 Ton 5S Inv. ₹ 39990 CASH BACK ₹3,000/-
Panasonic 1.5 Ton 3S Inv. ₹ 33990 CASH BACK ₹3,000/-
HITACHI 1.5 Ton 3S Inv. ₹ 36990 CASH BACK ₹1,500/-
LG 1.5 Ton 3S Inv. ₹ 36990
BLUE STAR 1.5 Ton 3S Inv. ₹ 35990

MOBILE
SAMSUNG S24 ULTRA 12 (512 GB) COST PRICE ₹1,39,999/-* PRE BOOK NOW AND GET THIS PRICE ₹1,17,999/-*
SAMSUNG S24 8 (256 GB) COST PRICE ₹79,999/-* PRE BOOK NOW AND GET THIS PRICE ₹64,999/-*
OPPO RENO 11 PRO 8 (256 GB) COST PRICE ₹39,999/-* CASH BACK ₹4,000/-
OPPO A59(4 / 128) COST PRICE ₹13,999/-* CASH BACK ₹1,400/-
vivo Y28 6 (128 GB) 5G COST PRICE ₹15,499/-* CASH BACK ₹1500/-
vivo V29 SERIES COST PRICE ₹26,999/-* CASH BACK ₹2500/-
Apple 15 (128 GB) COST PRICE ₹54,900/-* CASH BACK ₹4,000/-
Apple 14 (128 GB) COST PRICE ₹44,900/-* CASH BACK ₹3,000/-
*Under exchange
mi 13C 5G 4 (128 GB) COST PRICE ₹10,999/-* CASH BACK ₹1,000/-
mi NOTE 13 5G 8 (256 GB) COST PRICE ₹19,999/-* CASH BACK ₹1,250/-

ASUS Ci3 11th Gen | 8 GB | 512 SSD |15.6 | Win 11 & Office COST PRICE ₹29990/-*
Lenovo Ci3 12th Gen | 8 GB | 512 SSD |15.6 FHD | Win 11 & Office COST PRICE ₹36490/-*
DELL Ci5 12th Gen | 8 GB | 512 SSD |15.6 FHD | Win 11 & Office COST PRICE ₹46490/-*
hp RYZEN 5 | 8 GB | 512 SSD | 4 GB Graphics | 15.6 | Win 11 COST PRICE ₹47490/-*
Gift LAPTOP BAG, KEYBOARD, MOUSE, PENDRIVE, HEAD PHONE Worth ₹4552/-

Mixer Grinder + Kettle + Chopper OFFER PRICE ₹ 2190
BAJAJ Mixer Grinder Iron + Chopper OFFER PRICE ₹ 2690
HAVELLS Havels 750W Mixer Grinder + Iron OFFER PRICE ₹ 3790
HAVELLS Havels Induction + Kettle OFFER PRICE ₹ 3995
HAVELLS Havels 800W Mixer Grinder + Hair Dryer OFFER PRICE ₹ 4490

GREAT EASTERN TRADING CO.

TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 82+ STORES

OUR LOCATIONS NEAR YOU

BRANCHES : DALHOUSIE (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel -7687921572, SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall - 84200 55257 BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra - 85840 38100, RAIGUNJ Near Sandha Tara, Bhawan - 85840 64028, MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029, BALURGHAT B.T. Park, Tank More - 90739 31660, JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari - 98301 22859, S.F. ROAD Platinum Square Opp. SBI S.F. Road - 85840 64025, KATWA- Station Rd, near Ashirbad Lodge - 84200 55250, COOCHBIHAR - N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi - 97497 85485.

OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURA SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH , UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, MALANCHA, DIAMOND HARBOUR, BOLPUR BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR , MEMARI, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung,LG,Sony. Offer valid till stock last.*Price includes cashback & exchange offer.*Offer applicable on selected models & Brand

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier Apple oppo vivo HAVELLS

"MB"
SONY
SOUND BAR COMBI OFFER
Voice Remote
Cashback upto ₹ 22500
1 EMI FREE
85(216cm) 4K UHD
SAVE upto Rs. 15000
EMI ₹ 8500
SONY
75(190.5cm) 4K
EMI ₹ 4995
SAMSUNG
85(216cm) 4K
SAMSUNG SOUND BAR FREE Worth Rs. 48900
EMI ₹ 6990
SAMSUNG
75(190.5cm) 4K
SAMSUNG 43 4K LED FREE Worth Rs. 54900
EMI ₹ 3990
LG
26 Down Payment
75(190.5cm) 4K EMI ₹ 3999
65(165 cm) 4K EMI ₹ 2626
Combi Audio 30% Discount
SAMSUNG SONY LG LLOYD Panasonic PHILIPS HYUNDAI AKAI ONIDA
32 LED EMI ₹ 866
32 Smart EMI ₹ 966
32 Android EMI ₹ 1,076
FREE BT Speaker 50W Worth Rs. 8990
43 Smart EMI ₹ 1,625
43 Google 4K EMI ₹ 2,166
FREE BT Party Speaker 140 W Worth Rs. 10990
55 4K Google EMI ₹ 2,833
FREE BT Party Speaker 140 W Worth Rs. 10990
65 4K Web OS ₹ 3,916
Haier 185 LTR Cost Price ₹ 13,590*
Haier 240 LTR Cost Price ₹ 23,990*
Haier 237 LTR BMR Cost Price ₹ 24,990*
Godrej 233 LTR Cost Price ₹ 21,990*
Godrej 272 LTR Cost Price ₹ 28,990*
LG 260 LTR Cost Price ₹ 20,990*
LG 308 LTR Cost Price ₹ 28,990*
Whirlpool 240 LTR Cost Price ₹ 25,590*
Whirlpool 235 LTR Cost Price ₹ 23,290*
VOLTAS beko SBS 472 LTR Cost Price ₹ 50,990*
Haier SBS 596 LTR Cost Price ₹ 60,990*
LG SBS 530 LTR Cost Price ₹ 69,990*
Whirlpool SBS 677 LTR Cost Price ₹ 82,990*
FREE Kettle
Haier 7.5 KG Cost Price ₹ 12,690*
Godrej 6.5 KG Cost Price ₹ 16,690*
BOSCH 6.5 KG Cost Price ₹ 19,990*
IFB 8.5 KG Cost Price ₹ 20,490*
LLOYD 7.5 KG Cost Price ₹ 20,990*
LG 7.5 KG Cost Price ₹ 21,990*
Panasonic 8 KG Cost Price ₹ 24,590*
Haier 6 KG Cost Price ₹ 24,990*
LLOYD 6 KG Cost Price ₹ 25,490*
IFB 6 KG Cost Price ₹ 27,990*
BOSCH 6.5 KG Cost Price ₹ 34,690*
LG 7 KG Cost Price ₹ 34,590*
FREE PHILIPS STEAM IRON
LG
Life's Good.
OLED evo
QNED
26 years of Celebrating 26
In honour of 26th of January and LG's 26 glorious years in India. Elevate your festivities with unmatched deals on LG TVs.
LUCKY DRAW OFFERS*
WIN LG OLED Posé Every Day* Worth up to ₹269990
TF7Q
WIN TONE Free Worth up to ₹19990 (10 Units Every Day*)
FESTIVE OFFERS*
3 YEAR* WARRANTY (with select LG TVs)
Up to 26% CASHBACK Max ₹26000* ON SELECT CREDIT / DEBIT CARDS
FIXED EMI Starting from ₹1999*
OLED CIRCLE An exclusive alliance Get benefits up to ₹50000*
*T&C apply. For more information kindly visit www.lg.com/in
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 82+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES : DALHOUSIE (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel -7687921572, SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall - 84200 55257, BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra - 85840 38100, RAIGUNJ Near Sandha Tara, Bhawan - 85840 64028, MALDA Pranta Pally, N H 34 - 85840 64029, BALURGHAT B.T. Park, Tank More - 90739 31660, JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari - 98301 22859, S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road - 85840 64025, KATWA- Station Rd, near Ashirbad Lodge - 84200 55250, COOCHBIHAR - N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi - 97497 85485.
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURA, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH , UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, MALANCHA, DIAMOND HARBOUR, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR , MEMARI, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung,LG,Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands.
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

মাধ্যমিক বাংলা

শিখিল বিশ্বাস
শিক্ষক
তরাই তারাপদ উচ্চবিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

কমবেশি ১৫০ শব্দে উত্তর দাও : প্রশ্নমান-৫

প্র : 'আমার মনে পড়ে প্রথম ফাউন্টেন পেন কেনার কথা।'- লেখক কোথায় ফাউন্টেন পেন কিনতে গিয়েছিলেন? তার কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল?

প্র : ফাউন্টেন পেন বাংলায় কী নামে পরিচিত? নামটি কার দেওয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে? ফাউন্টেন পেনের জন্ম ইতিহাস লেখো।

প্র : 'পণ্ডিতরা বলেন কলমের দুনিয়ায় যা সত্যিকারের বিপ্লব ঘটায় তা ফাউন্টেন পেন।'- ফাউন্টেন পেন কলমের দুনিয়ায় কীভাবে বিপ্লব ঘটিয়েছিল তা লেখো।

প্র : 'আমরা কালিও তৈরি করতাম নিজেরাই'- লেখকরা কীভাবে কালি তৈরি করতেন তা প্রবন্ধ অনুসরণে লেখো।

প্র : 'কলম তাদের কাছে আজ অদৃশ্য'- কলম কাদের কাছে অস্পৃশ্য? এই অস্পৃশ্য হওয়ার কারণ কী? / 'ফলে আমার মত আরও কেউ কেউ নিশ্চয় বিপন্ন বোধ করেছেন।'- বক্তা কে? তার বিপন্নতার কারণ প্রসঙ্গসহ উল্লেখ করো।

প্র : 'আশ্চর্য সবই আজ অবলুপ্তির পথে'- কোন জিনিস আজ অবলুপ্তির পথে? এই অবলুপ্তির কারণ কী? এ বিষয়ে প্রাবন্ধিকের মতামত কী?

প্র : 'ফাউন্টেন পেনের এক বিপদ, তা লেখককে নেশাগ্রস্ত করে'- রকমারি ফাউন্টেন পেনের নামগুলি কী কী ? ফাউন্টেন পেন যে লেখককে নেশাগ্রস্ত করে তার দু-একটি দৃষ্টান্ত দাও।

প্র : 'কম্পিউটার তাদের জাদুঘরে পাঠাবে বলে যেন প্রতিজ্ঞা করেছে।'- তাদের বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে? তাদের ঐতিহ্যের প্রতি লেখক শ্রদ্ধাশীল কেন?

প্রবন্ধ :

প্র : ক্যালিগ্রাফিস্ট বা লিপি-কুশলী কাদের বলা হয়? এদের সম্বন্ধে হারিয়ে যাওয়া কালি কলম প্রবন্ধ থেকে আমরা কী জানতে পারি? লিপি-কুশলীদের কাজ কী ছিল?

প্র : কালি কলমের প্রতি ভালোবাসা 'হারিয়ে যাওয়া কালি কলম' প্রবন্ধে কীভাবে ফুটে উঠেছে, তা আলোচনা করো। এগুলিকে হারানোর বেদনা কীভাবে ফুটে উঠেছে?

প্র : 'মুঘল দরবারে একদিন তাঁদের কত না খাতির, কত না সম্মান!'- তাঁদের বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে? তাদের খাতির ও সম্মানের পরিচয় দাও।

প্র : ' সোনার দোয়াত কলম যে সত্যই হতো, তা জেনেছিলাম সুভো ঠাকুরের বিখ্যাত দোয়াত সংগ্রহ দেখতে গিয়ে ।'- সুভো ঠাকুর কে? সোনার দোয়াত কলমের প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে? এছাড়া আর কীসের দোয়াত হত? দোয়াতের সঙ্গে সাহিত্য ও ইতিহাসের বিভিন্ন চরিত্রে যোগসূত্র কী?

প্র : 'বিমর্ষ ওয়াটারম্যান মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন'- ওয়াটারম্যান কে? তার বিমর্ষ হওয়ার কারণ কী? তার প্রতিজ্ঞার ফল কী হয়েছিল? / 'এর একটা বিহিত তাঁকে করতেই হবে'- এর বলতে কীসের কথা বলা হয়েছে? 'তাঁকে' বলতে কার কথা বলা হয়েছে? তিনি কীভাবে 'বিহিত' করেছিলেন?

প্র : 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় এখনও নানা রকম বাধা আছে।'- বাধাগুলি কী কী? এই বাধা দূর করতে লেখক কী কী পরামর্শ দিয়েছেন তা আলোচনা করো। / প্রাবন্ধিককে অনুসরণ করে এই বাধাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

প্র : বাংলা ভাষার বিজ্ঞানচর্চার অসুবিধা ও তার থেকে উত্তরণের পন্থাগুলি আলোচনা করো। / 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় এখনো নানা রকম বাধা আছে'- এই বাধা দূর করার জন্য লেখক কী কী পরামর্শ দিয়েছেন, তা আলোচনা করো। / 'এতে রচনা উৎকট হয়'- কার কোন প্রবন্ধের অন্তর্গত? কোন কারণে রচনা উৎকট হয়? এর প্রতিকার কী?

প্র : 'আমাদের আলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ কথা বলেছেন'- 'শব্দের ত্রিবিধ কথা' কী? 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান' প্রবন্ধে এই 'ত্রিবিধ কথা'-র প্রসঙ্গ এসেছে কেন?

প্র : 'অনেকে মনে করেন পারিভাষিক শব্দ বাদ দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করলে রচনা সহজ হয়।'- মতটিকে তুমি কি সমর্থন করো? / 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে পরিভাষা রচনা প্রসঙ্গে লেখক যে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন, তা আলোচনা করো।

প্র : 'এই দোষ থেকে মুক্ত না হলে বাংলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না'__ কোন দোষের কথা বলা হয়েছে? কীভাবে এই দোষ থেকে মুক্ত হওয়া যাবে?

প্র : 'এই কথাটি সকল লেখকেরই মনে রাখা উচিত'- বক্তা কে? সকল লেখকেরই কী মনে রাখা উচিত?

প্র : 'পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় এদেশের জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নগণ্য'- প্রাবন্ধিকের এমন মন্তব্যের কারণ কী?

লাস্ট মিনিট সাজেশন

কমবেশি ১২৫ শব্দে উত্তর দাও: প্রশ্নমান-৪

নাটক

প্র : 'সিরাজদ্দৌলা' নাট্যাংশে সিরাজদ্দৌলার চরিত্র বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

প্র : 'কিন্তু ভদ্রতার অযোগ্য তোমরা'- কাকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বলা হয়েছে? এ কথা বলার কারণ কী?

প্র : 'আমার এই অক্ষমতার জন্য তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।'- বক্তা কাদের কাছে, কোন অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন?

প্র : 'আপনাদের কাছে এই ভিক্ষা যে, আমাকে শুধু এই আশ্বাস দিন।'- কাদের কাছে বক্তা ভিক্ষা চান? তিনি কী আশ্বাস প্রত্যাশা করেন?

প্র : 'বাংলার এই দুর্দিনে আমাকে ত্যাগ করবেন না'- কাদের উদ্দেশ্যে একথা বলা হয়েছে? কোন দুর্দিনের জন্য তার এই আবেদন?

প্র : 'বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয় _ মিলিত-হিন্দু মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা।'- বক্তা কে? কোন পরিস্থিতিতে তিনি তাদের এভাবে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন?

প্র : 'বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, তার শ্যামল প্রান্তরে আজ রক্তের আলপনা'- বক্তা কে? কোন দুর্যোগের কথা বলা হয়েছে?

প্র : 'জাতির সৌভাগ্য সূর্য আজ অস্তাচলগামী'- কোন জাতির কথা উদ্ধৃতাংশে বলা হয়েছে? তার সৌভাগ্য-সূর্য অস্তাচলগামী কেন?

প্র : 'মাত্র পনেরোটি মাস আমি রাজত্ব করছি, লুৎফা'- লুৎফা কে? বক্তার পনেরো মাসের রাজত্বের অভিজ্ঞতাটি কেমন ছিল?

প্র : 'পলাশি, রাক্ষসী পলাশি'- বক্তা কে? পলাশির প্রান্তরকে তিনি রাক্ষসী বলেছেন কেন?

প্র : 'মনে হয়, ওর নিঃশ্বাসে বিষ, ওর দৃষ্টিতে আগুন, ওর অঙ্গ সঞ্চালনে ভূমিকম্প!'- কে, কার সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন? তার সম্পর্কে বক্তার এরূপ মন্তব্যের কারণ কী?

প্র : 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে ঘসেটি বেগম ও লুৎফা দুই বিপরীতধর্মী চরিত্র - দুই চরিত্রের বৈপরীত্য নিজের ভাষায় লেখো।

প্র : 'ওখানে কী দেখছ মূর্খ, বিবেকের দিকে চেয়ে দ্যাখো'- বক্তা কে? উদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি বক্তার কী মনোভাব লক্ষ্য করা যায়? (ঘসেটি চরিত্র) / 'আমার রাজ্য নাই, তাই আমার কাছে রাজনীতিও নাই _ আছে শুধু প্রতিহিংসা'- বক্তা কে? তার প্রতিহিংসার কারণ কী? বক্তার চরিত্র বিশ্লেষণ করো।

প্র : 'দুর্দিন না সুদিন'- কে কাকে বলেছে? 'দুর্দিন' ও 'সুদিন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

প্র : 'এইবার হয় তো শেষ যুদ্ধ'- কোন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে? বক্তা এই যুদ্ধকে শেষ যুদ্ধ বলেছেন কেন?

প্র : 'মুন্সিজি, এই পত্রের মর্ম সভাসদদের বুঝিয়ে দিন'- কে, কাকে পত্র লিখেছিলেন? এই পথে কী লেখা ছিল?

সংলাপ

পথ নিরাপত্তা; ইন্টারনেট ব্যবহারের উপযোগিতা; অনলাইন শিক্ষার ভালো-মন্দ; জলের অপচয় ও সংরক্ষণ; রক্তদানের উপযোগিতা; বৃক্ষরোপণের উপযোগিতা / রাস্তা চওড়া করার জন্য বৃক্ষনিধন; ফুটপাথ আর পায়ে চলার পথ নয়; ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক; কুসংস্কার প্রতিরোধে বিজ্ঞানমনস্কতা; নারী স্বাধীনতা; শিক্ষায় পাশ-ফেল প্রথার প্রাসঙ্গিকতা; মোবাইল ফোন ব্যবহারের সুফল-কুফল; ফেসবুক ব্যবহারের সর্তকতা; অরণ্য সপ্তাহ উদযাপনের গুরুত্ব; অনলাইন কেনাকাটার উপযোগিতা; মাধ্যমিকের পর কী বিষয় নিয়ে পড়বে; বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা- ইত্যাদি বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ।

প্রবন্ধ রচনা

উৎসবমুখর বাংলা / বাংলার উৎসব / সমাজজীবনে উৎসবের প্রয়োজনীয়তা; একটি কলমের আত্মকথা; একটি নদীর আত্মকথা; একটি পোস্টকার্ডের আত্মকথা; জনজীবনে স্মার্টফোন; বিশ্ব উষ্ণায়ন; চরিত্র গঠনে খেলাধুলোর উপযোগিতা / খেলাধুলো ও ছাত্রসমাজ; সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা / বই পড়া; তোমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা; একটি বৃষ্টিমুখর দিনের অভিজ্ঞতা; পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার / আমাদের পরিবেশ সমস্যা ও প্রতিকার; প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি / দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান / আধুনিক জীবন ও বিজ্ঞান; আধুনিক শিক্ষায় ইন্টারনেট ব্যবস্থা / ইন্টারনেটের উপযোগিতা।

প্রতিবেদন রচনা

বিদ্যালয়ে আয়োজিত শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান; রক্তদান জীবনদান; নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বমুখী; বিদ্যালয়ের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান; জলের অপচয় রোধ বিষয়ে সচেতনতা শিবির; কোনও গ্রামীণ এলাকায় একটি সরকারি হাসপাতাল উদ্বোধন; ভাষা শহিদ দিবসে দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মিলনের প্রয়াস বিষয়ক; তোমার বিদ্যালয়ে আয়োজিত বিজ্ঞান প্রদর্শনী; বেআইনি পুকুর ভরাট; ডেঙ্গি প্রতিরোধে সচেতনতা শিবির; পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান; পরীক্ষাকেন্দ্রে বা হাসপাতালের আশপাশে উচ্চস্বরে মাইক্রোফোন নয়; পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ বৃদ্ধি করতে টেস্ট পেপার ও পরীক্ষা সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিবেদন রচনা।

মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান

প্রসেনজিৎ কুমার বসাক
শিক্ষক
কালজানি শাজাহানউদ্দিন উচ্চবিদ্যালয়, কোচবিহার

পূর্ব প্রকাশিতর পর

১০) নিম্নলিখিত জনন পদ্ধতিগুলির উদাহরণ দাও - পুনরুৎপাদন, রেণু উৎপাদন, বহু বিভাজন, কোরকোদগম।

অথবা, উদ্ভিদের অযৌন বংশবিস্তার কীভাবে ঘটে তা ছকের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করো।

১১) মানব বিকাশের বিভিন্ন দশাগুলির সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।

১২) 'উদ্ভিদের পরাগযোগ হলে নিষেক নাও হতে পারে কিন্তু নিষেক হলে পরাগযোগ হবেই' উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

****অধ্যায় ৩ : বংশগতি ও কয়েকটি সাধারণ জিনগত রোগ :**

১) নীচে মটর গাছের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কোনটি প্রকট ও কোনটি প্রচ্ছন্ন তা চিহ্নিত করো -

* ফুলের রং হলুদ * বীজের রং হলুদ * খাঁজযুক্ত ফল * কাক্ষিক ফুল

২) একজন মহিলা যিনি হিমোফিলিয়া রোগের বাহক, তিনি একজন স্বাভাবিক পুরুষকে বিবাহ করলেন, তাঁদের একটি পুত্রসন্তান হল। পুত্রসন্তানটির হিমোফিলিয়া রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কীরূপ তা বিশ্লেষণ করো।

৩) কন্যাসন্তান জন্মের জন্য অনেক পরিবারে মাকে দায়ী করা হয় -তোমার মতে এটি কতটা যুক্তিসঙ্গত উপযুক্ত ক্রসের মাধ্যমে দেখাও।

৪) একটি বিশুদ্ধ লাল সন্ধ্যামালতী ও একটি বিশুদ্ধ সাদা সন্ধ্যামালতী উদ্ভিদের সংকরায়ণে উৎপন্ন F1উদ্ভিদগুলিতে গোলাপি ফুল হওয়ার ঘটনাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে তা চেকার বোর্ডের সাহায্যে বোঝাও।

৫) থ্যালাসিমিয়ার লক্ষণগুলো কী কী?

অথবা, সমাজকে থ্যালাসিমিয়ামুক্ত করতে হলে কী কী করা উচিত বলে তুমি মনে করো। প্রোটোনোপিয়া কী?

৬) 'সমস্ত ব্যাক ক্রস টেস্ট ক্রস নয়' -ব্যাখ্যা করো।

৭) নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাখ্যা দাও-

* অ্যালিল * লোকাস

৮) মেন্ডেলের একসংকর জনন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দাও। এই পরীক্ষা থেকে মেন্ডেল যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা নাম সহ বিবৃত করো।

****অধ্যায়-৪ : অভিব্যক্তি ও অভিযোজন :**

১) তুলনামূলক ভ্রূণতত্ত্ব কীভাবে বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে কাজ করে-ব্যাখ্যা করো। উটের লোহিত রক্তকণিকার অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।

২) 'প্রাণীর বিভিন্ন প্রকার আচরণ পরিবেশে বেঁচে থাকতে ও অভিযোজিত হতে সাহায্য করে'- মৌমাছিদের ক্ষেত্রে এরকম দুটি আচরণের উদাহরণ দাও। ক্যাকটাসের তিনটি অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৩) কোয়াসারভেট ও হট ডাইলিউট স্যুপ কী? মাছের পটকার অভিযোজনগত গুরুত্ব বর্ণনা করো।

৪) ডারউইনের মতবাদ অনুযায়ী, অস্তিত্বের জন্য জীবন সংগ্রাম বলতে কী বোঝায় তা উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করো। সমবৃত্তীয় অঙ্গ কী ধরনের বিবর্তনকে সমর্থন করে তা উদাহরণ সহ লেখো।

৫) 'হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের সংখ্যার পরিবর্তন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অভিব্যক্তির পথ সুগম করেছে'- বক্তব্যটি যুক্তিসহ প্রমাণ করো।

৬) জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি সংক্রান্ত মিলার ও উরের পরীক্ষা থেকে আদিম পরিবেশ সম্পর্কে কী কী ধারণা পাওয়া যায় তা লিপিবদ্ধ করো।

৭) সুন্দরী গাছের লবণ সহনের জন্য যে কোনও দুটি অভিযোজন উল্লেখ করো।

৮) মানুষের দুটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গের নাম লেখো। জীবন্ত জীবাশ্ম কী?

৯) শব্দচিত্রের সাহায্যে ঘোড়ার বিবর্তন বিবৃত করো।

১০) দুটি জীবের মধ্যে ভিন্নতাই হল প্রকরণ। উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো। বিজ্ঞানী কার্ল ভন ফ্রিস কীজন্য বিখ্যাত?

১১) যোগ্যতমের উদ্বর্তন কীভাবে ঘটেছে তার দুটি উদাহরণ দাও।

১২) উটের পাকস্থলীর অভিযোজনগত গুরুত্ব কী?

****অধ্যায় ৫ : পরিবেশ, তার সম্পদ এবং তাদের সংরক্ষণ :**

১) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ইন-সিটু ও এক্স-সিটু সংরক্ষণের পার্থক্য করো :

* সংরক্ষণ স্থান * বিবর্তনের সম্ভাবনা

২) কোনও একটি দেশে একাধিক হটস্পট আছে, কিন্তু অপর কোনও একটি দেশে একটিও হটস্পট নেই -এর থেকে তুমি কী কী সিদ্ধান্তে আসতে পারো?

৩) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ফলে পরিবেশের সমস্যা ঘঠিত কারণস্বরূপ বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস ও বিশ্ব উষ্ণায়ন ব্যাখ্যা করো।

৪) 'বিরল প্রজাতিগুলি জিনগতভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত' -এর অর্থ কি?

৫) রেড পান্ডা সংখ্যা হ্রাসের কারণগুলি উল্লেখ করো।

৬) 'জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অকল্পনীয়'- জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বরূপে নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি ব্যাখ্যা করো-

* ড্রাগ ও ওষুধ প্রস্তুতিতে জীববৈচিত্র্য

* বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্য

* জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে জীববৈচিত্র্য

৭) জলের আবর্জনা কীভাবে জলাশয়ে ইউট্রিফিকেশন ঘটায়?

৮) পপুলেশনের উপর একটি সমীক্ষা করে তার বৈশিষ্ট্যরূপে জন্মহার, মৃত্যুহার, পপুলেশন ঘনত্ব এবং লিঙ্গ অনুপাত বৈশিষ্ট্যগুলি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে তা লিপিবদ্ধ করো।

৯) বিপন্ন প্রজাতি কী?

১০) প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যের মধ্যে পার্থক্য লেখো :

* নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা

* সংরক্ষিত জীবের প্রকৃতি।

১১) মানব জীবনের ওপর শব্দদূষণের কুফলগুলি আলোচনা করো। অ্যালগাল ব্লুম কী?

১২) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ক্রায়ো সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো:

* বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের সংখ্যা বৃদ্ধি

* বিপন্ন প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি

১৩) প্রদত্ত উদাহরণগুলি কী ধরনের ইন-সিটু সংরক্ষণ ? a) পশ্চিমবঙ্গের গরুমারা, b) অসমের মানস, c) গুজরাটের গির, d) মধ্যপ্রদেশের কানহা, e) কর্ণাটকের বন্দিপুর, f)পশ্চিমবঙ্গের বেথুয়াডহরি।

১৪) লোমস চামড়া ও ঝালরের মতো সুন্দর লেজের লোভে চোরাশিকারের ফলে বিপন্ন হচ্ছে প্রাণীটি। এখানে যে প্রাণীটি সম্পর্কে বক্তব্যটি মনে হচ্ছে তার সংরক্ষণ সম্পর্কে নিজের মতামত দাও। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় গন্ডার প্রকল্প রয়েছে?

১৫) নাইট্রোজেন সংবন্ধনের সাহায্যকারী সায়ানো ব্যাকটিরিয়া, মিথোজীবী ও স্বাধীনজীবী ব্যাকটিরিয়ার একটি করে উদাহরণ দাও। BOD বলতে কী বোঝো?

১৬) বাঘের সংখ্যা বাড়াতে গেলে যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা সহায়ক হতে পারে তার তালিকা তৈরি করো।

অথবা, কুমিরের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য দুটি সংরক্ষণ সংক্রান্ত পদক্ষেপ লেখো। * পরিবেশগত কী কী কারণে মানুষের ক্যানসার হতে পারে?

১৭) দুটি ভেষজ উদ্ভিদ যাদের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে অতি ব্যবহারের জন্য, তাদের নাম লেখ।

*PBR এ কী কী তথ্য মজুত থাকে?

১৬) 'বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ একটি বহুমুখী সংরক্ষণ ব্যবস্থা'- এর স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

১৭) অ্যাসিড বৃষ্টি কীভাবে জীববৈচিত্র্যকে ক্ষতি করে তার স্বপক্ষে উদাহরণ দাও। SPM কী?

১৮) তোমার আশপাশে জলের উৎসগুলি কীভাবে দূষিত হচ্ছে তা তোমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংক্ষেপে বর্ণনা করো। ওজন গহ্বর বলতে কী বোঝো?

১৯) প্রদত্ত ঘটনাগুলির সম্ভাব্য কারণ কী হতে পারে তা লেখো : a) হাঁপানি b) ক্যানসার c) চর্মরোগ d) বধিরতা

*দূষণের সঙ্গে মাছও পাখির সংখ্যা হ্রাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো।

২০) জলাভূমিকে প্রকৃতির বৃক্ক বলে কেন?

প্রদত্ত ক্ষেত্রগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভাব আলোচনা করো। a/ অরণ্য b/ কৃষিজমি c/ জলাভূমি।

২১) নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাখ্যা দাও- অক্ষোজিন ও মেটাস্ট্যাসিস।

২২) 'পুকুর থেকে তোলা টাটকা মাছ কী দূষণের প্রভাবমুক্ত'- বক্তব্যটির স্বপক্ষে মতামত দাও।

* বন্যপ্রাণী আইন অনুসারে অভয়ারণ্যে যে যে কাজ নিষিদ্ধ তার যে কোনও চারটি তালিকাভুক্ত করো।

জেনে রেখো

ভারতের সংবিধান কত সালে ঘোষিত বা চালু হয়?

উ : ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারি।

ভারতের সংবিধানে বিচার বিভাগের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে কোন দেশের সংবিধান অনুসারে?

উ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা অনেকাংশে কোন দেশের অনুকরণে?

উ: ব্রিটেন।

ভারতের সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যের সংযোজন কোন দেশের অনুকরণে?

উ: সোভিয়েত রাশিয়া।

কোন মৌলিক অধিকারকে ডঃ বিআর আম্বেদকর সংবিধানের 'হৃদয় ও আত্মা' বলে অভিহিত করেছেন?

উ: সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার।

ভারতের সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি কোন দেশের অনুকরণে করা হয়?

উ: সোভিয়েত রাশিয়া।

সংবিধানে মৌলিক অধিকারের ধারণা কোন দেশের সংবিধানের অনুকরণে গৃহীত হয়?

উ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

যৌথ তালিকা কোন দেশের সংবিধানের অনুকরণে গৃহীত হয়েছে?

উ: অস্ট্রেলিয়া।

ভারতের সংবিধানের তিন প্রকার জরুরি অবস্থা কোন দেশের সংবিধানের অনুকরণে গৃহীত হয়েছে?

উ: জার্মানির সংবিধান।

পরীক্ষার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

অত্যুহা বাগচী
প্রধান শিক্ষিকা
শিলিগুড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

মাধ্যমিক ২০২৪

মনে রেখো পরীক্ষার প্রথম ১৫ মিনিট যা প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য দেওয়া হয় তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময়টা একদম সঠিকভাবে ব্যবহার করো কারণ তখনই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় যে তুমি কোন প্রশ্নের উত্তর বেশি ভালো করে লিখতে পারবে।

মাধ্যমিক ২০২৪ আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে। প্রথমেই সব ছাত্রছাত্রীদের আসন্ন পরীক্ষার জন্য শুভকামনা জানাই। তোমরা সুস্থ থেকে মাথা ঠান্ডা রেখে পরীক্ষা দিও।

জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষায় তোমরা অবতীর্ণ হতে চলেছ। নতুন একটি পরিবেশে পরীক্ষা দিতে যাবে বলে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। তোমরা যাতে ভালোভাবে পরীক্ষা দিতে পারো তার সবরকম ব্যবস্থা দেখবে যথাযথভাবে নেওয়া আছে।

এখন নতুন করে পড়া নিশ্চয়ই কিছু বাকি নেই। তাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সমস্ত সিলেবাসটা ভালো করে ঝালাই করে নেওয়া আর কোথাও যদি কিছু বাকি থেকে থাকে সেটা ভালো করে বুঝে নেওয়া। কিছু প্রশ্নের সঙ্গে চিত্র অত্যাবশ্যক থাকে। সেইগুলি একটু ভালো করে অভ্যাস করো কারণ প্রথমত, অনেক ক্ষেত্রেই চিত্রের জন্য নম্বর ধার্য করা থাকে। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় পর্যায়ক্রমিক চিত্রাঙ্কন উত্তরকে অনেক বেশি প্রাঞ্জল করে তোলে। চিত্র অঙ্কন করার সময় যতটা সম্ভব রাবার কম ব্যবহার করো।

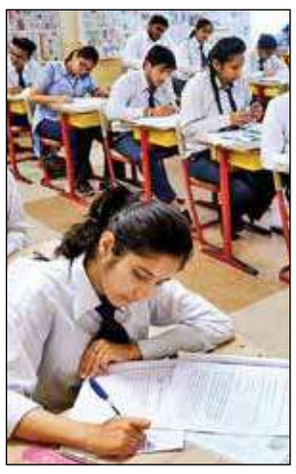

ভূগোল বিষয়ে বলি, যদি উচ্চগতিতে নদীর ক্ষয়কার্য দ্বারা গঠিত তিনটি ভূমিরূপ বর্ণনা করার প্রশ্ন থাকে তাহলে সেখানে 'I' আকৃতির উপত্যকা, 'V' আকৃতির উপত্যকা ও ক্যানিয়ন বা জলপ্রপাত, কাসকেড ও Rapid না লেখাই বাঞ্ছনীয় কারণ এই ভূমিরূপগুলি প্রায় একই ধরনের। ম্যাপ পয়েন্টিং একটু যত্ন নিয়ে অভ্যাস করো কারণ এতে সহজেই নম্বর তোলা যায়। এখন তোমাদের প্রচুর অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন আসে। তাই পাঠ্যবইটাতে ভালো করে চোখ বুলিয়ে নাও যাতে ভালো নম্বর তুলতে পারো।

পরীক্ষার আগের দিন রাতে কখনওই নতুন কিছু পড়বে না কারণ এতে সময় চলে যাবে, আর আগে যা পড়েছ সেগুলো ঝালাই করার সময় পাবে না। পরীক্ষার প্রথম দিন অন্তত আধ ঘণ্টা আগে বিদ্যালয়ে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। পরের দিনগুলিতে অন্তত ১৫ মিনিট আগে নিজের জায়গায় বসে আগে মনঃসংযোগ করে নেবে। তাড়াহুড়ো করবে না। পরিষ্কার করে উত্তর লেখার চেষ্টা করবে। যতটা সম্ভব প্রশ্নপত্রের ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে উত্তর লেখার চেষ্টা করবে। অ্যাডমিট কার্ড, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইত্যাদি যেমন খেয়াল করে আগের দিন রাতেই ঠিক করে রাখবে ঠিক তেমনি নিজের সব জিনিস যেমন লেখার বোর্ড, কলম, পেন্সিল, রাবার, স্কেল সব ঠিকমতো গুছিয়ে নেবে যাতে পরীক্ষার হলে অন্যের থেকে চাইতে না হয়। মাথা ঠান্ডা রেখে উত্তর লিখলে নিশ্চয়ই সাফল্য আসবে। তোমাদের সবার জন্য শুভকামনা রইল।

উত্তরে অনুকূল আবহাওয়া

সর্ষের ভালো উৎপাদনের আশায় কৃষকরা

খেতে সর্ষের বীজ বোনার পর ফলন আসতে ৭০ থেকে ৭৫ দিন সময় লাগে। অনুকূল আবহাওয়ার জন্য সর্ষের ভালো ফলন পাবেন কৃষকরা।

- দীপ সিনহা
সহ কৃষি অধিকর্তা

অমিতকুমার রায়

মাঠজুড়ে ফুটে আছে হলুদ সর্ষে ফুল। যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই এমন অপূর্ব নিসর্গ শোভা। কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে এখন চোখে পড়ছে এই দৃশ্য। ঘন কুয়াশা সর্ষে চাষের পক্ষে সহায়ক। বিগত ক'দিন ধরে সূর্যের দেখা পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাতের পাশাপাশি দিনভর ঘন কুয়াশায় ঢেকে থাকছে চতুর্দিক। এমনই অনুকূল আবহাওয়ার জন্য এবছর সর্ষের ভালো উৎপাদনের আশায় রয়েছেন ব্লকের সর্ষেচাষিরা।

বিগত চার-পাঁচ বছর ধরে এই ব্লকে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সর্ষে চাষ। উচ্চ ফলনশীল উন্নত প্রজাতির সর্ষে বীজের সহজ যোগান ও বাজারে ক্রমবর্ধমান সর্ষে তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে এই চাষে আগ্রহী হয়েছেন কৃষকরা। তাই প্রতি মরশুমে ব্লকে বাড়ছে সর্ষে খেতের পরিমাণ। টমেটো চাষের জমি ও পতিত জমিতে সর্ষে চাষ করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন ব্লকের প্রগতিশীল কৃষকেরা।

দু'বছর আগেও হলদিবাড়ি ব্লকে চোখে পড়েনি মাঠজুড়ে হলুদ সর্ষে ফুলের সমাহার। এর কারণ হিসেবে হলদিবাড়ির সবুজ বাংলা ফার্মার্স ক্লাবের এমডি মানস মিত্র বলেন, সর্ষে চাষ করলে বিঘা প্রতি মাত্র সাড়ে তিন থেকে চার মন সর্ষে উৎপাদন হত। তুলনামূলকভাবে একই জমিতে রবি মরশুমে টমেটো, লংকা, আলু সহ অন্যান্য সবজি চাষে লাভের পরিমাণ অনেক বেশি হত। তাই সর্ষে চাষে উৎসাহ হারিয়েছিলেন চাষিরা।

হলদিবাড়ির সবুজ বাংলা ফার্মার্স ক্লাবের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার লোকনাথ রায়ের কথায়, বিগত চার-পাঁচ বছর ধরে হলদিবাড়ি ব্লকে পরীক্ষামূলকভাবে কোচবিহারের কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রের নিজস্ব উচ্চ ফলনশীল দিব্য ৫৫ প্রজাতির সর্ষে বীজ চাষ করা হয়। কোচবিহার কৃষি আধিকারিক রজত চ্যাটার্জির তত্ত্বাবধানে চাষ করে অভূতপূর্ব সাফল্যও আসে। এই চাষে বিঘা প্রতি দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রায় ৮-১০ মন ফলন পাওয়া যাচ্ছে।

কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, দুই বছর আগেও হলদিবাড়ি ব্লকে মাত্র ১৫০ একর জমিতে সর্ষে চাষ হত। এবছর তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৭৯০ হেক্টর জমিতে সর্ষে চাষ করা হয়েছে। বর্তমানে টমেটোর পাশাপাশি উন্নত প্রজাতির সর্ষে চাষ করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন হলদিবাড়ি ব্লকের চাষিরা।

উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্দারপাড়ার বাসিন্দা আল জাসাস হক বলেন, গত মরশুমে দুই বিঘা জমিতে সর্ষে চাষ করেছিলাম। সর্ষে বিক্রি করে পেয়েছি আট হাজার টাকা। চলতি মরশুমে চার বিঘা জমিতে সর্ষে চাষ করেছি। আরেক চাষি মহম্মদ রুহল আমিন জানান, এবার এক একর জমিতে উচ্চফলনশীল জাতের সর্ষে চাষ করেছি। কম খরচ ও কম পরিচর্যায় বেশি লাভ হয় বলে সর্ষে চাষ করেছেন তিনি। তাঁরা জানান, এতদিন দেশি জাতের সর্ষে চাষ করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন তাঁরা। এখন উচ্চফলনশীল জাতের সর্ষে চাষ করে লাভবান হচ্ছেন। এছাড়াও বিগত কয়েক বছর ধরে টমেটোর ভালো দাম মিলছে না। তাই টমেটো চাষ ছেড়ে সর্ষে চাষে ঝুঁকছেন টমেটোচাষিরা।

হলদিবাড়ির সহ কৃষি অধিকর্তা দীপ সিনহা বলেন, খেতে সর্ষের বীজ বোনার পর ফলন আসতে ৭০ থেকে ৭৫ দিন সময় লাগে। অনুকূল আবহাওয়ার জন্য সর্ষের ভালো ফলন পাবেন কৃষকরা।

পেশায় শিক্ষক নেশায় চাষি

পেশায় শিক্ষক হলেও ছোট থেকে নেশা কৃষিকাজ করার। কারণ কৃষি পরিবার থেকেই বড় হয়ে ওঠা। এবং অন্য ধরনের কিছু করার ইচ্ছে ছিল বরাবরই। নিজের জমিতে অভিনব কিছু চাষ করবেন এটা দীর্ঘদিনের আশা ছিল। সেই ইচ্ছেপূরণে ছয় বিঘা জমিতে পরীক্ষামূলকভাবেই ভারত সুন্দরী কুল চাষ করেছিলেন। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। মরশুমের শুরুতে হলদিবাড়ির জমিতে প্রথম ভারত সুন্দরী কুল চাষ করে তাক লাগালেন শিক্ষক অমিতাভ রায়। শিক্ষকের এমন উদ্যোগে উচ্ছ্বসিত কৃষি অধিকর্তারাও। তাঁদের দাবি, সঠিক পদ্ধতিতে ওই কুল চাষ করলে লাভের মুখ দেখবেন কৃষকরা।

মাঠের চারদিকে টমেটো, লংকা, আলুর খেত। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি কুল গাছ। আকারে ছোট গাছগুলো। বড়জোর চার থেকে পাঁচ ফুট। কুলের ভারে মাটিতে নুয়ে পড়েছে প্রতিটি গাছ। অগ্রিম ফলন হওয়ায় দাম পাচ্ছেন ভালো। বগরিবাড়ি ওহাবুল উল্লুম প্রাথমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষক অমিতাভ রায়। নিজের ইচ্ছেপূরণে প্রথমে পৈত্রিক জমিতে পেয়ারা ও পরবর্তীতে চা চাষ করলেও সাফল্য পাননি। এতে ভেঙে না পড়ে ঠিক করেন ভারত সুন্দরী কুলের আবাদ করবেন। এই কুলটি দেখতে অনেকটা ছোট আপেলের মতো। ছয় বিঘা জমিতে পরীক্ষামূলকভাবেই ভারত সুন্দরী ও ছয় বিঘা জমিতে বন কুল চাষ করেন। তাতে সাফল্যও আসে। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় স্বল্প মেয়াদের এই কুলের ভালো ফলন হয়েছে। গাছে গাছে ঝুলে রয়েছে কুল আর কুল। সেই সঙ্গে ভালো দামও মিলছে।

বর্তমানে হলদিবাড়ি শহরের উত্তরপাড়ার বাসিন্দা ওই শিক্ষক। তাঁর চাষের জমি রয়েছে গজেন্দ্রপুর চৌরঙ্গী এলাকায়। সেখানে গিয়ে দেখা গেল পাখিদের হাত থেকে পাকা কুল রক্ষায় পুরো খেতটি জাল দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক অমিত জানান, ৬ বিঘা জমিতে চার হাত অন্তর প্রায় ১৬০০ গাছ রয়েছে। কলকাতা থেকে ৪৫ হাজার টাকা খরচ করে সেই গাছের চারা আনা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, ওই শিক্ষক নিজেই খেত দেখাশোনা করার পাশাপাশি ফল বাছাই করে বিক্রির জন্য উপযোগী করে তোলেন। শুধু স্থানীয়রাই নয়, এই খেত দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে অনেকেই আসছেন।

আবার অনেকেই কুল চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এসব ফল রাসায়নিক মুক্ত হওয়ায় স্থানীয় বাজারে রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। ফলে পাইকাররা খেত বা বাড়িতে এসেই কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। ওই শিক্ষকের দাবি, সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে ওই কুলের আবাদ করলে চাষিরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবার পাশাপাশি পুষ্টির চাহিদাও পূরণ হবে। কুল চাষে দ্বিগুণ লাভ হওয়া এক প্রকার নিশ্চিত।

ফালাকাটায় বহুমুখী হিমঘর স্থাপন

জ্যোতি সরকার

উত্তরবঙ্গে সবজি চাষের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। অগ্রগতির ধারার সুফল পাবার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে অন্তরায় হল সবজি সংরক্ষণের সমস্যা। এই সমস্যার উত্তরণে দিশা দেখাল ফালাকাটা। উত্তরের চাষিদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বহুমুখী হিমঘর স্থাপনের। ফালাকাটায় বহুমুখী হিমঘর স্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে আলিপুরদুয়ার জেলা সবজি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য এসেছে। সাফল্যের এই ধারাকে ধরে রাখতে উত্তরের অন্যান্য জেলাতে সবজি সংরক্ষণের জন্য বহুমুখী হিমঘরের স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে রাজ্য হর্টিকালচার দপ্তর। হর্টিকালচার দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ডঃ সুব্রত গুপ্ত বেসরকারি উদ্যোগে ফালাকাটায় নির্মিত বহুমুখী হিমঘর দেখে অভিভূত। বর্তমানে বহুমুখী হিমঘরে বর্ষাকালীন সবজি সংরক্ষিত রয়েছে। রাজ্য হর্টিকালচার দপ্তর আগ্রহী উদ্যোগপতিদের বহুমুখী হিমঘর স্থাপনের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসবার আহ্বান জানিয়েছে। হর্টিকালচার দপ্তর এক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রসস্ত হাত বাড়িয়ে দেবে। বহুমুখী হিমঘরে ফলও সংরক্ষিত হচ্ছে। বিশেষত আপেল সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এই হিমঘরে শীতকালীন সবজি বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো, সিম, বড়বটি, বিনস, মুলো সংরক্ষণের পরিকাঠামো রয়েছে। শীতকালীন সবজি শীতকালে ভোজনরসিকরা পেলে সমাদরে গ্রহণ করবে। বিপণনের কোনও সমস্যা হবে না। উত্তরবঙ্গে টমেটোচাষিদের দীর্ঘদিনের সমস্যা হল টমেটো বিপণনের। রাস্তায় টমেটো ফেলে প্রতি বছরই টমেটোচাষিরা প্রতিবাদ জানান। এবারে বহুমুখী হিমঘর স্থাপনের মাধ্যমে আলিপুরদুয়ার জেলাতে টমেটোচাষিদের সমস্যা অনেকটাই দূরীভূত হবে। সবজি চাষিরা ফালাকাটা বহুমুখী হিমঘরে সবজি সংরক্ষণের জন্য বিপুল সংখ্যায় আসছেন। হিমঘর কর্তৃপক্ষ তাদের পরিকাঠামো গত অবস্থান থেকে যতটা চাষিদের সহযোগিতা করা যায় তা করে চলেছেন। ফালাকাটার রাইচেঙা গ্রামের বাঁধাকপি উত্তরবঙ্গের মধ্যে বিখ্যাত। এই গ্রামের মাটিতে পাঁচ থেকে ছয় কেজি ওজনের বাঁধাকপি উৎপাদিত হচ্ছে। এখানকার বাঁধাকপি শিলিগুড়ি এবং প্রতিবেশী বিহার রাজ্যে যাচ্ছে। বাঁধাকপিচাষিরাও বহুমুখী হিমঘরে বাঁধাকপি রাখবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে কমল গুহ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে একটি করে হিমঘর স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। বাম আমলে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি। দীর্ঘদিন ধরেই কৃষক সংগঠনগুলি বহুমুখী হিমঘরের জন্য সরব ছিল। ফালাকাটায় বহুমুখী হিমঘরের সাফল্য উত্তরের চাষিদের উৎসাহিত করেছে। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বহুমুখী হিমঘরের দাবি উঠেছে। ফালাকাটার সাফল্যের বার্তা উত্তরের জেলায় জেলায় পৌঁছেছে। রাজ্য হর্টিকালচার দপ্তর চাষিদের পাশে দাঁড়িয়ে বহুমুখী হিমঘর স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যেই চেষ্টা শুরু করেছে। অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সুব্রত গুপ্ত ফালাকাটায় গিয়ে স্বয়ং বহুমুখী হিমঘর পরিদর্শন করেছেন। তিনি এই হিমঘরের বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কীভাবে উত্তরের অন্যান্য জেলায় বহুমুখী হিমঘর ছড়িয়ে দেওয়া যায় তার রূপরেখাও তৈরি করছে হর্টিকালচার দপ্তর।

ভিনরাজ্যে যাচ্ছে মাথাভাঙ্গার বিনস

রাকেশ শা

শীত বসন্তের সবজির তালিকায় তাজা বিনস পছন্দ করেন না এমন লোকের সংখ্যা নগণ্য। এবার মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকে সেটির উৎপাদন হয়েছে বেশ ভালো। স্থানীয় হাটবাজারে সারি সারি বিনসের ডাই। তাঁরাই জানান দিচ্ছেন এখানকার বিনস দিল্লি, বিহার, কলকাতা সহ নানা শহর সহ বিভিন্ন রাজ্যে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা মলয়কুমার মণ্ডলের কথায়, উনিশবিশা, ঘোকসাডাঙ্গা, রুইডাঙ্গা, নিশিগঞ্জ সহ ব্লকের বেশ কিছু স্থানের ৫০ হেক্টর জমিতে এ বছর বিনস চাষ হয়েছে। এখানকার বিনস ভিনরাজ্যে যাচ্ছে এটা ভালো খবর।

ঘোকসাডাঙ্গায় বৃহস্পতিবার ও রবিবার হাট বসে। এদিন হাট থাকার সুবাদে সেখানে গিয়ে দেখা গেল বিনসের পাহাড়। সেখান থেকে তা বস্তাবন্দি করে দিল্লি, বিহার, কলকাতাগামী ট্রাকে লোড করতে ব্যস্ত বেশ কয়েকজন শ্রমিক। সমীর বর্মন, অমিত সরকার, সুকুমার দাস প্রমুখের কথায়, ঘোকসাডাঙ্গা হাট থেকে প্রায় কুড়ি টন বিনস ১৮ থেকে ২৪ টাকা কেজি দরে কিনে দিল্লি, বিহার, কলকাতায় বিক্রি করছেন। এখন পর্যন্ত এই মরশুমে ঘোকসাডাঙ্গা হাট থেকে প্রায় ৫ বার বিনস কিনে ভিনরাজ্যে পাঠিয়েছেন। এখন বিনসের মরশুম সবে শুরু। তা না হলে হাট থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ টন বিনস কিনে তা বিভিন্ন স্থানে পাঠান। মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা, উনিশবিশা, লতাপাতা সহ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ধান, পাট, আলু সহ নানা শাক সবজির চাষ তো হয়েই থাকে। এছাড়াও ইদানীং স্কোয়াসের চাষ শুরু করেছেন। সেসব ঘোকসাডাঙ্গা, নিশিগঞ্জ, ফালাকাটা সহ বিভিন্ন হাটে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। ঘোকসাডাঙ্গা হাটের সবজি বিক্রেতা উপেন বর্মন, দীনবন্ধু বর্মন, নিতাই সরকারের বক্তব্য, ১৮ থেকে ২৪ টাকা কেজি দরে বিনস পাইকারি দামে বিক্রি করেছেন।

বিনস পাঠানোর কাজে নিযুক্ত নির্মল বর্মন, সমীর দাস, শংকর বর্মনদের কথায়, সপ্তাহের

দুই হাটবারেই আমরা কয়েকজন বিনস, শসা সহ নানা শাকসবজি বস্তাবন্দি করে ট্রাকে তুলে ভিনরাজ্যে পাঠানোর কাজ করি। এতে আমাদের ভালোই উপার্জন হয় বলে বলেন তাঁরা। স্থানীয়দের অনেকের কথায় এরাজ্য সহ গোটা দেশে এখন ফাস্টফুডের রমরমা চাহিদা। আর চাউমিন, মোমো সহ নানা ফাস্টফুডের উপকরণ হিসেবে বিনসের চাহিদা থাকায় দিল্লি, বিহার সহ ভিনরাজ্যে এখানকার বিনস পাড়ি দিচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে ভালো খবর।

চাহিদা বৃদ্ধিতে সুপারি চাষে ঝুঁকছেন গৃহস্থরাও

কৌশিক দাস

সুপারি চাষ করে গ্রামের বাসিন্দাদের অনেকেই লাভবান হচ্ছেন। বিশেষ করে সুপারির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় সুপারি চাষে ঝুঁকছে গৃহস্থদের একাংশ। আবার ক্ষুদ্র চা চাষিদের অনেকেই চা বাগানের মাঝে সুপারি লাগিয়ে বছর শেষে মোটা টাকা ঘরে তুলছেন।

ক্রান্তি ও মাল ব্লকে গত কয়েক বছরে সুপারি চাষ যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। দুই ব্লকের ক্রান্তি, চ্যাংমারি, কুমলাই, তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে সুপারি চাষে ঝুঁকেছেন বাসিন্দারা। খরচ ও পরিশ্রম কম হওয়ায় লাভের মুখ দেখতে পারছেন কৃষকরা।

গাছে ফল হতেই পাইকারদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায় গ্রামে। বড়দিঘির নাসিম আহমেদ চা বাগানের মাঝে মাঝে সুপারি গাছ লাগিয়েছেন। তার কথায়, 'একবার গাছ লাগালে সেভাবে আর খরচ নেই। বছরের শেষে মোটা টাকা পাওয়া যায়। অন্যদিকে কাঁচা চা পাতার উপর দাম ওঠানামা করে। প্রতিবছর চা পাতা বিক্রি করে সেভাবে লাভও হয় না।' তাই বিকল্প হিসেবে চা বাগানের মাঝে সুপারি চারা লাগিয়েছেন তিনি।

সুপারিচাষিরা জানান, চারাগাছ থেকে বড় হয়ে ফলন দিতে ৫-৬ বছর লাগে ঠিকই কিন্তু একবার ফলন দেওয়া শুরু করলে শুধু লাভ আর লাভ। এদিকে প্রতিদিনই সুপারির দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রান্তির উত্তর খালপাড়ার অতুলচন্দ্র রায় বলেন, 'বাবা বিঘা দুয়েক জমিতে সুপারি গাছ লাগিয়েছিলেন। এরপর আমিও পরবর্তীতে বেশ কিছু সুপারি চারা লাগিয়েছি। সুপারি বিক্রি করে বছর শেষে লাখটাকার ওপর রোজগার হয় যেটা দিয়ে গৃহস্থালির জিনিসপত্র কিংবা অন্যান্য সামগ্রী কেনা যায়। এটা একটা বাড়তি আয় বলা চলে।

পাইকার উজ্জ্বল দে কুণ্ডুর বক্তব্য, সুপারি বাগানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাইকারদের সংখ্যাও বেড়েছে। মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে বাজারে নামতে হচ্ছে। বাগান মালিকদের অগ্রিম অর্থ দিয়ে বায়না করে রাখতে হচ্ছে।

এভাবেই সুপারি চাষের মাধ্যমে গ্রামের অর্থনীতি বৃদ্ধি পাওয়ায় খুশি সকলেই।

ক্রান্তির বৈদ্যডাঙ্গার সুধীরচন্দ্র রায় কিংবা তেশিমলার ভমিরুদ্দিন মহম্মদরা জানান, পতিত জমিতে সুপারি চারা লাগিয়ে বেশ ভালো লাভ হচ্ছে। একবার গাছ বড় হয়ে গেলে দশ - বারো বছর ফসল দেবে। সবথেকে বড় কথা সেভাবে খাটুনি নেই। নজরদারিরও ব্যাপার নেই। তবে ইদানীং রোগের কবলে পড়ে বহু সুপারি গাছ মারা পড়ছে। বিষয়টি নিয়ে কৃষি দপ্তরের সহযোগিতা চেয়েছেন কৃষকরা।

অভিনব পদ্ধতিতে ধানের বীজতলা তৈরি, ঝোঁক বাড়ছে চাষিদের

সঞ্জয় সরকার

দেশীয় প্রথাগত পদ্ধতিতে নদী ও জলাশয় সংলগ্ন এলাকায় ধানের বীজতলা তৈরির রীতি ছেড়ে বেড়িয়ে আসছেন কোচবিহার জেলার দিনহাটা-২ ব্লকের বিস্তীর্ণ প্রান্তিক এলাকার চাষিরা। পলিথিন ব্যবহার করে অভিনব পদ্ধতিতে ধানের বীজতলা তৈরিতে ঝোঁক বাড়ছে তাঁদের। সীমান্তবর্তী দিনহাটা- ২ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় গেলেই দেখা মিলবে শুষ্ক জমিতে সাদা পলিথিন ব্যবহার করে নির্মিত এই ধরনের বীজতলা। কীভাবে তৈরি করা হয় এই বীজতলাগুলি? এতে সুবিধা কী? খোঁজ নিয়ে উঠে এল এ সংক্রান্ত কিছু তথ্য। কথায় কথায় কৃষকরা জানালেন, বছর পাঁচেক আগেও দেশীয় পদ্ধতিতে নদীর তীর বা কোনও জলাশয় সংলগ্ন স্থানে বোরো ধানের বীজতলা তৈরি করাই ছিল রীতি। এক্ষেত্রে নিয়মিত জলসেচ, পর্যাপ্ত সার, কীটনাশক ও কুয়াশা থেকে বাঁচাতে যথাযথ ওষুধ প্রয়োগ করা আবশ্যিক। এরফলে কোথাও পর্যাপ্ত জলের অভাব, আবার কোথাও অত্যধিক ঠান্ডা, কুয়াশা, উর্বর বীজতলার অভাব কিংবা কীট পতঙ্গের আক্রমণে প্রতি মরশুমেই এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকার বহু ধানচাষিদের দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি করা ধানের বীজতলা নষ্ট হয়। পাশাপাশি বর্তমানে বীজতলা তৈরির উপযুক্ত জমি অপ্রতুল। স্বভাবতই কম ঝুঁকিপূর্ণ ও সহজ এই পদ্ধতিতে আগ্রহ বেড়েছে। বড়শাকদলের কৃষক অমল মহন্ত জানালেন, মূলত ধানের জমি সংলগ্ন উঁচু জমিতে এধরনের বীজতলা তৈরি করা হয়।

> বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরে বীজতলা তৈরির একাধিক আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের অবগত করা হয়। এই পদ্ধতিতে বীজতলায় আগাছা হয় না, জলসেচ ও কীটনাশকের প্রয়োজনীয়তা নেই। আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষকদের ঝোঁক বৃদ্ধি কৃষির আধুনিকীকরণের ভালো ইঙ্গিত দিচ্ছে।
>
> **শুভাশিস চক্রবর্তী**
> *সহ কৃষি অধিকর্তা*

প্রথমে বীজতলার জন্য নির্ধারিত

জমি চাষ করা হয় ও তাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ সার মেশানো হয়। এরপর সেই জমিতে সামান্য পরিমাণ জল দিয়ে আগে থেকেই অঙ্কুরিত ধানের বীজ তাতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর সম্পূর্ণ বীজতলাটিকে যথাযথভাবে পাতলা সাদা পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এরপর বিশেষ কোনও পরিচর্যা ও জলসেচ ছাড়াই এক থেকে দেড় মাসের মধ্যেই ধানের চারা মূল জমিতে রোপণের উপযুক্ত হয়। কিশামতদশগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের টিয়াদহ এলাকার কৃষক সুযেন বর্মন বললেন, আগে নদীর তীরে ধানের বীজতলা তৈরি করতাম। প্রতিনিয়ত জলসেচ, কীটনাশক প্রয়োগ করতে না পারলে প্রায়শই ধানের বীজতলা নষ্ট হত। এমনকি বেশি ঠান্ডা ও কুয়াশায়ও ক্ষতি হত।

গত প্রায় তিন বছর ধরে পলিথিন ব্যবহার করে এইভাবে বীজতলা বানাই। কুচনির কৃষক গোবিন্দ বর্মন বলেন, পলিথিন দিয়ে তৈরি এই ধরনের বীজতলায় ঝুঁকি কম। বীজতলার উপরের পলিথিন থাকায় কুয়াশা ও ঠান্ডায় ক্ষতি হয় না। অন্যদিকে পলিথিনের নীচে তৈরি হওয়া জলীয়বাষ্প দিনের বেলায় জলে পরিণত হয়, ফলে জলের চাহিদা পূরণ হয়। এতে বীজতলা তৈরির ঝক্কিও কম।

এবিষয়ে দিনহাটা-২ ব্লক সহ কৃষিঅধিকর্তা শুভাশিস চক্রবর্তীর মন্তব্য, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরে বীজতলা তৈরির একাধিক আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের অবগত করা হয়। এই পদ্ধতিতে বীজতলায় আগাছা হয় না, জলসেচ ও কীটনাশকের প্রয়োজনীয়তা নেই। আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষকদের ঝোঁক বৃদ্ধি কৃষির আধুনিকীকরণের ভালো ইঙ্গিত দিচ্ছে।

রাজ্য এসএফআইয়ের শীর্ষে উত্তরের প্রণয়

দেওয়ানহাট ও মালদা, ২৪ জানুয়ারি : সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের রাজ্য সভাপতি পদে এলেন কোচবিহার জেলার প্রণয় কার্যী। মঙ্গলবার মালদার সম্মেলন মঞ্চ থেকে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক পদে দেবাঞ্জন দে, মুখপত্র ছাত্র সংগ্রামের সম্পাদক পদে বেছে নেওয়া হয়েছে সৌভিক দাস বকসিকে। এছাড়া মালদা জেলার তিন ছাত্র নেতা কৌশিক মৈত্র, চিরঞ্জিৎ মণ্ডল এবং সইদুল ইসলাম রাজ্য কমিটিতে স্থান পেয়েছেন।

কোচবিহার-২ ব্লকের মরিচবাড়ি খোল্টা এলাকায় বামপন্থী পরিবারে প্রণয়ের বেড়ে ওঠা। ২০১৪ সাল থেকে তিনি এসএফআইয়ের সক্রিয় কর্মী। পরবর্তীতে সংগঠনের উত্তর জোনের সম্পাদক, জেলার যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পান। ২০১৯ সাল থেকে এতদিন প্রণয় জেলা সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। গত পঞ্চায়েত ভোটে সিপিএমের টিকিটে জেলা পরিষদ আসনে লড়াই করে হেরে যান।

এসএফআইয়ের নয়া রাজ্য সভাপতি বলছেন, 'সংগঠন যখন যা দায়িত্ব দিয়েছে, তা পালন করার চেষ্টা করেছি। এখন রাজ্যস্তরে সকলকে সঙ্গে নিয়ে বামপন্থী আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে চাই।'

সোমবার থেকে শুরু হওয়া এসএফআইয়ের সম্মেলনের শেষ দিন ছিল বুধবার। প্রকাশ্য সমাবেশের জন্য প্রশাসনের তরফে কোনও মাঠ না দেওয়ায় শহরের পোস্ট অফিস মোড় সংলগ্ন পুরাতন হাসপাতাল রোডে তা হয়। মহম্মদ সেলিম, সুজন চক্রবর্তী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক দীপ্সিতা ধর, ময়ূখ বিশ্বাস, প্রতিকুর রহমান প্রমুখ।

প্রণয়কে গুরুত্বপূর্ণ পদে এনে সিপিএম আসলে উত্তরবঙ্গকে নতুন করে গুরুত্ব দিতে চাইছে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের। সিপিএমের রাজ্য-রাজ্যনীতিতে উত্তরবঙ্গের

রাজ্য সম্মেলনের মঞ্চে প্রণয় কার্যী (মাঝে)। মঙ্গলবার মালদায়।

নেতারা বরাবরই ব্রাত্য, এই অভিযোগ নতুন নয়। দলের অন্দরে কান পাতলে শোনা যায়, অশোক ভট্টাচার্যের মতো অভিজ্ঞ নেতাও প্রাপ্য মর্যাদাটুকু পাননি। পদে প্রণয়কে নিয়ে আসা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাৎপর্যপূর্ণ বটে। তাছাড়া রাজবংশী ভোটব্যাংকের কথা মাথায় রেখে রাজবংশী সম্প্রদায়ের তরুণকে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

> সংগঠন যখন যা দায়িত্ব দিয়েছে, তা পালন করার চেষ্টা করেছি। এখন রাজ্য স্তরে সকলকে সঙ্গে নিয়ে বামপন্থী আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে চাই।
>
> **প্রণয় কার্যী রাজ্য সভাপতি এসএফআই**

তৃণমূল কংগ্রেস নেতা আলিপুরদুয়ারের সৌরভ চক্রবর্তী আট বছর ছাত্র পরিষদ এবং এক বছর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি ছিলেন। কোচবিহারের রাহুল রায়ও ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতির দায়িত্বভার সামলেছেন। মঙ্গলবার এসএফআইয়ের ৩৮তম রাজ্য সম্মেলনে সভাপতি মনোনীত হলেন বছর সাতাশের প্রণয়। তাঁর আগে উত্তরবঙ্গে বামেদের আর কারও এই নজির নেই। প্রণয়ের পদপ্রাপ্তিতে অশোক ভট্টাচার্যও খুশি। তাঁর কথায়, 'শুনেছি ও খুব ভালো ছেলে, সুবক্তা। এতে উত্তরবঙ্গে আমাদের ছাত্র আন্দোলন নিশ্চিতভাবে শক্তিশালী হবে।'

সেলিম এদিন প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেসের উদ্দেশে বলেন, '২০১১ সালে বামেদের ক্ষমতাচ্যুত করতে কংগ্রেস তৃণমূলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। তৃণমূল ক্ষমতায় এসে কংগ্রেসের কী হাল করেছে, তা সকলের জানা। এখনও বহু কংগ্রেস নেতা তৃণমূলের সঙ্গে থাকার কথা বলেন। তাঁরা বুঝতে পারছেন না সেক্ষেত্রে মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর দিনাজপুর থেকে মুছে যাবে কংগ্রেস। আসুন একসঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বৈরাচারী দুই সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করি।' ইন্ডিয়া জোট নিয়ে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের বক্তব্য, 'এটা একটা অবিজেপি ব্লক। আমরা এই রাজ্যে কোনও অবস্থায় তৃণমূলের সঙ্গে জোট করছি না। যাঁরা তৃণমূলের সঙ্গে জোট করতে চাইছেন, তাঁদের পাশেও থাকব না।'

বিশেষজ্ঞদের মত, শুধু প্রবীণ নেতাদের সামনে রেখে যে রাজ্য রাজনীতিতে হারানো জমি ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়, তা বিলক্ষণ বুঝেছে সিপিএম। তাই তো এখন দলে মীনাক্ষী, কলতান, দীপ্সিতাদের মতো নতুন মুখের কদর বাড়ছে। সম্প্রতি মীনাক্ষীর কাঁধে ভর করে রাজ্যজুড়ে ইনসাফ যাত্রা এবং ব্রিগেড সমাবেশে ভালো সাড়া মিলেছে। এসবের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ নিয়েও সিপিএমের ভাবনাচিন্তা যে বদলাচ্ছে, তা স্পষ্ট। আচমকা এই বদল কেন? আসলে তৃণমূল এবং বিজেপি, দু'পক্ষই উত্তরবঙ্গ দখলে রাখতে তৎপর হয়ে উঠেছে। সেই পরিস্থিতিতে প্রণয়কে ছাত্র সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পদে এনে উত্তরের নবপ্রজন্মের ভোটকে নিজেদের পক্ষে টানতে চাইছে সিপিএম।

জানেন কি

ওয়েলসে একটি গাছ রয়েছে, যার বয়স চার হাজার বছরেরও বেশি। পিরামিড যখন তৈরি হয়েছিল সেই সময়কার গাছ এটি।

ছাঙ্গুতে তুষারকণায় লুটোপুটি

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : যতদূর চোখ যায়, শুধুই সাদা বরফের চাদর। কুয়াশামাখা পাহাড়ি পথে গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনে টপাটপ এসে পড়ছে তুষারকণা। বুধবার সিকিমের ছাঙ্গুতে এমনই দৃশ্যের সাক্ষী থাকলেন পর্যটকরা। কেউ কেউ তো আবার মাঝরাস্তায় গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লেন 'বরফদলা' নিয়ে লুটোপুটি করতে। আর সোশ্যাল মিডিয়ায় শ্বেতশুভ্র সিকিমের ছবি দেখে নতুন করে আগ্রহ দেখাতে শুরু করলেন অন্য পর্যটকরা। ফলে সদ্য 'ঘুরে দাঁড়ানো' সিকিমের পর্যটন ঘিরে নতুন আশার আলো দেখতে শুরু করলেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

পূর্বাভাস ছিলই। তা সত্যি হল বুধবার। পর্যটকদের মুখে হাসি ফুটিয়ে সিকিমে আছড়ে পড়ল তুষারকণা। এদিন ছাঙ্গুর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বোচ্চ ৪.২ ডিগ্রি। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সিকিমের লাচুং সহ কয়েকটি জায়গায় আগামী দু'তিনদিন তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আর তাতেই নতুন করে সিকিম নিয়ে খোঁজখবর শুরু হয়েছে। ইস্টার্ন হিমালয়াস ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দেবাশিস মৈত্রের কথায়, 'প্রচুর পর্যটক এই সময় পাহাড়ে আসার জন্য এখানকার আবহাওয়া সম্পর্কে জানতে চাইছেন। আমরা তাঁদের পুরো তথ্য জানিয়ে দিচ্ছি। এই সময় যেভাবে তুষারপাত দেখতে মানুষ ভিড় করছেন, তাতে আমরা আশাবাদী আগামী মাসেও এমন ভিড় থাকবে।'

২৩ তারিখ রাজ্যে সরকারি ছুটি ছিল। আবার ছুটি রয়েছে ২৬ জানুয়ারি। তাই অনেকেই মাঝের দু'দিন ছুটি নিয়ে চলে এসেছেন

বরফে ঢাকা চারদিক। ছাঙ্গুতে উচ্ছ্বাস পর্যটকদের। বুধবার।

পাহাড়-সফরে। দার্জিলিং, সান্দাকফু থেকে শুরু করে সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় পর্যটকরা ভিড় জমাতে শুরু করেছেন। চলতি মরশুমে দুই-দুইবার তুষারপাত ঘটেছে সান্দাকফুতে। সেই খবর পেয়েই অনেকে ছুটে এসেছেন বরফের টানে। এই মুহূর্তে সান্দাকফুতে রয়েছেন কলকাতার পর্যটক দেবাশিস কর্মকার। তিনি বলছেন, 'তুষারপাতের আশাতেই এসেছিলাম পরিবার নিয়ে। তবে প্রকৃতি আমাদের বিমুখ করেনি। এই কারণেই সময় পেলে ছুটে আসি এইসব জায়গায়।' একই বক্তব্য যাদবপুরের বাসিন্দা কুমকুম চক্রবর্তীর। তাঁর কথায়, 'ছাঙ্গুতে এদিন তুষারপাত দেখেছি। অসাধারণ সেই অনুভূতি। অনেকবার পাহাড়ে এসেছি, কিন্তু কোনওবার তুষারপাত দেখতে পাইনি। এবার সেই সৌভাগ্য হল।'

দার্জিলিং পাহাড়ের এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১০.৬ ডিগ্রি ও সর্বনিম্ন ০.২। পর্যটকদের আশা, আবহাওয়ার যা মতিগতি তাতে চলতি মরশুমে তুষারপাতের সাক্ষী থাকতে পারে শৈলরানিও। সেই আশাতেই বাংলা তো বটেই, বাংলার বাইরের পর্যটকরাও প্রতিদিন সান্দাকফুর দিকে পা বাড়াচ্ছেন। ফলে সিকিমের পাশাপাশি উত্তরের পর্যটন নিয়েও আশার আলো দেখা দিয়েছে। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'এই সময় সাধারণত এত পর্যটক এখানে আসেন না। কিন্তু এবার তুষারপাত দেখতেই প্রচুর মানুষ এখানে আসছেন।'

পর্যটনে সুসময়

- ছাঙ্গুর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বোচ্চ ৪.২ ডিগ্রি ছিল এদিন
- সিকিমের লাচুং সহ কিছু জায়গায় আগামী দু'তিনদিন তুষারপাতের সম্ভাবনা
- পর্যটকদের আশা, চলতি মরশুমে তুষারপাতের সাক্ষী থাকতে পারে শৈলরানি
- রাজ্য ছাড়াও বাইরের ভ্রমণপিপাসুরা সান্দাকফুর দিকে পা বাড়াচ্ছেন

অবসরে মেরি

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি : গ্লাভস জোড়া তুলে রাখলেন ছয়বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বক্সার এমসি মেরি কম। বুধবার রাতের দিকে এক অনুষ্ঠানে তিনি নিজের অবসরের কথা ঘোষণা করেন। আন্তর্জাতিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের নিয়ম অনুযায়ী কোনও পুরুষ বা মহিলা বক্সার ৪০ বছর পেরিয়ে গেলে প্রথম সারির কোনওরকম প্রতিযোগিতায় আর অংশগ্রহণ করতে পারেন না। সেই নিয়মের জেরেই বক্সিংকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন ৪১ বছরের এই মণিপুরি তারকা। অবসর নেওয়ার পর মেরি বলেছেন, 'আমি এখনও ক্ষুধার্ত। কিন্তু বয়সের জাঁতাকলে আমি আর কোনও প্রতিযোগিতায় নামতে পারব না। খেলার ইচ্ছা এখনও পুরোমাত্রায় রয়েছে। কিন্তু বয়স আমাকে থামতে বাধ্য করল। কেরিয়ারে সবকিছু অর্জন করেছি।' ২০ বছর বয়সে ২০০২ সালে প্রথমবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন তিনি। এরপর ২০০৫, '০৬, '০৮, '১০ ও '১৮ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা আসে তাঁর।

কংগ্রেসকে কড়া বার্তা সূর্যকান্তর

জলপাইগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : রাজ্যে রাহুল গান্ধি তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরলে সিপিএম একলা চলো পথ নেবে। সিপিএমের পশ্চিমবঙ্গে প্রধান দুই রাজনৈতিক শত্রু হল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি। কংগ্রেস তৃণমূলের হাত ধরলে তারা কোনওভাবেই কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে যাবে না। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ইন্ডিয়া জোট হয়েছে। কেরলে যেমন কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের জোট হবে না তেমনি পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের বোঝাপড়া হলে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের কোনও প্রশ্ন নেই। বুধবার জলপাইগুড়িতে সারা ভারত খেতমজুর সংগঠনের প্রকাশ্য সভায় এমনটা বলেছেন সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য সূর্যকান্ত মিশ্র।

আগাগোড়া জোট নিয়ে সওয়াল করে সূর্যবাবু বলেন, 'সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর। বিজেপি বিরোধী শক্তিগুলিকে সিপিএম সমর্থন করবে। তবে কখনোই তৃণমূল কংগ্রেসকে নয়।' তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল নেত্রী বিজেপিকে রাজনৈতিক মাটি দিয়েছেন। এটা ভুলে গেলে চলবে না।

রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে জনসভায় বক্তব্য প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা অভিযোগ করেন, মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি রামলালাকে পণ্য করছে। প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি হয়নি।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমিয় পাত্রর কথায়, বিজেপি বিজ্ঞান কংগ্রেসকে বাতিল করেছে। গেরুয়া শিবির যুক্তি মানে না। ৫০০টি জেলাতে খেতমজুরদের সংগঠন তৈরি হয়েছে। গরিব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ দেরিতে শুরু হয়েছে। এদিন সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মজদুর সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নিরাপদ সরদার, সংগঠনের রাজ্য নেতা তুষার বসু প্রমুখ।

চা পাতা তোলার দিন ঘোষণা

নাগরাকাটা, ২৪ জানুয়ারি : শীতের বিরতির পর উত্তরবঙ্গে চা উৎপাদনের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল টি বোর্ড। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে তরাই-ডুয়ার্সে ও ১ মার্চ থেকে পাহাড়ের বাগানে কাঁচা পাতা তোলা শুরু হবে। গত বছর তরাই-ডুয়ার্সে পাতা তোলা শুরু হয়েছিল ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে।

বুধবার জারি করা নির্দেশিকায় টি বোর্ড বাগানগুলিকে দু'একটি ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার কথা জানিয়েছে। যেমন, যে সমস্ত বাগান প্রুনিং (চা গাছ ছাঁটাই) করেছে, তারা যদি মনে করে বেঁধে দেওয়া দিনক্ষণের আগেভাগেই উৎপাদন মিলবে, তবে চালুর জন্য আবেদন করতে পারে। পাশাপাশি অর্থডক্স, গ্রিন টি ও স্পেশাল টি (সাদা, গোলাপি, পার্পলের মতো বিশেষ ধরনের) তৈরি করতে ইচ্ছুক বাগানগুলিও এজন্য আবেদন করতে পারবে।

ওই অনুমতি আদায় করতে হবে টি বোর্ডে কর্মরত এমন সহ নির্দেশক পদমর্যাদার আধিকারিকের

কাছ থেকে। এর নীচুতলার আধিকারিকদের ওই অনুমতি দেওয়ার সংস্থান নেই। সহ নির্দেশক আবার অনুমতি দেওয়ার আগে বাগান ঘুরে প্রুনিং, সেচ ব্যবস্থা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখবেন। তাঁকে নতুন কুঁড়ির ঝাঁক (ফ্লাসিং) এসেছে কি না সেটা ভালোমতো দেখতে হবে।

টি বোর্ডের নির্দেশিকা নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'এবার উত্তরবঙ্গে শীতের সময়কাল যে বাড়তে পারে তা আবহাওয়া দপ্তরের নানা রিপোর্ট কিংবা বাস্তব পরিস্থিতি দেখে বোঝা যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে গাছে নতুন কুঁড়ি আসতে দেরি হতে পারে। ভরা মরশুম মার্চের প্রথম সপ্তাহের আগে যে শুরু হবে না সেকথা বলাই যায়। কাজেই নয়া দিনক্ষণে লাভ কতটা হবে, তা নিয়ে সন্দেহ আছে।'

টেরাই ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (টিপা) চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসালের কথায়, 'জাঁকিয়ে ঠান্ডা চলছে। ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের আগে নতুন পাতা মেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। দেখা যাক কী হয়।' আইটিপিএ'র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মার বক্তব্য, 'যাদের বাগানে কাঁচা পাতা মিলবে তারা ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে উৎপাদন শুরু করে দিতেই পারে। না মিললে খানিকটা অপেক্ষা করতে হবে।'

সড়ক, সেতু নির্মাণে অগ্রাধিকার মুখ্যমন্ত্রীর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গে সড়ক ও সেতু নির্মাণের কাজে গুরুত্ব দিতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এক্ষেত্রে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পগুলির কাজ অবিলম্বে শুরু করার বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। চলতি আর্থিক বছরে (২০২৩-'২৪) নতুন যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশের কাজে যাতে হাত দেওয়া হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় যা যা করা দরকার তা এখনই করতে হবে।

বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের খবর, চলতি সপ্তাহের শেষে বা আগামী সপ্তাহের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গে যাওয়ার কথা। প্রথমে কোচবিহার যাবেন তিনি। পরে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়িতেও যেতে পারেন। জেলা প্রশাসনিক বৈঠক ছাড়াও দলীয় কর্মীসভা করার কথা রয়েছে তাঁর। সামনেই লোকসভা ভোট। এবার ভোটে উত্তরবঙ্গের প্রতি বিশেষ নজর মুখ্যমন্ত্রীর। সেই কারণেই উত্তরবঙ্গের রাস্তাঘাট ও সেতুর উন্নয়নে গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি। উত্তরবঙ্গবাসীর মনজয়ে এবার আরও বেশি সময় দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নবান্নের খবর, সড়ক ও সেতু নির্মাণে তাঁর এই নির্দেশের পর রীতিমতো নড়েচড়ে বসেছে পূর্ত-সড়ক দপ্তর। দপ্তরের জরুরি বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অবিলম্বে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় অনুমোদিত তিনটি সেতু নির্মাণের কাজ যত শীঘ্র সম্ভব শুরু করা হবে। দুই জেলার তিনটি সেতু নির্মাণে প্রায় একশো কোটি টাকা খরচ করা হবে। ইতিমধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় ওয়ার্ক অর্ডারও দেওয়া হয়েছে।

বুধবার এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে উত্তরবঙ্গ হাইওয়ে সার্কেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার দীপককুমার সিং বলেন, 'মিরিক যাওয়ার পথে দুধিয়ার কাছে বালাসোর নদীর ওপর ৫০ কোটি টাকার একটি আর্চ ব্রিজের নির্মাণের কাজ শুরু করেছি আমরা। ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে এই শর্তে যাতে দ্রুত এই কাজ শুরু করা যায়। এছাড়া জলপাইগুড়ি জেলায় আরও দুটি সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করছি আমরা। জেলায় সাহুডাঙ্গির কাছে তিস্তা-মহানন্দার লিংক রোডের ওপর তৈরি হবে একটি সেতু। সঙ্গে রয়েছে বেলাকোবায় তালমা নদীর ওপর আরও একটি সেতু নির্মাণের কাজ। এই দুটি সেতু তৈরি করতে খরচ হবে আরও ৩০ কোটি টাকার বেশি। আগামী এক থেকে দেড় বছরের মধ্যেই এই নির্মাণকাজ শেষ হবে বলেই আশা।'

গ্রেপ্তারির নির্দেশ

কিশনগঞ্জ, ২৪ জানুয়ারি : কিশনগঞ্জ জেলা আদালতের অতিরিক্ত জেলা জজ (২) পুলিশ আধিকারিক রঞ্জিতকুমার ঠাকুর এবং প্রেমপ্রকাশ শাহকে সোমবার গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে এই নির্দেশ পাওয়ার পরে পুলিশ জানতে পারে ভাগলপুরের বাসিন্দা রঞ্জিত ও কাটিহারের বরারীর বাসিন্দা প্রেমপ্রকাশ গত বছর অবসর নিয়েছেন।

কিশনগঞ্জ সদর থানার পুলিশ মঙ্গলবার দুজনের গ্রামের বাড়িতে হানা দিয়ে জানতে পারে দুজনই পলাতক। অভিযুক্ত দুজন কিশনগঞ্জ সদর থানায় ২০১৬ ও ২০১৭-তে কর্তব্যরত থাকাকালীন দুটি ভিন্ন এনডিপিএস ধারার মামলার অন্যতম সাক্ষী ছিলেন। আদালত দুজনকে বারবার এই মর্মে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সমন জারি করলেও তাঁরা আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাননি। তাই আদালতের নির্দেশ অবমাননার অভিযোগে দুজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে।

আজ শুনানি নিশীথের

জলপাইগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে একটি খুনের মামলায় জামিনের আবেদনের শুনানি হবে বৃহস্পতিবার। জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে বৃহস্পতিবার মামলাটি উঠবে বিচারপতি চিত্তরঞ্জন দাস এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে। নিশীথের আইনজীবী আদালতের কাছে সময় চাওয়ায় বুধবারের বদলে বৃহস্পতিবার মামলাটির শুনানি হবে।

জাতীয় শিশুকন্যা দিবস

কিশনগঞ্জ, ২৪ জানুয়ারি : কিশনগঞ্জে বুধবার খাগড়ার আশফাকউল্লা স্টেডিয়ামে আইসিডিএসের উদ্যোগে সাড়ম্বরে পালিত হল জাতীয় শিশুকন্যা দিবস। এদিন স্টেডিয়ামে দৌড় প্রতিযোগিতা ও সাইকেল রেসের সূচনা করেন জেলা শাসক তুষার সিংলা। প্রতিযোগিতায় জেলার কয়েকটি হাইস্কুলের শতাধিক ছাত্রী অংশ নেয়। কন্যাভ্রূণ হত্যা, যৌন নির্যাতন, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন শোষণ, পরিবারের ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কোনও ধরনের বিভেদ সৃষ্টি না করা ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা অভিযান চালানো হয় এদিন।

ধৃত সার পাচারকারী

কিশনগঞ্জ, ২৪ জানুয়ারি : সীমান্তে টহল দেওয়ার সময় সোমবার ভোররাতে ১৮ বস্তা ইউরিয়া সার ও দুজন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেন জওয়ানরা। সারের পাশাপাশি এসএসবি সাতটি সাইকেল বাজেয়াপ্ত করা হয়। বুধবার কিশনগঞ্জ আদালত ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে। সেই রাতেই অন্য অভিযানে বালুবাড়ি বিওপির জওয়ানরা সীমান্তে চারটি সাইকেল বোঝাই ১০ বস্তা ইউরিয়া সার সহ দুজন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেন।

টহলদারি

কিশনগঞ্জ, ২৪ জানুয়ারি : কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের দিঘলব্যাংক এলাকায় আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আগাম সতর্কতা নেওয়া শুরু হল। বুধবার সকাল থেকে এসএসবি ১২ নম্বর ব্যাটালিয়ন এবং নেপাল আর্মড ফোর্সের জওয়ানরা যৌথভাবে টহলদারি শুরু করেছেন।

বাংলা দলে বাবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : ২৬ থেকে ৩০ জানুয়ারি মাদুরাইয়ে অনুষ্ঠেয় খেলো ইন্ডিয়া গেমস খো খো-তে বাংলার ছেলেদের দলে শিলিগুড়ির বাবন বর্মন সুযোগ পেয়েছে। প্রতিযোগিতা পরিচালনা করার জন্য শিলিগুড়ির প্রতাপ মজুমদার ও রীতা দাস বিচারক মনোনীত হয়েছেন।

এইচবি'র বার্ষিক ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : এইচবি বিদ্যাপীঠের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বুধবার শেষ হল। এইচবি-র মাঠে অনুষ্ঠিত দুইদিনের আসরে ৯১টি ইভেন্টে ১২০০-এর বেশি প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল।

নীলনলিনীর ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : নীলনলিনী বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক ক্রীড়া বুধবার হল। স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি কমলকুমার কর্মকার জানিয়েছেন, ২৮টি ইভেন্টে তিনশোর বেশি প্রতিযোগী আসরে অংশ নিয়েছে।

সাইক্লিংয়ে ২৭ স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : দার্জিলিং পাবলিক স্কুলের আন্তঃস্কুল সাইক্লিং রেস মঙ্গলবার হল। আসরে ২৭টি স্কুলের প্রায় ৪০০ জন অংশ নিয়েছিল।

জেলার খেলা

তিন পদক ও ট্রফি নিয়ে শিলিগুড়ির প্রতীতি পাল।

৩ পদক প্রতীতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : জাতীয় টেবিল টেনিসে তিন পদক জিতল শিলিগুড়ির প্রতীতি পাল। সে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৩ বিভাগে সিঙ্গলসে ব্রোঞ্জ পেয়েছে। স্থান নির্ধারণী ম্যাচে হেরেছে ২-৩ সেটে অহনা রায়ের বিরুদ্ধে। ডাবলসে প্রতীতির এসেছে রুপো। ফাইনালে প্রতীতি-শ্রেয়া ধর ২-৩ সেটে অহনা-অঙ্কলিকা চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে হেরেছে। টিম ইভেন্টে প্রতীতি জিতেছে ব্রোঞ্জ।

জিতল এসএসবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের পিসি মিত্তাল, সুলোচনা দেবী আগরওয়াল, গুরুদাসী বিশ্বাস ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবলে বুধবার এসএসবি ৩-১ গোলে ওয়াইএমএ-কে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে এসএসবি-র অজিত, গাংকম জিৎ ও কুমার সিং গোল করেন। ওয়াইএমএ-র গোলটি সুখরাজ শৈবর। বৃহস্পতিবার খেলবে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ও উল্কা ক্লাব।

জয়ী এনআরআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের বিসি পাল, জ্যোতি চৌধুরী, সরোজিনী পাল ট্রফি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে বুধবার এনআরআই ১ রানে নবীন সংঘকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে প্রথমে এনআরআই ১৫২ রানে অল আউট হয়। রাজদীপ বাড়ুই ৩০ রান করেন। জয়ন্ত দে ২৪ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে নবীন ১৫১ রানে গুটিয়ে যায়। দীপ সরকার ৫৪ রান করেন। রবি ইকবাল ১৩ রানে নেন ২ উইকেট। বৃহস্পতিবার খেলবে স্বস্তিকা যুবক সংঘ ও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব।

ঘটিবাটি বেচেও সুষ্ঠু চিকিৎসা অধরা

প্রথম পাতার পর

সেখানে ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে দেখা হলেই রোগ অর্ধেক সেরে যায়। তাহলে এই উত্তরবঙ্গে গলদটা কোথায়?

কয়েকজন পরিচিত চিকিৎসকের সঙ্গে কথায় কথায় জানা গেল, নার্সিংহোমগুলিতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতো কাজ করতে হয় তাঁদের। তাই সব ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের হাত-পা বাঁধা থাকে। কারণ ভালো নার্সিংহোমে টিকে থাকলে তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি যেমন বাড়ে, তেমনই বাড়ে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ও পরিচিতি।

কিন্তু পাড়ার ওষুধের দোকানে চেম্বার করলে সেই পরিচিতি পেতে সময় লাগে অনেক। তাই নার্সিংহোমগুলির দেওয়া 'টার্গেট' পূরণ অনেক চিকিৎসকেরই প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য হয়ে ওঠে। যাঁরা নার্সিংহোমে চিকিৎসা করানোর আর্থিক সামর্থ্য রাখেন, তাঁরা সবাই কিন্তু চান, টাকা গেলে যাক, নার্সিংহোমে ভর্তি তাঁদের পরিজনটি যেন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। নার্সিংহোমে ভর্তির পর রোগী কিন্তু পুরোপুরি চলে যান নার্স, চিকিৎসকদের হেপাজতে।

তখন রোগীর পরিবারের কথা খুব একটা গ্রাহ্য হয় না। এমনকি পরিবারের রোগীটি আজ কেমন আছেন, সেই তথ্যটুকু জানতেও অপেক্ষা করতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাও সেটা ডাক্তারবাবুদের মুডের উপর নির্ভর করে। উত্তরবঙ্গের অনেক নার্সিংহোমেই রোগী দেখতে যাওয়া ডাক্তারবাবুর পিছনে রোগীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানতে পরিজনকে ছুটতে দেখা যায়। ডাক্তারবাবু গাড়িতে উঠে বেরিয়ে যাওয়ার আগে মুড ভালো থাকলে কিছু বলবেন। আর যদি মুড খারাপ থাকে, তাহলে মুখঝামটা খেয়ে ফিরতে হবে রোগীর পরিবারকে।

অথচ দক্ষিণে যাঁরা চিকিৎসা করাতে গিয়েছেন একবার, তাঁদের অভিজ্ঞতা হল, চিকিৎসকরা সব রোগী ও তাঁর পরিজনের সঙ্গে কথা বলায় যে সময় দেন, তা কল্পনাও করতে পারবেন না এখানকার চিকিৎসকরা। তবে সব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী চরিত্র কিছু থাকে। চিকিৎসকদের মধ্যেও কয়েকজন আছেন, যাঁরা এখনও 'মানুষকে মানুষ' ভাবেন। হাতেগোনা কয়েকটি নার্সিংহোমে আবার চিকিৎসা করিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন অনেকে। তবে সেই সংখ্যাটা একেবারে নগণ্য।

প্রশ্ন ওঠে, রাজ্যের সরকার কি নার্সিংহোমগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না? উত্তর, অবশ্যই পারে। কিন্তু ওই যে, নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা না হলে, কেউই এসবের বিরুদ্ধে সরব হন না। অনেকের মনে হতে পারে, কেন এমন বললাম। আসলে নার্সিংহোমে দলনির্বিশেষে নেতা বা মন্ত্রীরা চিকিৎসা করাতে গেলে তাঁদের ভিভিআইপি পরিষেবা দেওয়া হয়। তাতে সন্তুষ্ট থাকেন নেতা-মন্ত্রীরা ও তাঁদের দল। তাই তাঁরা বাস্তবটা বুঝতে পারেন না।

সাধারণ মানুষ অভিযোগ করেন। দুই-একটা অভিযোগ নিয়ে কিছুদিন চ্যাঁচামেচি হয়। আবার ক'দিন পর চুপচাপও হয়ে যায়। প্রতিবাদ, অভিযোগ?

নার্সিংহোমে ভর্তির সময়, খুব ক্ষুদ্র হরফে যে পাতার পর পাতায় লেখার নীচে আপনাকে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হয়, তাতেই লুকিয়ে থাকে নানা গ্যাঁড়াকল। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীর পরিজন অভিযোগ জানালেও তা বেশিদূর এগোয় না। জয় হয় নার্সিংহোমের। আমজনতাও আবার নতুন কোনও বিষয়ে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঘটিবাটি বেচে চিকিৎসা করাতে যাওয়া রোগীর পরিষেবা থেকে যায় সেই তিমিরেই।

শিলিগুড়ির আলোচনাচক্রে মন্তব্য কবি সুবোধ সরকারের

এখন থাকলে মার খেতেন মাইকেল

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়, ২৪ জানুয়ারি : দেশজুড়ে রাম মন্দির নিয়ে চলা মাতামাতির পেছনে তৈরি হয়েছে অসহিষ্ণুতার পরিবেশ। এর জন্য গেরুয়া শিবিরকে দায়ী করে সমালোচনা করলেন কবি সুবোধ সরকার। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রসঙ্গ তুলে কবি বললেন, 'মধুসূদন তাঁর বন্ধুকে লিখেছিলেন, আই হেট রাম। এই কথা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য কোথাও রাস্তায় গিয়ে বললে আমাকে মারা হবে। অযোধ্যায় বলতে পারব না, দিল্লিতে বললে পরের ফ্লাইট ধরতে পারব না। তবে এই কথা তো আমার নয়, মধুসূদন দত্তের।' তাঁর আরও সংযোজন, 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেঘনাদবধ কাব্যে যেভাবে রাবণকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটা বৈপ্লবিক কাজ। এই জন্য আমরা সবাই মাইকেল মধুসূদন দত্তকে শ্রদ্ধা জানাই। কিন্তু এখন উনি থাকলে মার খেতেন।'

সোমবার শিলিগুড়ি পুরনিগম ও শিলিগুড়ি কলেজের যৌথ উদ্যোগে মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুশো জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দু'দিনের সেমিনারে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন কবি সুবোধ সরকার। বক্তৃতায় কবি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও সরাসরি নিশানা করেন, 'আমিই সব, আমি দেবতা, আমিই রামচন্দ্র। তুমি কেন পুজো করবে? তুমি কেন ধর্মান্ধ হবে? যাঁরা দ্রাবিড়, দলিত - যাঁরা পিছিয়ে পড়া, তাঁদের কথা ভাববে না? চার্চ মন্দির নয়? যাঁরা মসজিদ ভেঙে ক্ষমতায় আসেন, মন্দির নির্মাণ করে আবার ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখেন, এই চিন্তাভাবনা দেশের প্রতিটা মানুষ, মাস্টারমশাই, গুণীজনকে অপমান করে।' রাম ওই ছোট ভূখণ্ডের মানুষের কথা ভাবেননি। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অরণ্য, জল কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। মধুসূদন রামের এই ভয়ংকর কাজের সমালোচনা করেছেন বলে মত কবির।

লক্ষ্মণকে এই সময়ের 'এজেন্সি' হিসেবেও কটাক্ষ করেছেন কবি। শূর্পণখার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'রামের সবচেয়ে বড় এজেন্ট ছিলেন লক্ষ্মণ। রামকে খুশি করতে তিনি শূর্পণখার শুধু নাকই নয়, কানও কেটে দিয়েছিলেন। রাম এর জন্য লক্ষ্মণকে বকাও দেননি।' ইডি, সিবিআই-এর নাম না করে কবির সংযোজন, 'বর্তমান সময়ে এই এজেন্সি কেমন হবে তা তো আপনারা বুঝতেই পারছেন।' বর্তমান সময় রাম ও রাবণ কতটা প্রাসঙ্গিক, সেটা সুবোধবাবুর এই ধরনের আলোচনাতেই বোঝা যাচ্ছে, টিপ্পনী করেছেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। তাঁর টিপ্পনী, 'এর থেকে ধর্মতলায় ফের গোরুর মাংস খেয়ে তিনি প্রতিবাদ করুন। যেদিন মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার তিনি মুছে দিয়েছেন, সেদিনই তাঁর কবি হিসেবে সম্মান চলে গিয়েছে।'

> মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেঘনাদবধ কাব্যে যেভাবে রাবণকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটা বৈপ্লবিক কাজ। এই জন্য আমরা সবাই মাইকেল মধুসূদন দত্তকে শ্রদ্ধা জানাই।
> **সুবোধ সরকার**

অন্যদিকে, এদিন অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময় সুবোধবাবু কলেজে চলে এলেও মেয়র গৌতম দেব দেরিতে আসায় অনুষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের প্রায় ৫০ মিনিট পর শুরু হয়। এদিনই দুপুরে কলকাতা যাওয়ার ফ্লাইট থাকায় গৌতমের অপেক্ষায় থেকে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। গৌতম পৌঁছানোর পর কবিকে বলতে শোনা যায়, 'আপনি একদম 'দাবাং' হয়ে এসেছেন।' পরে বক্তৃতা শুরু করার আগে গৌতম কবিকে বলেন, 'আপনি আপনার মতো করে সময় নিয়ে বলুন। আপনাকে ঠিক সময় বিমানবন্দরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা আমি করে দেব।' দুইদিনের সেমিনার প্রসঙ্গে কলেজ অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষ বলেন, 'দুইদিনের আন্তর্জাতিক স্তরের এই সেমিনারে বাংলাদেশ থেকেও আমন্ত্রিত বক্তারা এসেছেন। পুরনিগমকে ধন্যবাদ, এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য।'

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিকৃতিতে ফুল নিবেদন করছেন কবি সুবোধ সরকার। বুধবার। ছবি : তপন দাস

উদ্বেগ ও আশ্বাস

- এদিন মেয়র দেরিতে আসায় অনুষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের প্রায় ৫০ মিনিট পর শুরু হয়
- কলকাতার ফ্লাইট ধরার তাড়া থাকায় মেয়রের অপেক্ষায় থেকে চিন্তিত হয়ে পড়েন সুবোধবাবু
- পরে গৌতম তাঁকে আশ্বস্ত করেন সময়ে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন

আজ শহরে

- কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বিশতবর্ষ জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুরনিগমের আয়োজনে শিলিগুড়ি কলেজের সভাকক্ষে সকাল ১০টা থেকে 'দ্বিশতবর্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত : ফিরে দেখা' শীর্ষকে একটি আলোচনাচক্র। বিকেলে কবির জীবন ও কর্ম নিয়ে তথ্যকেন্দ্রের রামকিঙ্কর কক্ষে প্রদর্শনী। সন্ধ্যা ৬টা থেকে দীনবন্ধু মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
- শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার পশ্চিম চক্রের (পুরনিগম লেবেল) বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সকাল সাড়ে দশটায় সূর্যনগর ময়দানে।
- বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানহবে স্কুলের মাঠে। এই উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন।
- রানিডাঙ্গা দার্জিলিং পাবলিক স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হবে। এই উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠান সহ পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

নিয়ন্ত্রিত বাজারে আগুন ঘিরে রহস্য

শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : বুধবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটে একটি বন্ধ কোল্ড স্টোরেজ গোডাউনে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। যদিও আগুন লাগার কারণ নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে। ওই গোডাউনে বিদ্যুতের কোনও সংযোগ ছিল না।

ফিশ মার্কেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বাপি সাহার বক্তব্য, 'ওই কোল্ড স্টোরেজ রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি বলতে পারবে কীভাবে আগুন লাগল।' আগুন লাগার ঘটনায় ধন্দে খোদ মার্কেট সচিব তমাল দাস। তিনি কবুল করেন, 'চারদিকে শাটার দেওয়া ছিল, দমকল ও পুলিশও বুঝতে পারছে না কীভাবে আগুন লেগেছে। আমি বৃহস্পতিবার ওই এলাকায় গিয়ে ব্যাপারটা দেখব।'

কোল্ড স্টোরেজ ওই গোডাউনটি পাকা থাকলেও ওপরে টিন ছিল। বেশ কয়েক বছর ধরেই ওই গোডাউনটি বন্ধও ছিল। এদিন সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ মার্কেট কমপ্লেক্সে থাকা কয়েকজনের নজরে পড়ে, ওই কোল্ড স্টোরেজের ওপরের টিনের শেড দিয়ে আগুন বেরিয়ে আসছে। এরপরই মার্কেট কমিটিকে খবর দেওয়া হয়। এরমধ্যেই দমকলের দুটো গাড়ি এসে হাজির হয়। প্রধাননগর থানার পুলিশও এলাকায় হাজির হয়। এরপর শাটার ভেঙে আগুন নেভানো হয়। ওই কোল্ড স্টোরেজের ভেতর কিছু স্ক্রাব ছিল। যদিও সেখান থেকে আগুন লাগতে পারে না বলেই মনে করছে দমকল ও পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়েছে ফিশ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন।

মাইকেলের জীবনী নিয়ে প্রদর্শনী

শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বিশত জন্মবর্ষ উপলক্ষ্যে এক প্রদর্শনী হয় বুধবার রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে। কবির জীবন সম্পর্কে একাধিক তথ্য তুলে ধরা হয়। বৃহস্পতিবারও এই প্রদর্শনী চলবে। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। মেয়র বলেন, 'মনীষীদের জীবনী ও তাঁদের সময় ও সৃজনকর্ম সাধারণ মানুষকে জানাতে এই প্রদর্শনী গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এই ধরনের কর্মসূচির সংখ্যা আরও বাড়াতে চাই।'

বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : দাগাপুরে স্কুলের ১০০ মিটারের মধ্যে থাকা কয়েকটি দোকানে চলছিল তামাকজাত সামগ্রী বিক্রি। বুধবার দোকানগুলিতে তল্লাশি চালায় প্রধাননগর পুলিশ। তিনটি দোকান থেকে তামাকজাত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। পাশাপাশি ওই দোকান মালিকদের সতর্ক করা হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনও তামাকজাত সামগ্রী বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যদিও শহরের বিভিন্ন জায়গাতেই সেই নিয়ম ভাঙার ছবি নজরে পড়ে। এবারে তা রুখতে অভিযানে নেমেছে পুলিশ।

ইসলামপুর শহরের স্টেশন রোডে রাস্তার উপর দাঁড় করিয়ে রাখা যানবাহন। –সংবাদচিত্র

শহরে রাস্তা দখলে ভোগান্তি

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৪ জানুয়ারি : ইসলামপুর শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের স্টেশন রোডে দিনভর রাস্তার উপর বিভিন্ন যানবাহন দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। ওই রাস্তার পাশে ড্রেনের উপর স্ল্যাব পেতে ফুটপাথ তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে তার উপর দোকানের বিভিন্ন সামগ্রী রেখে দিব্যি ব্যবসা করছেন দোকানদাররা। আবার সেই ফুটপাথের উপরেই অনেক দোকানদার নিজেদের দোকানের সিঁড়িও তৈরি করে ফেলেছেন। এইভাবেই স্টেশন রোডের বেশিরভাগ জায়গার অবৈধভাবে দখল নিয়েছেন স্থানীয় দোকানদাররা।

ইসলামপুর পুলিশ জেলার ট্রাফিক ডিএসপি শেরিং ভুটিয়া বলেন, 'ওই রাস্তার যানজটের সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

কয়েকমাস আগে পুর প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিযানে নেমে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছিল। তাতে বিশেষ লাভ হয়নি। সেই সমস্যা আজও মেটেনি। এরফলে রোজ যাতায়াতের সমস্যা ভোগ করতে হচ্ছে বাসিন্দাদের।

স্টেশন রোডের মুখে চৌরঙ্গি মোড়ে রবীন্দ্র মূর্তির চারপাশে টোটোচালকরা নিজেদের পার্কিং এলাকা তৈরি করে ফেলেছেন। ওই রাস্তার পাশে থাকা ব্যাংক এবং বিভিন্ন ওষুধের দোকানে আসা অগুনতি ক্রেতার গাড়ির ভিড়ে দিনের বেলা সমস্যা আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

দেবাশিস পাল নামে স্টেশন রোডের এক দোকানদার বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার পাশে থাকা একটি ফাঁকা জায়গায় পার্কিং তৈরি করে দেওয়ার জন্য পুরসভার কাছে আর্জি জানিয়ে আসছি। কিন্তু তা আজ পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি। এরফলে দোকানদার এবং ক্রেতারা রাস্তার উপরই নিজেদের গাড়ি রাখতে বাধ্য হচ্ছেন।' যানজটের সমস্যার কথা জানিয়ে দেবাশিস আরও বলেন, 'ড্রেন এবং রাস্তা দখল হয়ে থাকার কারণে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য একটি পার্কিং তৈরি করা খুবই জরুরি।'

কেবল যানজটই নয়। ওই সংকীর্ণ রাস্তায় চলতে গিয়ে যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনার আশঙ্কায় ভোগেন পথচারীরা। এমনই একজন আব্দুল হক বলেন, 'রাস্তার দুই পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার কারণে আমাদের যাতায়াত করতে অনেক অসুবিধা হয়। মাঝেমধ্যেই মনে হয় কোনও গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ চলে যাবে।'

এই সমস্যার সমাধানে কেবল আশ্বাস দিয়েই কাজ সারছে পুর কর্তৃপক্ষ। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গুরুদাস সাহা বলেন, 'এই সমস্যা সমাধানে আমরা আমাদের তরফ থেকে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছি। ফুটপাথ তৈরি করার জন্য রাস্তার একদিকে সম্পূর্ণ ড্রেনে স্ল্যাব পেতে দিয়েছি। কিন্তু দোকানদাররা সেই ফুটপাথ দখল করে দোকানদারি করছেন।'

তাঁর সঙ্গে কথা বলেই জানা গেল, পার্কিং এলাকা তৈরির জন্য যে ফাঁকা জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, সেটি বর্তমানে একটি ক্লাবের দখলে রয়েছে। সেই ক্লাবের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত পার্কিং এলাকা তৈরি করার চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন গুরুদাস।

দীনবন্ধু মঞ্চের সামনে বয়েজ স্কুলের রাস্তায় যানজট। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

গোলাপ ভালোবেসে পুলকের ভারত জয়

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : পেশায় শিক্ষক হলেও ফুলের প্রতি ভালোবাসাটা তাঁর নেশায় পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে গোলাপের প্রতি তাঁর প্রেমের কারণে একাধিক সম্মান, পুরস্কার ও সেরার শিরোপা নিজের নামে করেছেন। শহরের রথখোলার বাসিন্দা পুলক জোয়ারদারের ছাদের গোলাপের সুনাম এবার জাতীয় স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। সম্প্রতি ভুবনেশ্বরে আয়োজিত অল ইন্ডিয়া রোজ কনভেনশন ও রোজ শোতে একটি বিভাগে প্রথম ও দুটি বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে শহরের নাম উজ্জ্বল করেছেন। উত্তরবঙ্গের থেকে তিনি একাই এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সারাদিন গোলাপ গাছের পরিচর্যা, নতুন নতুন পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণই তাঁর জীবন হয়ে উঠেছে। এর আগে শহরে আয়োজিত ফুলমেলায় তিনি একাধিকবার স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর ফুলের টবে তৈরি নানা ধরনের গোলাপের সজ্জা দেখার মতো। কোনও গাছে প্রায় ২০০টির মতো ফুল ধরেছে আবার কোনও গাছে রয়েছে একদম অন্য ধরনের ছোট ছোট থোকা থোকা গোলাপ ফুল।

ফুল গাছের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অনেকটা, বিশেষ করে গোলাপের প্রতি। বর্তমানে তাঁর ছাদবাগানে প্রায় ৫০ ধরনের গোলাপ গাছ রয়েছে। এরমধ্যে ৮টি গাছকে তিনি প্রায় দু'লক্ষ টাকা খরচ করে ট্রাকে করে ভুবনেশ্বর নিয়ে যান। রাস্তাতেই তাঁর প্রায় ২টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে মাটির পরিবর্তে অনেকেই অত্যাধুনিক জিনিসপত্র ব্যবহার করে ফুল ফুটিয়ে থাকেন। তবে পুলকবাবু একদম ঘরোয়া পদ্ধতিতে একেকটি গাছকে যেভাবে পরিচর্যা করেছেন তা দেখে অনেকেই চমকে যান।

যুব বিজ্ঞানে রাজ্যস্তরে বয়েজ ও নেতাজি স্কুল

শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : রাজ্য স্তরে যুব বিজ্ঞান প্রতিযোগিতায় দার্জিলিং জেলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে শিলিগুড়ি বয়েজ ও শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুলের পড়ুয়ারা। আগামী ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে নানা জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে প্রথমস্থান অধিকারী পড়ুয়ারা অংশ নেবে।

পড়ুয়াদের বিজ্ঞানে আগ্রহ বাড়াতে রাজ্য যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় দার্জিলিংয়ের বহু স্কুলের পড়ুয়ারা অংশ নেয়। সেখানে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে প্রথম হয় শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির আমিন সেরিফ সরকার এবং সাগ্নিক ঘোষ। তারা আইওটি বেসড স্মার্ট গার্ডেনিংয়ের উপর মডেল তৈরি করেছিল। এর মাধ্যমে তারা দেখিয়েছে, কীভাবে সেন্সর ব্যবহার করে গাছে প্রয়োজনভিত্তিক জল দেওয়া যাবে। গাছে জল লাগলে সেন্সর নিজ থেকেই পাম্পে সিগন্যাল দেবে। এই পদ্ধতিতে স্মার্ট গার্ডেনিং করা সম্ভব হবে। মোবাইল বা কম্পিউটারের মাধ্যমেও এটি অপারেট করা যাবে। এই মডেল তৈরিতে তাদের সাহায্য করেছেন স্কুলের শিক্ষিকা পৌলোমী পাল, শুভেন্দ্র ঘোষ রায় এবং শুভজিৎ বর্ধন। মাধ্যমিক স্তরে পড়ুয়াদের মধ্যে প্রথম হয়েছিল শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র তুষার চক্রবর্তী ও জয়দীপ দেবনাথ। পরিবেশের দূষণ না ঘটিয়ে কীভাবে প্লাস্টিক পুড়িয়ে তা পুনর্ব্যবহারযোগ্য করা যাবে তা নিয়ে মডেল তৈরি করেছিল তারা। তাদের সাহায্য করেছেন স্কুলের শিক্ষক রথীজিৎ মিত্র। রাজ্য স্তরেও এই মডেলগুলি হাজির করার জন্য গাইড শিক্ষক-শিক্ষিকারা এখন পড়ুয়াদের তৈরি করছেন।

চার পড়ুয়া

- শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল থেকে যাচ্ছে দ্বাদশ শ্রেণির আমিন সেরিফ সরকার এবং সাগ্নিক ঘোষ
- নেতাজি হাইস্কুল থেকে যাচ্ছে দশম শ্রেণির ছাত্র তুষার চক্রবর্তী ও জয়দীপ দেবনাথ

২৬শে গোর্খা ফুড ফেস্টিভাল

শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : আপন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে উদ্যোগী হয়েছে গোর্খা গৌরব সংস্থা। এজন্য আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ মেলার। মূলত কালিম্পংয়ের এই সংগঠনটি পাহাড়ের পাশাপাশি এবার সমতল ও ডুয়ার্সেও নানা কর্মসূচির মাধ্যমে জাতির ঐতিহ্যবাহী খাবার, পোশাক, ভাষা, সংস্কৃতি তুলে ধরবে। তারই অঙ্গ হিসেবে আগামী ২৬ থেকে ২৮ জানুয়ারি শিলিগুড়ি শহরের সেবক রোডের এক মলে শুরু হচ্ছে 'গোর্খা ট্র্যাডিশনাল এগজিবিশন ও ফুড ফেস্টিভাল'।

বুধবার সংগঠনের উদ্যোগে এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা ঘোষণা করা হয়। মেলায় মোট ৬০টি স্টল থাকবে। সেখানে গোর্খাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার ও জামাকাপড় পাওয়া যাবে। ওয়াচিবা, মিলেট ওয়াইন, মিলেট মোমো, শেল রুটি, নেপালি আলুর দম, রাই কো শাক সহ আরও অনেক নেপালি খাবার পাওয়া যাবে। মেলায় খাদ্যরসিকদের জন্য আরও নানা খাবার থাকবে বলে উদ্যোক্তারা জানান। এছাড়া রোজই থাকবে নানা স্বাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ব্যান্ডের গানের পাশাপাশি গোর্খাদের বাদ্যযন্ত্রের প্রদর্শনীও হবে।

এদিন নরেন্দ্র তামাং বলেন, 'আমাদের এত সুন্দর সংস্কৃতিকে সবার মধ্যে তুলে ধরতেই এই পরিকল্পনা। নতুন প্রজন্ম যাতে আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে নিয়ে এগিয়ে যায় আমরা সেই চেষ্টা করছি।' একই কথাই বললেন দেবাশিস মোথে। তিনি বলেন, 'পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে সবাই আমাদের খাবার, ঐতিহ্যের অনেক প্রশংসা করেন। এই মেলা সবার ভালো লাগবে।'

প্রদর্শনী শেষ

ইসলামপুর, ২৪ জানুয়ারি : ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে প্রতিমা ফাইন আর্ট স্কুলের উদ্যোগে বার্ষিক অঙ্কন প্রদর্শনীর বুধবার ছিল শেষ দিন। শেষ দিনে অঙ্কন প্রদর্শনীর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

খেলায় আজ

১৯২৯ : শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচে ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে নেমে নিউ সাউথ ওয়েলসের জার্সিতে অপরাজিত ৩৪০ রান করেছিলেন স্যর ডন ব্র্যাডম্যান। যা সেই সময় শেফিল্ড শিল্ডে ব্যক্তিগত সর্বাধিক স্কোর ছিল।

সেরা অফবিট খবর

সুখে থাকবে শোয়েব

সানিয়া মির্জার সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে তৃতীয়বার বিয়ে করেছেন শোয়েব মালিককে। তাঁর নতুন বেগম এখন পাকিস্তানের অভিনেত্রী সানা জাভেদ। শোয়েবের তৃতীয় বিয়ে সফল হবে, এমনটাই আশা করছেন তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ শাহিদ আফ্রিদি। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'বিয়ের জন্য শোয়েব মালিককে অনেক অভিনন্দন। আশা করি তৃতীয় স্ত্রী সানার সঙ্গে ভবিষ্যতে সুখে থাকবে শোয়েব।'

ভাইরাল

সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার!

২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে অনেক ক্রিকেটার আমন্ত্রিত ছিলেন। প্রায় প্রত্যেকেই রামমন্দিরের ভিডিও পোস্ট করেন। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন স্পিনার হরভজন সিংয়ের পোস্ট করা ভিডিও দেখে নেটিজেনরা অবাক হয়ে যান। গত বছর দুর্গাপুজোয় সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের মণ্ডল রামমন্দিরের আদলে তৈরি হয়েছিল। কলকাতার এই মণ্ডল এতটাই নিখুঁত ছিল যে, হরভজন বুঝতেই পারেননি যে, সেটি আসল না নকল। তিনি ২২ জানুয়ারি সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের মণ্ডপের ছবি পোস্ট করে লেখেন, 'জয় শ্রী রাম।' যা সামাজিক মাধ্যমে আলোড়ন ছড়িয়েছে।

ইনস্টা সেরা

সান্ত্বনা

কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়াকে হারানোর পর তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন আলেকজান্ডার ভেরেভ।

উত্তরের মুখ

তিন পদক

জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে শিলিগুড়ির প্রতীতি পাল তিনটি পদক জিতেছে। সে সিঙ্গলস ও টিম ইভেন্টে ব্রোঞ্জ ও ডাবলসে রুপো পেয়েছে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে টানা কয়টি ম্যাচ জিতেছেন নোভাক জকোভিচ?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. জসপ্রীত বুমরাহ
২. করিম জানাত

সঠিক উত্তরদাতারা

শুভাশিস পণ্ডিত, গোরা দত্ত, সুস্মিতা সাহা, দেবস্মিত গোস্বামী, অনঘ আতথী, নীলরতন হালদার, শতদল কর্মকার, সোমদেব ঘোষ, প্রীতম কর্মকার, শ্রেয়সী দাস, আর্যবীর ঘোষ মৌলিক, দীপায়ন নন্দী, সুরজিৎ দাস, মহাদেব বাসুনিয়া, সৌরভশংকর রায়, তিয়াশা মণ্ডল, আয়ুষ্মান দে, সুদীপ্ত সরকার, রূপময় বিশ্বাস, সমীর পাল, প্রিয়ঙ্কর চাকী, অপর্ণা দাস, সুদীপ্তা মণ্ডল, খোকন মণ্ডল, দেবাপ্রিয়া, প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল, সবুজ উপাধ্যায়, কৌশিক সাহা, গৌরাঙ্গ কর, ঋত্বিকা কর।

কীর্তি গড়ে আশায় 'বুড়ো' বোপান্না

'পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে'

মেলবোর্ন, ২৪ জানুয়ারি : ভারতের কেবল সানিয়া মির্জা, মহেশ ভূপতিরা নন, বিশ্বের তাবড় টেনিস খেলোয়াড়রা যা পারেননি, তা করে দেখালেন রোহন বোপান্না। ৪৩ বছর বয়সে প্রবীণতম টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে বিশ্বের একনম্বর হওয়ার রেকর্ড গড়লেন ভারতীয় টেনিসের 'দ্য গ্র্যান্ড ওল্ডম্যান'। এই নিয়ে সমাজমাধ্যমে ভারতের প্রাক্তন টেনিস তারকাদের শুভেচ্ছার বন্যা।

বোপান্নার ত্বকে বলিরেখা স্পষ্ট। চুল-দাড়িতেও ভালোই পাক ধরেছে। চল্লিশোর্ধ্ব পুরুষদের ক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এই বয়সে বিশ্বের একনম্বর টেনিস খেলোয়াড়ের তকমা পাওয়া অপ্রত্যাশিত। বুধবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে পুরুষদের ডাবলসে ম্যাথু এবডেনের সঙ্গে জুটি বেঁধে ম্যাক্সিমো গঞ্জালেস ও আন্দ্রে মোলতেনির আর্জেন্টাইন জুটিকে ৬-৪, ৭-৬ (৭-৫) ফলে হারিয়ে শেষ চারে উঠলেন বোপান্নারা। তৃতীয় সেরা জুটি হিসাবে প্রতিযোগিতা শুরু করলেও বুধবার জয়ের সুবাদে বোপান্না-এবডেন জুটি পুরুষদের ডাবলসে একনম্বরে উঠে এল। আগামী সোমবার সরকারিভাবে তা ঘোষণা করা হবে।

কীর্তি গড়ে বোপান্নার অনুভূতি, 'এটা আমার ও ভারতীয় টেনিসের জন্য বিরাট পাওনা। পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার মতো এমনই কিছু দরকার ছিল। বিশ্বের একনম্বর হয়ে খুবই গর্বিত। এটা বিশেষ মুহূর্ত। এর জন্য অনেক ত্যাগ করতে হয়েছে।' টেনিসের উন্নতির বিষয়ে দেশের মানুষ নিরুত্তাপ। এই নিয়ে আক্ষেপের সুরে বলেছেন, 'ভারতীয় টেনিস এগোচ্ছিলই না। সংবাদমাধ্যমে আমাদের নিয়ে তেমন লেখালেখিও হচ্ছিল না। একদম সঠিক সময়ে এই সাফল্য এসেছে।' ২০১৭ সালে ফ্রেঞ্চ ওপেনের মিক্সড ডাবলসে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন। কিন্তু ডাবলসে স্বপ্ন এখনও অধরা। র‍্যাকেট তুলে রাখার আগে স্বপ্ন পূরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অভিজ্ঞ টেনিস খেলোয়াড় বলেছেন, 'আমি ২০১০ সাল থেকে ডাবলস খেলছি। দুইটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠলেও জেতা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই এটাই এখন লক্ষ্য।'

সবচেয়ে বেশি বয়সে ডাবলসে পয়লা নম্বর হলেন রোহন বোপান্না। বুধবার।

বোপান্নার সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে ডাবলসে তাঁর একসময়ের সতীর্থ মহেশ ভূপতি বলেছেন, '২০ বছর পরিশ্রমের পর বিশ্বের একনম্বর হওয়া। ভারতীয় ক্রীড়ামহলে অন্যতম সেরা গল্পগুলির মধ্যে একটি। অভিনন্দন বোপান্না।' সানিয়া মির্জাও সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'তোমার জন্য গর্বিত রো (রোহন)। অন্য কেউ এর যোগ্য নয়।' আরেক প্রাক্তনী সোমদেব দেববর্মন বলেছেন, '৫ বছর আগে বোপস (বোপান্না) বলেছিল অবসরের ব্যাপারে ভাবছে। তারপর থেকে বছর বছর একই কথা বলে। গল্পের নীতিকথা? ও বিশ্বের একনম্বর। বোপান্নার পরিবারকে অনেক অভিনন্দন।'

ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

ছয় বছর পর সুপার কাপের খেতাবি লড়াইয়ে লাল-হলুদ

ইস্টবেঙ্গল-২
(হিজাজি ও সিভেরিও)
জামশেদপুর এফসি-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : প্রায় ছয় বছর পর ফের সুপার কাপের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল। শুধু তাই নয়, বহুদিন পর একই মরশুমে দ্বিতীয় টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠল লাল-হলুদ বাহিনী।

এর আগে ২০১৮ সালের সুপার কাপে শেষবার এই স্টেডিয়ামেই যাঁর হাত ধরে ফাইনালে পৌঁছেছিল ইস্টবেঙ্গল। তৎকালীন কোচ খালিদ জামিল এবার ছিলেন উল্টোদিকের ডাগআউটে। সেবার ফাইনালে উঠেও ইস্টবেঙ্গল পারেনি সুপার কাপ জিতে ফিরতে। নানারকম আভ্যন্তরীন গোলোযোগের ফলে ফাইনালে বেঙ্গালুরু এফসি-র কাছে দুরমুশ হয়েছিল কাটসুমি ইউসা-ডুডু ওমাগবেমি সমৃদ্ধ দল। এবার কিন্তু মরশুমের শুরু থেকেই এক সুরে দলকে বেঁধে ফেলেছেন কালেস কোয়াদ্রাত। যার ফসল ডুরান্ড কাপের পর ফের দ্বিতীয় নকআউটের ফাইনালে ওঠা। ধীরে ধীরে ইস্টবেঙ্গলকে পুরনো ছন্দ ও সুনামে ফেরাচ্ছেন কোয়াদ্রাত নামের এক স্বপ্নের ফেরিওয়ালা।

টানা আট ম্যাচ অপরাজিত থেকে এদিন জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে নামে ইস্টবেঙ্গল। যেকোনও দলের ক্ষেত্রেই এত লম্বা সময় ধরে কোনও ম্যাচে না হারা বাড়তি আত্মবিশ্বাসের জোগায়। ম্যাচের আগেরদিন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন জানায়, খালিদ স্ট্রাইকিং লাইনে তাঁর এক নম্বর অস্ত্র ড্যানিয়েল চিমাচুককে পাচ্ছেন না। যা আরও সুবিধা করে দেয় ইস্টবেঙ্গলের। যদিও কোয়াদ্রাতকেও একজন কম বিদেশি নিয়ে খেলতে হয়, বোরহা হেরেরার দুইটি হলুদ কার্ড থাকায়। বোরহার অভাব খুব বেশি বোঝা যায়নি দল জেতায়। বরং চিমাকে হারিয়ে গোলের রাস্তাটা খুঁজেই পেল না খালিদের দল। কোয়াদ্রাত সেট পিসে গোটা দলটাকে এতটাই দক্ষ তৈরি করে ফেলেছেন যে মাত্র ১৯ মিনিটের মধ্যে প্রথম গোল ইস্টবেঙ্গলের। ক্লেইটন সিলভার কর্নার সম্পূর্ণ ডানদিকে দাঁড়ানো জাভিয়ার সিভেরিও ধরে বাড়িয়ে দেন ছোট বক্সের মধ্যে। গোলমুখে দাঁড়ানো হিজাজি মাহেরর সমস্যা হয়নি বল গোলে পাঠাতে। মরসুমে হিজাজির দ্বিতীয় গোলের থেকেও দলের জন্য ভালো খবর হল, এই ডিফেন্ডার পায়ে গোল করতেও একইরকম স্বচ্ছন্দ্য। জর্ডনের এই ডিফেন্ডার অবশ্য রক্ষণেও একইরকম দুর্ভেদ্য। তবে তাঁর সঙ্গে যাঁর নাম না করলেই নয়, তিনি সৌভিক চক্রবর্তী। মাঝে একেবারেই আলোচনার মধ্যে না থাকা এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার আইএসএলের সময় থেকেই ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন নিজেকে ফের প্রতিষ্ঠা করার। আর এই সুপার কাপে তিনি অনবদ্য। এদিনও তিনি অসাধারন খেললেন।

গোল পেলেন জাভিয়ের সিভেরিও (ডানে)। তাঁকে অভিনন্দন নীশু কুমারের।

গোল খেয়েও অবশ্য হাল ছাড়েনি জামশেদপুর। মানজোরোর শট দুইবার প্রভসুখান সিং গিল দুর্দান্ত বাঁচান। এই দুইয়ের মাঝে তাসিকাওয়ার দূর থেকে নেওয়া শট ধরতে গিয়ে প্রায় ফসকাচ্ছিলেন লাল-হলুদ গোলরক্ষক। কোনওক্রমে বাঁচান শেষপর্যন্ত। তিন মিনিটের মধ্যে ফের তাসিকাওয়ার শট অল্পের জন্য বাইরে যায়। গোল করতে পারতেন সেমবোই হাওকিপও। ম্যাচের শেষদিকে অসম্ভব চাপ ছিল জামশেদপুরের। প্রভসুখান দুই-একটি ক্ষেত্রে ভুল করলেও ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্স সামাল দেয় দুর্দান্তভাবে। প্রথমার্ধেই দুইটি পেনাল্টির আবেদন এদিনও ছিল ইস্টবেঙ্গলের তরফে। একবার জাভিয়ের সিভেরিও বলে ট্যাকলের সময়ে পা বাড়িয়ে দেন। আর আর একবার পিভি বিষ্ণু নিজের শরীরের ভারসাম্য রাখতে পারেননি। তবে এই পেনাল্টি না পাওয়ায় সমস্যা বিশেষ হয়নি। কারণ দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমেই দ্বিতীয় গোল ইস্টবেঙ্গলের। নীশু কুমারের নীচু ক্রশ সহজেই গোলে পুশ করে ২-০ করেন সিভেরিও। ম্যাচের একেবারে শেষদিকে সৌভিকের মতই দলের জন্য পেনাল্টি আদায় করে নজর কাড়লেন আর এক বঙ্গসন্তান, ১৮ বছরের সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। গোটা মাঠকে অবাক করে পেনাল্টি শট নিতে গিয়ে ক্রসবারে মারলেন ক্লেইটন। ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে খেলতে হবে ওডিশা এফসি ও মুম্বই সিটি এফসি-র মধ্যে বিজয়ী দলের বিরুদ্ধে। যে দলই উঠুক, কাজটা মোটেই সহজ হবে না এবার কোয়াদ্রাতের কাছে।

ইস্টবেঙ্গল ঃ প্রভসুখান, রাকিপ, পারদো, হিজাজি, নীশুকুমার (মন্দার), রাকিপ, বিষ্ণু (অজয়), সৌভিক, ক্রেসপো, নন্দকুমার (সায়ন), ক্লেইটন ও সিভেরিও (সুহের)।

বিদায় আলকারাজের

ভেরেভের বিরুদ্ধে হেরে হতাশ কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

মেলবোর্ন, ২৪ জানুয়ারি : স্বপ্নভঙ্গ। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালেই থামতে হল কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়াকে। বুধবার স্প্যানিশ তারকাকে ১-৬, ৩-৬, ৭-৬ (৭/২), ৪-৬ গেমে উড়িয়ে শেষ শেষ চারের ছাড়পত্র পেলেন জার্মানির আলেকজান্ডার ভেরেভ। সূচি ঘোষণার পর নোভাক জকোভিচের বিরুদ্ধে ফাইনালে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন আলকারাজ। কিন্তু এভাবে ধাক্কা খেতে হবে, সেটা হয়তো আশাও করেননি। প্রথম দুই সেটে পর্যুদস্ত হওয়ার পর তৃতীয়তে একটা সময় ২-৫ গেমে পিছিয়ে ছিলেন তিনি। সেখান থেকে সেট জেতার পর উইম্বলডন ফাইনালের কামব্যাকের স্মৃতি উসকে দিয়েছিলেন আলকারাজ। কিন্তু চতুর্থ সেটেই যাবতীয় জল্পনা উড়িয়ে হেলায় সেমিতে উঠলেন ভেরেভ। ম্যাচের পর অনকোর্ট সাক্ষাৎকারে এই ২৬ বছর বয়সি জার্মান বলেছেন, 'বিশ্বের অন্যতম সেরার বিরুদ্ধে খেলে প্রথম তিন সেটে আধিপত্য রাখা বিরাট ব্যাপার। তৃতীয় সেটে এগিয়ে থাকার সময় আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারিনি। কিন্তু চতুর্থ সেটে তা সংশোধন করি।' অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে হুবার্ট হুরকাজকে ৭-৬ (৭/৪), ২-৬, ৬-৩, ৫-৭, ৬-৪ গেমে হারান ড্যানিল মেদভেদেভ। সেমিতে ভেরেভের প্রতিপক্ষ এই রাশিয়ান। মহিলাদের সিঙ্গলসে ইতিহাস গড়লেন ইউক্রেনের ডায়ানা ইয়াস্ত্রেমস্কা। প্রতিযোগিতার যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলে উঠে আসা দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসাবে সেমিফাইনালের ছাড়পত্র পেলেন তিনি। চেক প্রজাতন্ত্রের লিন্ডা নস্কোভাকে ৬-৩, ৬-৪ গেমে হারান। শেষ চারে তাঁর প্রতিপক্ষ কিনওয়েন ঝেং। এই চিনা খেলোয়াড় এদিন অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে অ্যানা কালিন্সকায়াকে ৬-৭ (৪/৭), ৬-৩, ৬-১ গেমে হারান।

এদিকে জুনিয়ার বিভাগে মহিলাদের সিঙ্গলসে রাশিয়ার ভ্লাডা মিনচেভার সঙ্গে ইউক্রেনের ইয়েলিজাভেটা কোটলিয়ারের করমর্দন ঘিরে তর্জা। রাশিয়ার আগ্রাসন না থামা পর্যন্ত সেইদেশের প্রতিপক্ষের সঙ্গে হাত মেলানোয় কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ইউক্রেনের খেলোয়াড়দের। কোটলিয়ারের আচরণকে দেশের টেনিস সংস্থা 'ভুলবশত হওয়া অপ্রীতিকর ঘটনা' বলে সম্বোধন করেছে। ক্ষমাও চেয়েছেন কোটলিয়ার।

তৃতীয় রাউন্ডে তোলার প্রতিশ্রুতি স্টিমাকের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৮, ২০ ও ২৩ এশিয়ান কাপে ভারত এখনও যোগ্যতার্জনই করতে পারে না, তখন সিনিয়ার দল দারুণ ফল করবে, এই প্রত্যাশা কীভাবে করছেন ভারতীয়রা? প্রশ্ন তুলে দিলেন জাতীয় দলের হেড কোচ ইগর স্টিমাক।

শেষ ম্যাচে সিরিয়ার বিরুদ্ধেও হেরে শেষ হল সুনীল ছেত্রীদের এশিয়ান কাপ অভিযান। তিন ম্যাচেই হার। এমনকি সিরিয়ার বিরুদ্ধেও যে পরিকল্পনা তাঁর ছিল, সেটা সফল হয়নি বলেই দাবি কোচের। সন্দেশ ঝিংগানের চোটই কি সমস্যায় ফেলে দিল, এই প্রশ্ন করলে স্টিমাকের উত্তর, 'ঠিক তা নয়। বরং এদিন রাহুল (ভেকে) ও শুভাশিস (বসু) খুব ভালো খেলেছে। আসলে আমাদের পরিকল্পনা ছিল, ৬০ মিনিট পর্যন্ত ওদের আটকে রেখে কিছু তরতাজা ফুটবলারকে নামিয়ে দিয়ে চাপ তৈরি করব। কিন্তু উদান্তা (সিং) ছাড়া কেউই মাঠে নেমে প্রভাব ফেলতে পারেনি।' ৭৬ মিনিটে সিরিয়ার হয়ে একমাত্র গোলটি করেন তাদের পরিবর্ত ফুটবলার ওমর খারবিন। ভারতীয় ফুটবল ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে এই কথা এক আরবিক সংবাদপত্রের প্রতিনিধি জানতে চাইলে স্টিমাকের ব্যাখ্যা, 'আজ যে গোল করল, তার অর্ধেক হল আমার গোটা দলের মার্কেট ভ্যালু। এতেই আপনারা আন্দাজ করে নিতে পারেন, আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে।' এরপরেই তাঁর তোপ, 'এখনও পর্যন্ত আমরা অনূর্ধ্ব-১৮, ২০ বা ২৩ এশিয়ান কাপের মূলপর্বে যোগ্যতার্জন করতে পারিনি। সাপ্লাই লাইনই যদি না থাকে তাহলে সিনিয়ার দলে কীভাবে ভালো ফল করা সম্ভব? এর জন্য পরিকল্পনা শিশু স্তর থেকে দরকার। পরিকল্পনা, বিনিয়োগ, পরিকাঠামো ঠিক হলে তবেই উন্নতি হবে।'

গত দুই এশিয়ান কাপে ভারতের গোল ছিল। এবারই প্রথম ভারত মূলপর্বে কোনও গোল পেল না। ২০১১ সালে তিন গোল ছিল। কিন্তু গোল খায় ১৩টি। অর্থাৎ গোলপার্থক্য -১০। ২০১৯ সালে চার গোল দিয়ে সমসংখ্যক গোল খাওয়ায় পার্থক্য ছিল শূন্য। কিন্তু এবার প্রচুর সুযোগ তৈরি হলেও গোল হয়নি। খেতে হয়েছে ৬ গোল। এই গোল না পাওয়ার সমস্যা মেনে নিতে স্টিমাকের মন্তব্য, 'তিন ম্যাচেই আমরা প্রমাণ করেছি যে এই স্তরের টুর্নামেন্টে খেলার দক্ষতা আমাদের আছে। শুধু গোল করার জায়গায় আমাদের কিছু খামতি থেকে যাচ্ছে। প্রতিপক্ষের গোলের সামনে আত্মবিশ্বাসের অভাব। আশা করি, এই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা আমাদের পরের এশিয়ান কাপে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। আগেও বলেছি, যত বেশি সংখ্যক ভারতীয় ফুটবলার ক্লাব স্তরে সেন্টার ফরোয়ার্ড পজিশনে খেলবে ততই এই সমস্যা কাটবে।' তবে শেষ ম্যাচে রেফারিং সঠিক ছিল না বলে দাবি তাঁর, 'আমাদের প্রতি রেফারি একটু বেশিই নির্দয় ছিলেন। অকারণে কার্ড দেখানো হয়েছে। অথচ আমাদের ফুটবলারদের বল ছাড়া আঘাত করেও সিরিয়ানরা পার পেয়ে গেছে। অথচ লাল কার্ড দেখানো উচিত ছিল। কিছু রেফারি কড়া ট্যাকলকে পাত্তা দেন না, খেলা চালিয়ে যান। পুরোটাই এভাবে চললে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু দুই দলের জন্য দুইরকম হলে তো প্রশ্ন উঠবেই।'

এবার সামনের দিকে তাকাতে চান স্টিমাক। মার্চেই বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব। কুয়েতকে তাদের মাঠে হারিয়ে ভারতের পয়েন্ট আপাতত তিন। আফগানিস্তান ও কুয়েতের বিরুদ্ধে যত বেশি সংখ্যক সম্ভব, পয়েন্ট তোলাই এখন পরিকল্পনা স্টিমাকের। নিজেদের লক্ষ্য অনুযায়ী খেললে তৃতীয় রাউন্ডে ওঠা কঠিন নয় বলেই এই চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'ভারতকে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের তৃতীয় রাউন্ডে নিয়ে যাব, এই প্রতিশ্রুতি আমি দিচ্ছি। কিন্তু আমি জাদুকর নই। আমি একজন পরিশ্রমী ফুটবলকর্মী। তাই সবাইকে ধৈর্য রাখার অনুরোধ করব। ফুটবলে উন্নতি রাতারাতি হয় না। অ্যাকাডেমিগুলোতে বিদেশি কোচ দরকার। উন্নতির গতি বাড়াতে হবে।' তিনি শেষপর্যন্ত নিজের প্রতিশ্রুতি রেখে ভারতকে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের তৃতীয় রাউন্ডে তুলতে পারলে সুনীলরা তো বটেই, স্টিমাকও থেকে যাবেন ইতিহাসের পাতায়।

আগামীদিনে ছেলেদের থেকে আরও ভালো পারফরমেন্স চান স্টিমাক।

ফুচকা, ঝালমুড়ির আবেগে ভাসলেন দীপা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : কখনও আবেগের স্রোতে ভেসে গেলেন। আবার কখনও বাস্তবের রুক্ষ জমিতে পা দিয়ে আগামীর বার্তা দিলেন। যার মন্ত্র, হাল ছেড়ো না। পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন।

প্যারা অলিম্পিয়ান দীপা মালিক নিজেই তো আবেগ। তিনি নিজেই তো জীবন্ত কিংবদন্তি। যিনি শরীরের সমস্যাকে উপেক্ষা করে অনায়াসে সফল হতে জানেন। দেশের প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়ার দরবারে তেরঙা পতাকা ওড়াতেও তিনি জানেন।

গতকাল রাতে কলকাতায় হাজির হয়েছিলেন। আজ সকালে কলকাতা থেকে প্রায় চার ঘণ্টার দূরত্বের সৈকত শহর মন্দারমণিতে পৌঁছে যান কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের তরফে জীবনকৃতি সম্মান নিতে। সন্ধ্যায় ব্যানিয়ান ট্রি রিসর্টে জীবনকৃতি সম্মান নিয়ে দীপা সামান্য সময়ের জন্য হলেও ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর অতীতে। কলকাতা, শিলিগুড়ি, হাসিমারাতে ছোটবেলার অনেকটা সময় কাটিয়েছেন তিনি। রাজীব খেলরত্নর মতো সম্মান আগেই পাওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরও আজ কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের তরফে জীবনকৃতি সম্মান পেয়ে অতীতের সরণিতে পা ফেলেছিলেন দীপা। তাঁর কথায়, 'কলকাতা ও বাংলার সঙ্গে আমার জীবনের অনেকটা সময় জড়িয়ে রয়েছে। জীবনের অনেক প্রথমই ঘটেছে কলকাতা ও উত্তরবঙ্গের নানা জায়গায়। ঝালমুড়ি, ফুচকা খাওয়ার অতীত অভিজ্ঞতা কীভাবে ভুলব। জীবনে যা কিছু অর্জন করেছি, তার শুরুটা হয়েছিল এই বাংলা থেকেই। জীবনের বহু পথ পার করার পর আগামী প্রজন্মকে একটাই কথা বলতে চাই, হাল ছেড়ো না। পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন। মানুষের সদিচ্ছা থাকলে সব সম্ভব।' কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব ও ব্যানিয়ান ট্রি গ্রুপের তরফে আজ ক্রীড়াক্ষেত্রে সফল খেলোয়াড়দের বর্ষসেরার সম্মান প্রদান করা হল। সেখানেই দীপার সঙ্গে মনোজ কোঠারিও পেলেন জীবনকৃতির সম্মান। বর্ষসেরা ফুটবলার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। বর্ষসেরা ক্রিকেটার মুকেশ কুমার ও রিচা ঘোষ। হায়দরাবাদে থাকায় মুকেশ-রিচারা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি।

জীবনকৃতি সম্মান নিয়ে মনোজ কোঠারি (বাঁয়ে) ও দীপা মালিক। -ডি মণ্ডল

জীবনকৃতি তারকা প্যারা অলিম্পিয়ানকে

ইতিহাস গড়ল প্যালেস্তাইন

দোহা, ২৪ জানুয়ারি : দেশজুড়ে শুধু বারুদের গন্ধ। যুদ্ধ থামার কোনও লক্ষণ নেই। বরং রক্তে আরও লাল হয়ে উঠছে দেশের মাটি। সেই ধ্বংসস্তূপের আবহে দেশটি নেমেছিল এএফসি এশিয়ান কাপে খেলতে। শুধু খেলতেই নামেনি, ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য নক আউটে যাওয়ার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিয়েছে দেশটি। সেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ প্যালেস্তাইন যেন গ্রিক পুরাণের ফিনিক্স পাখি। মঙ্গলবার তারা গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ৩-০ গোলে হংকংকে হারিয়ে দেয়। ম্যাচের নায়ক ওডে দাবাগ জোড়া গোল করেন। অপর গোলটি জায়িদ কুনবারের। রেফারি শেষ বাঁশি বাজাতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন প্যালেস্তাইনের কোচ, খেলোয়াড়রা। অধিনায়ক আল-বাত্তাদ বলেন, 'দেশবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম নক আউটে আমরা উঠব। সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে পেরেছি। যাঁরা আমাদের সমর্থন করেছেন তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' এশিয়ান কাপের ফরম্যাট অনুযায়ী ছয়টি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের পাশাপাশি সেরা চারটি তৃতীয় স্থানাধিকারী দল পরের রাউন্ডে যাবে। সেই সুবাদে ৩ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে তৃতীয় স্থান পেয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডের পথে পা বাড়াল যুদ্ধবিধ্বস্ত প্যালেস্তাইন।

ফাইনালে চেলসি

লন্ডন, ২৪ জানুয়ারি : প্রথম লেগে মিডলসবরোর কাছে হেরেছিল চেলসি। কিন্তু সেই হারটা যে অপ্রত্যাশিত ছিল তা আবারও প্রমাণ করে দিলেন মৌরিসিও পচেত্তিনোর ছেলেরা। দ্বিতীয় লেগে ঘরের মাঠ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে মাইকেল ক্যারিকের দলকে নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করলেন এনজো ফার্নান্ডেজরা। তাঁদের দাপটে ৬-১ গোলে জয় পেল চেলসি।

১৫ মিনিটে জনি হাউসনের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় চেলসি। ২৯ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আর্জেন্টাইন মিডিও এনজো। ৩৬ মিনিটে তৃতীয় গোল অ্যাঞ্জেল দিসাসির। বিরতির আগে লক্ষ্যভেদ করেন কোলে পামার। ৭৭ মিনিটে পামার ও ৮১ মিনিটে মাদুয়েকে গোল করেন। মিডলসবরোর হয়ে একমাত্র গোলটি মরগ্যান রজার্সের। সব মিলিয়ে ৬-২ ব্যবধানে জিতে কারাবাও কাপের ফাইনালে উঠল লন্ডনের দলটি। ম্যাচের পর পচেত্তিনো বলেছেন, 'প্রথম লেগে আশানুরূপ খেলতে পারিনি। কিন্তু এদিন আমরা দুর্দান্ত খেলেছি।'

প্রয়াত কোচ অরুণ

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : প্রয়াত হলেন ময়দানের প্রখ্যাত কোচ অরুণ ঘোষ। বুধবার বেলা ১২টা নাগাদ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। টানা দুই দশক কালীঘাট মিলন সংঘে কোচিং করিয়েছেন।

শেষ চারবছর ক্লাবের টিডির দায়িত্ব সামলেছেন। ছিলেন আইএফএ কোচেস কমিটির সদস্য। তাঁর মৃত্যুতে ময়দানে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বশির ভিসা না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সুনক

চাঁছাছোলা ইংরেজ অধিনায়ক স্টোকস, সন্ধ্যায় মিলল ছাড়পত্র

লন্ডন, ২৪ জানুয়ারি : আসন্ন ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ শুরুর আগেই আলোচনার শীর্ষে। সপ্তাহের শুরুতেই ভিসা না পাওয়ায় দলের সঙ্গে ভারতে আসতে পারেননি ইংল্যান্ডের স্পিনার শোয়েব বশির। এরমধ্যেই ভিসাজট কাটিয়ে উঠতে না পেরে ২০ বছরের পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত এই ক্রিকেটার দেশে ফিরে গিয়েছেন। এরপরই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের এক মুখপাত্র নাম না করেই ভারতের প্রতি তাঁদের রুষ্টতার কথা তুলে ধরলেন। এরপরই বুধবার সন্ধ্যায় ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানা গেল, অবশেষে জট কাটিয়ে বশিরের ভারতে আসার ছাড়পত্র মিলেছে। যার ফলে বিষয়টি নিয়ে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে টালমাটাল পরিস্থিতি তৈরি হলেও তা এখন হয়তো স্বাভাবিক।

সোমবার রাতে আবু ধাবি থেকে ১০ দিনের ট্রেনিং ক্যাম্প সেরে ভারতে পৌঁছোন বেন স্টোকসরা। তবে ছাড়পত্র না পাওয়ায় আবু ধাবিতেই রয়ে যান বশির। আশা করা হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) ও বিদেশমন্ত্রক বিষয়টি সামলে নেবে। তবে এদিন জানা গেল, ভিসাজট মেটাতে বশিরকে দেশে ফিরতে হয়েছে। যা মোটেও ভালোভাবে নেয়নি ব্রিটিশ সরকার। এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ভারতের ভিসা নীতি নিয়ে সরব হলেন সুনকের এক মুখপাত্র। তাঁর বক্তব্য, 'সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারব না। তবে ভিসা নীতি নিয়ে আমরা আগেও ভারতীয় হাইকমিশনকে অভিযোগ জানিয়েছি। আমরা স্পষ্টভাবে এই বিষয়ে ভারতের থেকে সমস্ত ব্রিটিশ নাগরিকের সঙ্গে সমান ব্যবহার আশা করি। এর আগেও ভিসা নিয়ে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিকদের সমস্যা হয়েছে। লন্ডনের দূতাবাসে ভিসা পাওয়া নিয়ে সমস্যার কথা জানানো হয়েছে।'

> সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারব না। তবে ভিসা নীতি নিয়ে আমরা আগেও ভারতীয় হাইকমিশনকে অভিযোগ জানিয়েছি। আমরা স্পষ্টভাবে এই বিষয়ে ভারতের থেকে সমস্ত ব্রিটিশ নাগরিকের সঙ্গে সমান ব্যবহার আশা করি।
>
> **ঋষি সুনকের মুখপাত্র**

> অধিনায়ক হিসাবে এমন ঘটনায় আমি হতাশ। ডিসেম্বরে আমরা দল ঘোষণা করলেও এখনও বশির ভিসা না পাওয়া একটি অবাঞ্ছনীয় ঘটনা। ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার সুযোগ পাওয়া কত কঠিন তা আমি জানি। তাই ওরজন্য খারাপ লাগছে।
>
> **বেন স্টোকস**

শুধু কূটনৈতিক মহলেই নয়, বশিরের ভিসাজটের আঁচ পড়ল প্রথম টেস্টের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনেও। দুই দলের অধিনায়ককেই এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। যার উত্তরে ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা শোয়েবের জন্যে সহমর্মিতা দেখালেও, তিনি যে 'ভিসা অফিসের কর্মী' নন তাও জানিয়ে দেন। তবে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন শুনেই ফ্রন্টফুটে বেন স্টোকস। যেন এরই অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। ইংল্যান্ড নেতা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, বাড়াবাড়ি এড়াতেই ভারতে এসেছেন তিনি। নাহলে বশিরের ভিসাজট না কাটিয়ে তিনি এখানে আসতেই চাননি। তিনি আরও বলেছেন, 'অধিনায়ক হিসাবে এমন ঘটনায় আমি হতাশ। ডিসেম্বরে আমরা দল ঘোষণা করলেও এখনও বশির ভিসা না পাওয়া একটি অবাঞ্ছনীয় ঘটনা। ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার সুযোগ পাওয়া কত কঠিন তা আমি জানি। তাই ওরজন্য খারাপ লাগছে।'

বিস্ফোরক স্টোকস এখানেই থামেননি। এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে বলে তাঁর অভিযোগ। স্টোকস জানিয়েছেন, তাঁর অনেক সতীর্থকেই এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যা তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য হতাশাজনক।

অন্যদিকে, ভিসাজট কেটে যাওয়ায় ভারতে আসার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন বশির। জানা গিয়েছে, খুব শীঘ্রই দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি। ছাড়পত্র মিললেও অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। ফলে বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদে প্রথম টেস্টে বশিরের টেস্ট অভিষেকের সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। তবে সমস্ত জট কেটে যাওয়ায় দ্বিতীয় টেস্টেই ইংল্যান্ডের জার্সিতে তাঁকে দেখার অপেক্ষায় রয়েছে ক্রিকেটমহল।

বাজবলের পরীক্ষায় ইংল্যান্ড

হায়দরাবাদ, ২৪ জানুয়ারি : সালটা ২০০১।

'লাস্ট ফ্রন্টিয়ার' জয়ের ধ্বজা উড়িয়ে ভারতে পা রেখেছিল স্টিভ ওয়ার অপ্রতিরোধ্য অস্ট্রেলিয়া। বাকিটা ইতিহাস। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ব্রিগেডের মরিয়া লড়াইয়ের সামনে স্বপ্ন চূরমার হয়েছিল স্টিভের।

বাজবলের বিজয়পতাকা উড়িয়ে দিতে ভারতে এবার উপস্থিত ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম-বেন স্টোকসরা। আগ্রাসী ক্রিকেটে টেস্ট ফর্ম্যাটকে নতুন আঙ্গিক দিয়ে হইচই ফেলেছে বাজবল। ভারতের মাটিতে এবার পরীক্ষা স্টোকসদের নয়া 'ব্র্যান্ড অফ ক্রিকেট'-এর।

পাঁচ ম্যাচের লম্বা সিরিজে শুরুটা আগামীকাল নিজামের শহর হায়দরাবাদে। বাজবলের পথে মূল কাটা ভারতীয় স্পিন, স্পিন সহায়ক পরিস্থিতি। প্রশ্ন জো রুট, জনি বেয়ারস্টো, বেন স্টোকস আগ্রাসন রবিচন্দ্রন অশ্বীন-রবীন্দ্র জাদেজাদের সামনে টিকবে তো?

ঘরের মাঠে বাজবলের বিরুদ্ধে স্পিন-ঐতিহ্য ধরে রাখারও পরীক্ষা অশ্বীনদের জন্যও। নতুন হেয়ারস্টাইল নিয়ে তৈরি অশ্বীনও। মজা করে গতকাল রবি শাস্ত্রী বলছিলেন, নিউ লুক অশ্বীনের হাত থেকে এবার তিসরা, চৌঠা বেরোতে পারে!

প্রথম দিন থেকেই স্পিনের পূর্বাভাস। ফায়দা নিতে তিন স্পিনারে দল সাজিয়েছে ইংল্যান্ড। জ্যাক লিচের সঙ্গে দুই অনভিজ্ঞ রেহান আহমেদ ও টম হার্টলে (টেস্ট অভিষেক হচ্ছে)। একমাত্র পেসার মার্ক উড। জায়গা হয়নি নতুন রানআপ নিয়ে ভারতে হাজির জেমস অ্যান্ডারসনের।

গত পাক সফরে বাজবল রং ছড়িয়েছিল। ৩-০ ব্যবধানে বাবর আজমদের হোয়াইটওয়াশ করেন স্টোকসরা। তবে ম্যাককুলামের স্বীকারোক্তি, ভারতের মাটিতেই আসল পরীক্ষা। যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে তারা প্রস্তুত।

ভারতীয় দলেও একঝাঁক নতুন মুখ। চেতেশ্বর পূজারা, আজিঙ্কা রাহানে আগেই বাদ। চোটের জন্য নেই মহম্মদ সামি। ধাক্কা বিরাট কোহলির প্রথম দুই টেস্টে না থাকার সিদ্ধান্ত। কোহলির পরিবর্ত হিসেবে ডাক পড়েছে রজত পাতিদারের। ব্যাটিংয়ে অভিজ্ঞ বলতে রোহিত, লোকেশ রাহুল। অনভিজ্ঞ ভারতীয় ব্যাটিং টার্গেট ব্রেন্ডন ম্যাককুলামদের। নিশানায় সফল হলে ২০১২-'১৩-র পর ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয়ের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। হ্যারি ব্রুক না থাকলেও ইংল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপ শক্তিশালী এবং অভিজ্ঞ। কেন্দ্রীয় চরিত্র জো রুট, ভারতকে সামনে পেলে যাঁর ব্যাট আরও চওড়া।

গত সফরেও চেন্নাই টেস্টে দ্বিশতরানে ভারত-বধের মূল কারিগর। রোহিতদের চাপে রাখতে রুটের ভরসার ব্যাট জায়গা। ম্যাককুলামদের মূল ইউএসপি অবশ্য আক্রমণাত্মক ব্যাটিং। নাসের হুসেন, কেভিন পিটারসনরা ভারসাম্যের ক্রিকেটের পরামর্শ দিয়েছেন ভারতের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে।

যদিও স্ট্র্যাটেজি বদলের ভাবনাকে কার্যত উড়িয়ে দিচ্ছে ইংল্যান্ড শিবির। জসপ্রীত বুমরাহর পর সিরাজের দাবি, তাহলে সুবিধা ভারতেরই। যুক্তি, ভারতীয় পিচে প্রতিটি বল হিট করা সম্ভব নয়। কোন বল টার্ন করবে, কোনটা সোজা আসবে বলা মুশকিল। তারপরও বাজবল চললে দেড়-দুইদিনে ম্যাচ শেষ হয়ে যেতে পারে। কেপটাউন টেস্টের (১৫ রানে ৬ উইকেট) নায়ক সিরাজ আত্মবিশ্বাসী, নিজের ক্রিকেটের আঁতুড়ে বাজবলের ফায়দা তুলতে।

ইংল্যান্ড প্রথম এগারো ঘোষণা করলেও রোহিত সাংবাদিক সম্মেলনে তাসটা লুকিয়ে রেখেছেন। ব্যাটিং কম্বিনেশন মোটামুটি প্রস্তুত। ধন্ধ শুধু বাড়তি স্পিনার নিয়ে খেলার ভাবনা নিয়ে। সেক্ষেত্রে তিন স্পিনারে গেলে অক্ষর প্যাটেল নাকি কুলদীপ যাদব? রোহিতের কথায়, সিদ্ধান্তটা সহজ নয়।

রোহিত-যশস্বী জয়সওয়াল ওপেনিংয়ে। তিনে শুভমান গিল। গতকালই বর্ষসেরা পুরস্কার পেয়েছেন দলের সিনিয়ার তারকাদের পিছনে ফেলে। আগামীকাল নামবেন টেস্টের বিবর্ণ (ব্যাটিং গড় ৩০.৫৮) রেকর্ডকে উজ্জ্বল করতে। তৃতীয় টেস্টে বিরাট ফিরলে ব্যাটিং অর্ডারে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

নড়বড়ে জমিটা শক্ত করার তাগিদে নেটে বাড়তি ঘাম ঝরিয়েছেন। এবার আসল মঞ্চে প্রতিফলনের পালা। শ্রেয়সের ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য। প্র্যাকটিসে চোট পাওয়া নিয়ে সংশয় তৈরি হলেও ম্যাচ ফিট। স্পিনের বিরুদ্ধে সফল শ্রেয়স আইয়ার আগামীকাল নামবেন টার্নিং পিচের নিজের সুনাম বজায় রাখতে।

এমনই একঝাঁক দলগত, ব্যক্তিগত চাওয়ার-পাওয়ার হিসেব মেলানোর পালা। বাজবল নাকি ভারতের স্পিনবল- শেষ হাসি কে হাসবে, উত্তরের জন্য আগামী কয়েকদিন নিজামের শহরে চোখ থাকবে।

ভারত বনাম ইংল্যান্ড
প্রথম টেস্ট
স্থান : হায়দরাবাদ
সময় : সকাল ৯.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

অনুশীলনে মারমুখি মেজাজে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস।

গত কয়েকটি সিরিজের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলার লক্ষ্য থাকবে শুভমান গিলের।

এক নজরে

- দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে পাঁচশো উইকেট থেকে ১০ শিকার দূরে রবিচন্দ্রন অশ্বীন (৪৯০)। তিনশোর ক্লাবে পা রাখতে রবীন্দ্র জাদেজার প্রয়োজন ২৫ উইকেট।
- শচীন তেন্ডুলকারকে (২৫৩৫) পিছনে ফেলে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্টে ডুয়েলে সর্বাধিক রান করতে জো রুটের দরকার আর ১০।
- ২০২০-২১-এ প্রথম ভারত সফরে জ্যাক লিচ ২৮.৭২ গড়ে ১৮ উইকেট নিয়েছিলেন।
- ২০১১-র পর প্রথমবার বিরাট কোহলি, চেতেশ্বর পূজারা, আজিঙ্কা রাহানেকে ছাড়া টেস্ট খেলতে নামছে ভারত।

পূজারাদের জন্যও দরজা খোলা

আমি ভিসা অফিসে বসি না : রোহিত

হায়দরাবাদ, ২৪ জানুয়ারি : ইংল্যান্ডের বাজবল বনাম ভারতের স্পিনবল।

আসন্ন ইন্দো-ইঙ্গ টেস্ট ডুয়েলের অলিখিত স্লোগান। ভারতের স্পিন সহায়ক পরিস্থিতিতে ভারতীয় স্পিনারদের বিরুদ্ধে বাজবলের পরীক্ষা। পরীক্ষা বাজবলের সামনে রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাদেরও।

কেপটাউনের দুরন্ত জয়কে পিছনে ফেলে আগামীকাল যে নতুন লক্ষ্যে মাঠে নামছে রোহিত শর্মারি ভারত। চারমিনার শহরে পাঁচ ম্যাচের লম্বা সিরিজের সূচনা। ভারত যেখানে ফেভারিট হিসেবে নামছে। আন্ডারডগ ইংল্যান্ডের সামনে ১২ বছরের পুরোনো সাফল্যের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর হাতছানি।

রোহিত শর্মা যদিও ঘরের মাঠে নিজেদের ফেভারিট বা অপরাজেয় মানতে নারাজ। সমীহ করছেন প্রতিপক্ষকে। বিরাট কোহলির অনুপস্থিতি নিয়ে আক্ষেপ থাকলেও শূন্যতা পূরণের আত্মবিশ্বাসও ভরপুর।

বিরাটের পরিবর্ত হিসেবে চেতেশ্বর পূজারার নাম ঘোরাফেরা করলেও সুযোগ মিলেছে রজত পাতিদারের। পূজারাদের জন্য দরজা চিরতরে বন্ধ হয়নি জানিয়েও রোহিতের যুক্তি, ঘরের মাঠে নতুনদের সুযোগ দেওয়ার ভাবনায় পাতিদারকে অগ্রাধিকার।

সাংবাদিক সম্মেলনে উড়ে আসার ভিসা নিয়ে ইংরেজ স্পিনার শোয়েব বশির-বিতর্কও সামলালেন হাসতে হাসতে। মহম্মদ সিরাজের পাড়ার মাঠে আগামীকাল নামবেন বাজবলকে বেলাইন করতে।

বশির ভিসা-বিতর্ক

সত্যি বলতে ওর জন্য খারাপ লাগছে। আমাদের কেউ ইংল্যান্ড সফরের প্রাক্কালে এভাবে ভিসা না পেলে, আমাদেরও খারাপ লাগত। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। তবে আমি ভিসা অফিসে বসি না। ফলে এই ব্যাপারে বিশদ তথ্য দিতে পারব না। আশা করব, খুব তাড়াতাড়ি ভিসা পেয়ে যাবে। আমাদের এখানে এসে ভারতকে উপভোগ করতে পারবে।

ঘরের মাঠে অপরাজেয়

আমরা অপরাজেয় মনে করি না। এভাবে ভাবতেও চাই না। গত এক দশকে আমাদের অতীত রেকর্ড উজ্জ্বল। কিন্তু তার মানে এই নয়, আমরা এই সিরিজেও জিতব। নতুন সিরিজ। নতুন চ্যালেঞ্জ। জিততে হলে ভালো খেলতে হবে।

কেপটাউন থেকে হায়দরবাদ

কেপটাউনের জয় নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত ছিল। কালকের মঞ্চটা হায়দরাবাদে। পরিস্থিতি, পরিবেশ, প্রতিপক্ষ-সব আলাদা। নিশ্চিতভাবে কেপটাউনের সাফল্য আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। এই সিরিজেও যে আত্মবিশ্বাসটাকে কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর আমরা।

পূজারা নয় পাতিদার

বিরাটের পরিবর্ত হিসেবে অভিজ্ঞ কাউকে নেওয়ার কথা প্রথমে ভেবেছিলাম আমরা। কিন্তু পরে সিদ্ধান্তে বদল। ঠিক করি ঘরের তরুণদের সুযোগ দেব না তো কবে দেব? কারণ দেশের বাইরে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তরুণ ক্রিকেটারদের পরীক্ষার মুখে ঠেলে দেওয়ার পক্ষপাতী নই আমরা।

আর একজন অভিজ্ঞ বাদ দেওয়া সহজ নয়। কারণ, দীর্ঘদিন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজার উপস্থিতিতে দেশের মাটিতে খুব বেশি টেস্ট খেলার সুযোগ পায়নি। কিন্তু গত ২ বছরে যেভাবে উন্নতি করেছে, নিঃসন্দেহে আমাদের অন্যতম বিকল্প কুলদীপ।

অক্ষর প্যাটেলের অলরাউন্ড দক্ষতা দলের ব্যাটিং গভীরতা বাড়িয়েছে। ভারতীয় পরিবেশে ওর ধারাবাহিকতাও প্রশংসনীয়। টেস্ট ফর্ম্যাটে নিঃসন্দেহে দলের গুরুত্বপূর্ণ বোলিং অস্ত্র। কুলদীপ নাকি অক্ষর? নিঃসন্দেহে টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য মাথাব্যথা। কে খেলবে এখনও চূড়ান্ত নয়। নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত নেওয়া আমাদের জন্য সহজ হবে না।

অক্ষর নাকি কুলদীপ?

কুলদীপ যাদব নিঃসন্দেহে এক্স ফ্যাক্টর। গত কয়েক মাসে দারুণ ছন্দে রয়েছে। উইকেটে বাউন্স থাকুক বা না থাকুক, যেকোনও পরিস্থিতিতে সফল হওয়ার মতো বৈচিত্র্য রয়েছে কুলদীপের বোলিংয়ে। এখন অনেক বেশি পরিণত। অবশ্য রবিচন্দ্রন

সাংবাদিক সম্মেলনে খোশমেজাজে রোহিত শর্মা। বুধবার।

করোনার থাবা অস্ট্রেলিয়া দলে

ক্যানবেরা, ২৪ জানুয়ারি : করোনা পিছু ছাড়ছে না অস্ট্রেলিয়া দলের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের আগে করোনা সংক্রামিত হয়েছিলেন অজি ব্যাটার ট্রাভিস হেড। এবার সেই দলে নাম লেখালেন কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড ও অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট। তার আগে দুইজনের করোনা সংক্রমণ নিঃসন্দেহে ধাক্কা দিয়েছে অজি শিবিরকে। যদিও ট্রাভিস হেড দ্বিতীয় টেস্টের আগে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এদিকে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গ্রিন ও অ্যান্ড্রুকে দল থেকে আলাদা রাখা হয়েছে। তবে তাঁরা খুব বেশি অসুস্থ না হলে ম্যাচের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন। প্রোটোকল অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খেলোয়াড়দের রিপোর্ট পজিটিভ এলেও তাঁরা খেলায় অংশ নিতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে তাঁদের আলাদা রাখতে হবে।

এদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড। এই সিরিজে দলকে নেতৃত্ব দেবেন মিচেল মার্শ। অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড সরকারিভাবে কিছু না জানালেও মনে করা হচ্ছে টি২০ বিশ্বকাপেও তিনিই দায়িত্বে থাকবেন। বিতর্কে জড়ানো সত্ত্বেও ম্যাক্সওয়েলকে দলে রাখা হয়েছে। বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে তিন সিনিয়ার ক্রিকেটার প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক ও স্মিথকে। টেস্ট ও ওডিআই থেকে অবসর নেওয়া ডেভিড ওয়ার্নার কিন্তু দলে রয়েছেন।

নতুন বলে উডের সঙ্গী রুট!

হায়দরাবাদ, ২৪ জানুয়ারি : ভারতীয় স্পিনের জবাব স্পিন-অস্ত্রেই। রবিচন্দ্রন অশ্বীন-রবীন্দ্র জাদেজাদের জন্য তৈরি পিচকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর ইংল্যান্ড শিবির। ম্যাচের চব্বিশ ঘণ্টা আগেই নিজেদের সেই ভাবনা পরিষ্কার করে দিলেন বেন স্টোকস-ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম।

বাজবলের রীতি মেনেই আগের দিনই চূড়ান্ত দল ঘোষণা। একাদশে তিন-তিনজন স্পিনার। একমাত্র পেসার শুধু মার্ক উড। ১৯৬২ সালের পর টেস্টে ইংল্যান্ড দলে যা এরকম ঘটনা প্রথমবার। ফলস্বরূপ ঠাঁই হয়নি চল্লিশের চালশেমিকে ঝেড়ে ফেলে নতুন রানআপ নিয়ে ভারতে হাজির জেমস অ্যান্ডারসনেরও।

স্পষ্ট ইঙ্গিত থ্রি লায়ন্স শিবিরের। জবাব স্পিন-অস্ত্রেই। ব্যাট হাতে অশ্বীনদের ওপর চাপ তৈরির পর স্পিন-ত্রয়ী জ্যাক লিচ, রেহান আহমেদ, টম হার্টলে এবং মার্ক উডের এক্সপ্রেস গতিতে বিরাট কোহলিহীন ভারতীয় ব্যাটিংয়ের পরীক্ষা নেওয়া।

অনিয়মিত স্পিনার হিসেবে থাকছেন জো রুট, যাঁর সেরা (৮/৫) বোলিং পরিসংখ্যানও ভারতের বিরুদ্ধেই (আহমেদাবাদ)। এমনকি নতুন বলে উডের সঙ্গী হিসেবে দেখা যেতে পারে রুটকেও! সাংবাদিক সম্মেলনে সেই সম্ভাবনা উসকে দিয়ে স্টোকসের যুক্তি, 'পরিকল্পনার মধ্যে নমনীয়তা রাখতে চাই। সেরকম মনে হলে, রুটের হাতে নতুন বলও তুলে দিতে পারি। যশস্বী জয়সওয়াল ওপেন করলে আপনারা শুরুতে রুটকে বোলারের ভূমিকাতে দেখতেও পারেন। সবকিছুই নির্ভর করবে তখন কী ভাবছি, পরিস্থিতি কী দাবি করছে।'

বাজবল ক্রিকেট-দর্শনের প্রতিফলন! একঝাঁক স্পিনারের মাঝে পেস ব্রিগেডে একা মার্ক উড! সাহসী সিদ্ধান্ত বটে। স্টোকসের বিশ্বাস, একাই পেস ব্রিগেডের দায়িত্ব সামলে দিতে সক্ষম উড। বলেন, 'ও যথার্থ অর্থেই ইমপ্যাক্ট বোলার। ওর দুরন্ত গতি সম্পদ। পুরোনো বলে এক্সপ্রেস গতির সঙ্গে রিভার্স সুইং, যা সামলানো ব্যাটারদের জন্য মুশকিল হবে।' ছোট ছোট স্পেলে উডকে ব্যবহারের স্ট্র্যাটেজিও আড়াল করলেন না। স্টোকসের দাবি, উডকে তা জানিয়েও দিয়েছেন। দাবি ছোট স্পেলে সর্বোচ্চ গতিতে বল ছোটানোর। অবশ্য ম্যাচ পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিকল্পনা কিছু রদবদল হতেই পারে।

চোখ থাকবে নবাগত স্পিনার হার্টলের দিকে। চারমিনার শহরে অভিষেকের আগে অধিনায়ক আস্থা দেখালেন তরুণ সতীর্থের প্রতি। স্টোকসের কথায়, 'হার্টলে বলের গতিতে ব্যাটারদের বোকা বানানোর ক্ষমতা রাখে। বোলিংয়ে বৈচিত্র্য রয়েছে, যা ভারতীয় পিচে কার্যকর হবে বলে বিশ্বাস। এখানকার পিচের পুরো ফায়দা তোলার দারুণ সুযোগ ওর সামনে।'

সিরিজের উদ্বোধনী টেস্টে উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্বে বেন ফোকস। জনি বেয়ারস্টো খেলবেন বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবে। সাম্প্রতিককালে তিন ফর্ম্যাটে ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলেছেন বেয়ারস্টো। যদিও হায়দরাবাদের সম্ভাব্য টার্নিং পিচে ফোকসেই আস্থা। স্টোকসের মতে, ফোকসের উইকেটকিপিং দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন নেই। বিশেষত, ভারতের স্পিন-সহায়ক পিচে। উইকেটের পিছনে ফোকসের উপস্থিতিতে দলকে নির্ভরতা দেবে।

বিষয়টি নিয়ে বেয়ারস্টোর সঙ্গেও কথা বলেছে ইংল্যান্ডের টিম ম্যানেজমেন্ট। স্টোকস জানান, বেয়ারস্টোরকে ব্যাটিংয়ে মনোনিবেশ করতে বলা হয়েছে। হ্যারি ব্রুক সরে দাঁড়ানোর ফলে ব্যাটিং অর্ডারে কিছু রদবদল হচ্ছে। সেক্ষেত্রে বেয়ারস্টোকে পাঁচ নম্বরে ব্যবহার করা হবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে রাখঢাক না করে যা পরিষ্কার জানিয়েও দেন স্টোকস।

তিন স্পিনারে পালটা মারের লক্ষ্য স্টোকসের

পিংয়ের দায়িত্বে বেন ফোকস। জনি বেয়ারস্টো খেলবেন বিশেষজ্ঞ ব্যাটার

বাড়তি স্পিনারের ভাবনায় মনোজরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না। রনজির শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি। তিন ম্যাচে সংগ্রহ মাত্র পাঁচ পয়েন্ট। গ্রুপ 'বি' ইতিমধ্যেই মুম্বই, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড় বাংলা দলকে চাপে ফেলে দিয়েছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে প্রকৃতিও সঙ্গ দিচ্ছে না টিম বাংলার।

কানপুরে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে নিশ্চিত জেতা ম্যাচ কুয়াশা ও মন্দ আলোর জন্য হাতছাড়া হয়েছে। জুটেছে মাত্র এক পয়েন্ট। ঘরের মাঠে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে ম্যাচেও ফের বাংলার সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রকৃতি। এমন অবস্থায় শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা অসমের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার লক্ষ্যে আজই গুয়াহাটি পৌঁছে গেলেন মনোজ তিওয়ারিরা। বেলার দিকে অসমের রাজধানী শহরে পা রাখার পরই কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার সঙ্গে দলের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার হাজির হয়েছিলেন কামাখ্যা মন্দিরে। উদ্দেশ্য, আগামীর সাফল্য কামনায় পুজো দেওয়া। সন্ধ্যার দিকে গুয়াহাটি থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট। যেখানে খারাপ সময় সবারই আসে। আমাদেরও সময়টা খারাপ যাচ্ছে। এমন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে। তার জন্য যদি ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়া যায়, মন্দ কী।'

কামাখ্যা মন্দিরে পুজো দিল বাংলা দল। বুধবার গুয়াহাটিতে।

গ্রুপ 'বি'-তে সবার নীচে থাকা দল অসমের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বাংলার ভাগ্য কী হবে, সময় বলবে। ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম একাদশ থেকে বদলের পরিকল্পনা রয়েছে। জানা গিয়েছে, বর্ষাপাড়ার মাঠে বাড়তি স্পিনার খেলানোর ভাবনা রয়েছে মনোজদের। সূত্রের খবর, প্রদীপ্ত প্রামাণিক দলে ফিরছেন। অঙ্কিত মিশ্রেরও অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাস্তবে এমনটা হলে কারা বাদ পড়বেন? ইডেনে শেষ ম্যাচে অভিষেক হওয়া ব্যাটার শুভম চট্টোপাধ্যায় ও একেবারেই ছন্দে না থাকা জোরে বোলার ঈশান পোড়েলের প্রথম একাদশের বাইরে থাকার সম্ভাবনা প্রবল। রাতের দিকে কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'আজ গুয়াহাটি পৌঁছানোর পর আমরা কামাখ্যা মন্দিরে পুজো দিয়েছি। পরে বিকেল ও সন্ধ্যার দিকে পুরো দলের রিকভারি সেশন ছিল। আগামীকাল অনুশীলন রয়েছে। অনুশীলনে পিচ দেখার পরই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করব। তবে বাড়তি বোলার খেলানোর পাশে পাঁচজন বোলার নিয়ে খেলার কথা ভাবতে শুরু করেছি আমরা।'

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের** পক্ষে **প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in

টি২০-র বর্ষসেরা সূর্য

দুবাই, ২৪ জানুয়ারি : টি২০-র বর্ষসেরা দলের অধিনায়ক আগেই হয়েছিলেন। এবার ২০২৩ সালের জন্য ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম ফর্ম্যাটে

আইসিসি-র বর্ষসেরা হলেন সূর্যকুমার যাদব। টিম ইন্ডিয়ার মিডল অর্ডারের প্রধান ভরসা সূর্য পরপর দুইবার এই পুরস্কার পেলেন। বর্তমানে স্পোর্টস হার্নিয়ার অস্ত্রোপচারের পর জার্মানিতে রিহ্যাবে থাকলেও গত বছর টি২০-তে সূর্য দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন। ৫০-এর কাছাকাছি গড় ও দেড়শোর বেশি স্ট্রাইকরেট যার প্রমাণ।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বিধ্বংসী শতরান (৫১ বলে ১১২) ছাড়াও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস সূর্যের ব্যাট থেকে এসেছে। বর্ষসেরা ক্রিকেটার হওয়া যার পুরস্কার। ভারতীয় তারকার নাম ঘোষণা পর আইসিসি-র তরফে বলা হয়েছে, 'সূর্য টি২০-তে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড। একাধিক ম্যাচ জেতানো ইনিংসে যা গত বছর ও আবারও বুঝিয়েছে।' মহিলা বিভাগে বর্ষসেরা ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেইলি ম্যাথিউজ।

গত বছর ওডিআই বিশ্বকাপে চমকে দিয়েছিলেন নিউজিল্যান্ডের রাচিন রবীন্দ্র। তিনি সেরা এমার্জিং ক্রিকেটার হয়েছেন। মহিলা বিভাগে এই পুরস্কার গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ফোয়েবে লিচফিল্ডের দখলে। সেরা অ্যাসোসিয়েট ক্রিকেটার হয়েছেন নেদারল্যান্ডসের বাস ডে লিডি। মহিলা বিভাগে এই পুরস্কার পেয়েছেন কেনিয়ার কুইন্টর আবেল।

সন্ধান চাই

তপন দেবনাথ ৩৬/৫'-৩" গায়ের রং কালো। উক্ত ব্যক্তি New P.C. Jewellers (হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)-তে Driver পদে যুক্ত ছিল। গত ১৮/০১/২০২৪ তারিখে টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়ে যায়। সন্ধান পেলে যোগাযোগ করুন-98320-11357 বা ভক্তিনগর থানায়।

টিটিতে বাংলার জয়

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : ইন্দোরে ক্যাডেট এবং সাব-জুনিয়ার ন্যাশনালে দাপট দেখাল বাংলার খেলোয়াড়রা। বালকদের বিভাগে ৭টি এসেছে। বালিকারা জিতেছে ৯টি পদক।

জয় বাংলার

চেন্নাই, ২৪ জানুয়ারি : যুবদের খেলো ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় ম্যাচেও জিতল বাংলার মেয়েদের ফুটবল দল। সোমবার ওড়িশার পর বুধবার তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জিতল সুজাতা করের দল। প্রথমার্ধেই বাংলার হয়ে গোল দুইটি করেন নাসিমুন খাতুন ও রিম্পা হালদার।

শুভেচ্ছা

☺ **সুপ্রিয়া ও দিব্যেন্দু :** - জীবনের নতুন ইনিংসের জন্য রইল অফুরান শুভেচ্ছা। -উত্তরবঙ্গ সংবাদ পরিবার।

স্মার্ট, ফিট এবং সক্রিয় থাকার
সহজ, কার্যকর এবং আয়ুর্বেদিক উপায়

সবুজ চা
কোকম
তুলসী
দারচিনি
গুগ্গল
আনারস
বিলেতি তেঁতুল

15টি ভেষজের নির্যাস দিয়ে তৈরি ক্যাপসুল
JOLLY FAT-GO নামের মতো কাজ করে
ক্যাপসুল তেল ও অ্যাপেল সিডার ভিনিগার
দুটো জলি ফ্যাট গো ক্যাপসুল প্যাক কিনুন এবং পান
1 টি Rs. 290/- টাকা মূল্যের জলি ফ্যাট গো অ্যাপেল সিডার ভিনিগার FREE..
সমস্ত মেডিকেল স্টোর্সে পাওয়া যায় ✆ 0161-520-1539

স্বর্গীয়া মনিদীপা চৌধুরী
দ্বিতীয় প্রয়াণ দিবস

আসা ঃ
৩০শে সেপ্টেম্বর
১৯৭৩

যাওয়া ঃ
২৫শে জানুয়ারী
২০২২

তোমার অকাল প্রয়াণে আমরা নিস্তব্ধ

''রাজা চৌধুরী''
চৌধুরী পরিবার
ফালাকাটা, মো-৯৮৩২০২৪৯৭৫